মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

প্রফেসর'স পাবলিকেন্স
মগবাজার, ঢাকা

www.pathagar.com

মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

প্রকাশক
এ এম আমিনুল ইসলাম
পরিচালক,
প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক ওয়ারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৮৩৫৮৭৩৪, মোবাইল: ০১৭১১-১২৮৫৮৬

প্রকাশকাল
১০ জিলহজ্ব ১৪২৭ হিজরী
১ জানুয়ারি ২০০৭ ইং

কম্পোজ ও ডিজাইন
প্রফেসর'স কম্পিউটার
আল-ফালাহ্ ভবন, মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
এ আর প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা।

ISBN: 984-3114-26-0

নির্ধারিত মূল্য: ৫০.০০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'য়ালা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাজিল করেছেন বিশ্বের সকল মানুষকে হেদায়েত করার জন্য। এ লক্ষ্যে সর্বশেষ নবী রহমাতুল লিল আলামীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করে কুরআনী সমাজ কায়েম করে গেছেন। তখন পৃথিবীতে এক সুন্দর ও শান্তির সমাজ কায়েম হয়েছিল। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র কুরআনী সমাজ হিসেবে আমাদের সকলের জন্য উদাহরণ। ঐতিহাসিকভাবে আমরা এ তথ্য সকলেই জানি। এ চেতনা সকলের মাঝে সৃষ্টি করে আমাদের সমাজকে সেভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বইটি প্রকাশ করা হল। বইটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল :

১. সহজে অল্প শিক্ষিত লোকদের বুঝার জন্য, বিশেষ করে শ্রমিক কর্মচারী সমাজের দাবী পূরণের জন্য।
২. কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বর্ণনার প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।
৩. বিশেষভাবে সিরাতে ইবনে হিশাম, আর রাহীকুল মাখতুম ও বিশ্বনবীর জীবন দর্পন এ তিনটির সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।
৪. কম আলোচিত বিষয় গুলোকে জোরালোভাবে পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উপরোক্ত টার্গেটগুলোকে সামনে রেখে রাসুলের জীবনী গ্রন্থটি প্রকাশ করা হল। যে সমস্ত মনিষীদের লিখা গ্রন্থের শরনাপন্ন হয়ে পুস্তকটি লিখা হয়েছে এবং যাদের সহযোগিতা নিয়ে বইটি প্রকাশ করা হল, তাদের সকলের জন্যই প্রাণ খুলে দোয়া করছি—আল্লাহ যেন তাদেরসহ আমাদের সকলকেই উভয় জগতে উত্তম পুরস্কার দান করেন—আমীন।

রবিউল আওয়াল-১৪২৭ হিজরী
এপ্রিল-২০০৬ ইংরেজী

মুজিবুর রহমান
সাবেক এমপি

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন। আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন, ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহী আজমাঈন।

"তোমাদের জন্য রাসূলের জীবনে রয়েছে অনুকরণযোগ্য আদর্শ।" এভাবে মহান রব্বুল আ'লামীনই তাঁর হাবীবের পরিচয় করিয়েছেন সমগ্র বিশ্বজাহানের কাছে। আর মহান রব্বুল আ'লামীন শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ পৃথিবীর জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তাই আমাদের করণীয় হিসেবে সেই মহান নেতার জীবন থেকে যদি কিঞ্চিত পরিমান আদর্শ সঞ্চয় করে আমাদের জীবনকে সিক্ত করি তবেই পরকালীন কল্যাণ ও সফলতা রয়েছে। আসুন আমরা সেই মহান নেতার জীবনী থেকে শিক্ষা নিই এবং সেই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আত্মমানবতার কল্যাণে নিজেদেরকে উৎসর্গ করি।

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও সুলেখক অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ভাই বইটি লিখতে গিয়ে অনেক গ্রন্থের আশ্রয় নিয়েছেন। তাই নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয়ে বইটি সমৃদ্ধ। কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী', 'রাসুলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন', 'আর রাহীকুল মাখতুম', 'সিরাতে সরওয়ারে আলম', 'মানবতার বন্ধু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-সহ আরো অসংখ্য সিরাত গ্রন্থ বাজারে পাওয়া যায়। তারপরও বিশ্বনবীর সিরাতের উপর রচিত গ্রন্থ গোলাপের বাগানে নানা রঙের প্রস্ফুটিত গোলাপের মতই। ভিন্ন রং ভিন্ন ঘ্রাণের হয়েও মনকে আকৃষ্ট করে। তাই আমাদের বিশ্বাস প্রবাহমান গ্রন্থটি পাঠক মনকে আকৃষ্ট করবে ইনশাল্লাহ।

বর্তমান বাজারে কাগজের দাম বেশি হওয়ার কারণে মুদ্রণ শিল্প অনেকটা ঝুঁকির মধ্যে। তারপরও আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে বইটি প্রকাশ করতে পেরে তারই দরবারে প্রাণভরে শুকরিয়া আদায় করছি। আল-হামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ নেক প্রচেষ্টগুলো কবুল করুন এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে উভয় জগতে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমীন।

মুদ্রণজণিত ত্রুটিগুলো সংশোধনে আমরা সর্বদা আন্তরিক। এ ব্যাপারে আমরা সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

-প্রকাশক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১। ভূমিকা	৭
২। আগমনের জন্য দোয়া	১১
৩। জন্মের বছর কাবাঘর ধ্বংসের চেষ্টা	১১
৪। জন্মের আগেই পিতার মৃত্যু	১২
৫। বংশ পরিচিতি	১৩
৬। কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য	১৪
(ক) শিরক মুক্ত এক সাহাবী	১৮
৭। কুরাইশ বংশ	১৮
৮। কাবার ব্যবস্থাপনা	১৯
৯। আব্দুল মুত্তালিব	২০
১০। আব্দুল্লাহ	২১
১১। আমিনা	২১
১২। মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় পিতার মৃত্যু	২১
১৩। জন্মকাল	২২
১৪। নাম রাখা হল যে ভাবে	২২
১৫। সর্বপ্রথমে আল্লাহর ঘরে গমন	২৩
১৬। দুগ্ধ পান	২৩
১৭। পিতার সম্পত্তি	২৩
১৮। দাই প্রথা	২৪
১৯। হালিমার কাছে	২৪
২০। হালিমার গৃহে তিনটি ঘটনা	২৫
২১। হালিমার প্রতি মহব্বত	২৫
২২। মায়ের ইন্তেকাল	২৭
২৩। আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকাল	২৮
২৪। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	২৮
২৫। দাদার পরে চাচা	২৯
২৬। ছাগল চরানো	৩০
২৭। চরিত্রের বলিষ্ঠতা ছোটবেলা থেকেই	৩০
২৮। বয়স যখন বারো	৩১
২৯। বয়স যখন পনের	৩২
৩০। হিলফুল ফুযুল	৩২
৩১। বিয়ে হল যেভাবে	৩২
৩২। সুন্দর একটি ফায়সালা	৩৪

www.pathagar.com

৩৩। প্রথম অহী ৩৫
৩৪। অহীর প্রভাব ৩৫
৩৫। অহী সাময়িকভাবে স্থগিত ৩৬
৩৬। জিবরাইল আঃ অহীসহ আসেন ৩৭
৩৭। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিগণের নাম ৩৭
৩৮। অহী আসার পদ্ধতি ৩৭
৩৯। আত্মীয় স্বজনকে দাওয়াত ৩৮
৪০। ব্যক্তিগত গোপন দাওয়াত ৩৮
৪১। দাওয়াত ও তার প্রতিক্রিয়া ৩৯
৪২। দাওয়াতী সভা ৪০
৪৩। আবু তালিবের মাধ্যমে প্রতিরোধ ৪০
৪৪। হাজীদেরকে তারা বিভ্রান্ত করল ৪১
৪৫। চার ধরণের প্রতিরোধ ৪২
৪৬। অত্যাচারের স্টীম রোলার ৪২
৪৭। মক্কায় বড় বড় সন্ত্রাসীরা যা করত ৪৩
৪৮। হিংসার চরম রূপ ৪৩
৪৯। ইসলাম কবুল করে জুলুমের শিকার ৪৫
৫০। জুলুম করল যারা ৪৬
৫১। কেন্দ্রীয় অফিস দারুল আরকাম ৪৬
৫২। প্রথম হিজরত আবিসিনিয়াতে ৪৬
৫৩। আবিসিনিয়াতে দ্বিতীয় হিজরত ৪৭
৫৪। নাজ্জাশীর দরবারে ৪৭
৫৫। হত্যা করার চেষ্টা ৪৭
৫৬। দু'জন বীর যোদ্ধার ইসলাম গ্রহণ ৪৮
৫৭। আবু তালেব আহুত বৈঠক ৫০
৫৮। বয়কটের কবলে ৫০
৫৯। বয়কটে যা মেনে চলতে হবে ৫০
৬০। দুঃখের বছর ৫১
৬১। জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর দিন ৫২
৬২। মেরাজের ঘটনা ৫৪
ক) এক নজরে মি'রাজ ৫৫
খ) ইসলামী রাষ্ট্রের চৌদ্দ দফা মূলনীতি ৫৬
৬৩। মদিনায় ইসলাম ৫৭
৬৪। রাসুলের দুত মদীনায় ৫৮
৬৫। বায়াতের পাঁচ দফা ৫৯
ক) রাসুলকে হত্যার পরিকল্পনা ৬০

www.pathagar.com

৬৬। হিজরত শুরু ৬১
৬৭। রাসুলের হিজরত ৬২
৬৮। পার্লামেন্ট ষড়যন্ত্র ঃ দারুন নদওয়া ৬২
৬৯। ধরার জন্য অভিযান ঃ কিছু ঘটনা ৬৩
৭০। হিজরতের পথে কয়েকটি ঘটনা ৬৩
৭১। ঐতিহাসিক কোবায় ৬৪
৭২। ইয়াসরিব হল মদীনা ৬৫
৭৩। প্রথম কাজ মসজিদ নির্মাণ ৬৫
৭৪। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ৬৫
৭৫। মদীনার সর্বপ্রথম ভাষণ ৬৬
৭৬। নিয়মিত নামাজ কায়েম ৬৭
৭৭। ইহুদীদের সাথে চুক্তি ৬৭
৭৮। আল্লাহর পথে জিহাদ ৬৭
৭৯। সশস্ত্র জিহাদ ৬৮
৮০। দুই ধরনের যুদ্ধ ৬৮
৮১। বদরের যুদ্ধ ৭০
৮২। ইসলামী বাহিনীর পরিচয় ৭০
৮৩। যুদ্ধের জন্য পরামর্শ বৈঠক ৭০
৮৪। টহল দেয়ার সময় ৭১
৮৫। উটের মল পরীক্ষা ৭১
৮৬। মজলিশে শুরার বৈঠক ৭২
৮৭। মুসলমানদের যুদ্ধ যাত্রা ৭২
৮৮। প্রথমে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ৭৩
৮৯। যুদ্ধ পূর্ব দোয়া ৭৩
৯০। জনবল ও অস্ত্র বলের তুলনা ৭৩
৯১। আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি ৭৪
৯২। পাহারাদার ছিলেন যারা ৭৪
৯৩। যুদ্ধের কৌশল ৭৫
৯৪। আবুজেহেলের দোয়া ৭৫
৯৫। কাফের সন্ত্রাসী নিহত ৭৫
৯৬। মুষ্টি বালু নিক্ষেপ ৭৬
৯৭। কঠিন পরীক্ষা ৭৬
৯৮। ওয়াদা পূরণের দৃষ্টান্ত ৭৭
৯৯। খেজুর ডাল হল তরবারী ৭৭
১০০। আবু জেহেলের হত্যাকারী ৭৭
১০১। যুদ্ধে হতাহত এর সংখ্যা ৭৮

www.pathagar.com

১০২। মুসলমানদের মধ্যে শহীদ হলেন যারা ৭৮
১০৩। নিজ চাচা ও জামাতা বন্দী ৭৮
১০৪। আবু জেহেল ও আবু লাহাব ৭৯
১০৫। আবু জেহেল হত্যার ঘটনা ৭৯
১০৬। যুদ্ধ বন্দী সমাচার ৮১
১০৭। বদর ও উহুদ যুদ্ধের মাঝে ৮২
ক) ইহুদী পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযান ৮৩
খ) ইহুদী মহিলার বিরুদ্ধে অভিযান ৮৮
১০৮। এক নজরে সারিয়ায়ে উমাইর বিন আদী (রা:) ৮৮
১০৯। উহুদ যুদ্ধ ৮৯
১১০। "তুমি কখনও সামনে এস না" ৯০
১১১। ফেরেশতা কর্তৃক গোসল ৯০
১১২। নিহত হবার গুজব ৯০
১১৩। নামাজ না পড়ে জান্নাত গমন ৯১
১১৪। খোড়া সাহাবীর জান্নাত গমন ৯১
১১৫। শরীরের অঙ্গের মালা ৯২
১১৬। গাযওয়ায়ে উহুদের তথ্যের উৎস সমূহ ৯২
১১৭। ঈমানের বড় পরীক্ষা ৯২
১১৮। রাজী অভিযানে মৌমাছি ও ভীমরুল ৯৩
১১৯। বীরে মাউনা ৯৪
১২০। বনু নাযীর ও তাদের বহিস্কার ৯৪
১২১। খন্দক যুদ্ধ ৯৪
ক) মুশরিকদের নিহত ব্যক্তিগণ ৯৫
খ) গাযওয়ায়ে খন্দকের তথ্যের উৎসসমূহ ৯৬
১২২। বনু কুরাইযা অভিযান ৯৬
১২৩। বনু মুস্তালিক অভিযান ৯৭
১২৪। হুদাইবিয়ার ঘটনা ৯৭
১২৫। বায়াতে রিযওয়ান ৯৮
১২৬। ঐতিহাসিক চুক্তি ৯৮
১২৭। চুক্তির ফলাফল ৯৯
ক) খাইবার বিজয় ৯৯
১২৮। যুদ্ধ শেষে দু'টি ঘটনা ১০০
১২৯। কাযা উমরা আদায় ১০০
১৩০। মুতার যুদ্ধ- ৮ম হিজরী ১০১
১৩১। ঐতিহাসিক মক্কা বিজয় ১০১
১৩২। কা'বার ভাষণ ১০৩

www.pathagar.com

১৩৩। কাবা ঘরের দায়িত্বশীলদের তালিকা ১০৪
১৩৪। কা'বার ভিতর ১০৫
১৩৫। মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য ১০৫
১৩৬। হুনাইন যুদ্ধ ১০৫
১৩৭। তায়েফ যুদ্ধ ১০৬
১৩৮। জিরানা থেকে উমরা পালন ১০৭
১৩৯। শেষ যুদ্ধ তাবুক ১০৮
১৪০। বনু সাকীক এর ইসলাম গ্রহণ ১০৯
১৪১। প্রতিনিধি আগমনের সাল ১১০
১৪২। বনু তামীম ও সুরা হুজুরাত ১১০
১৪৩। বনু আমের ১১১
১৪৪। বনু হানীফা ১১২
১৪৫। আদী ইবনে হাতীমের ইসলাম গ্রহণ ১১২
১৪৬। প্রতিনিধি দলে যারা এসেছিলেন ১১৩
১৪৭। দুত মারফত দাওয়াত ১১৩
১৪৮। যাকাত অফিসার ১১৩
১৪৯। মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার ১১৩
১৫০। বিদায় হজ্জ ১১৪
১৫১। হজ্জ থেকে ফিরে ১১৫
১৫২। বিভিন্ন এলাকায় দূত প্রেরণ ১১৫
১৫৩। মিশরের বাদশাহর কাছে চিঠিঃ ইন্টারনেট থেকে ১১৬
১৫৪। অসুখের সুচনা ১১৭
১৫৫। স্ত্রীগনের পরিচিতি ১১৭
১৫৬। জীবন বৃত্তান্ত ১১৮
১৫৭। মদীনার জীবন ১১৮
১৫৮। এক নজরে মহানবী ১১৮
১৫৯। এক নজরে মহানবীর জীবনপঞ্জি ১২০
১৬০। ঘটনা পঞ্জী ১২৪
১৬১। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জীবদ্দশায় ইসলাম প্রচার ১৩৪
১৬২। গাযওয়া ও সারিয়্যা ১৩৫
১৬৩। একনজরে বদর যুদ্ধ ১৩৬
১৬৪। একনজরে ওহুদ যুদ্ধ ১৪০
১৬৫। একনজরে গাযওয়ায়ে খন্দক ১৪৩
১৬৬। একনজরে সারিয়্যাসমূহ ১৪৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আগমনের জন্য দোয়া

হযরত ইবরাহীম আলাইহি অস্‌সালাতু অস্‌সাল্লাম এবং তাঁর পুত্র কাবা ঘর নির্মাণের সময় দোয়া করেছিলেন–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

"হে আমাদের রব! তুমি এদের কওমের মধ্য থেকে একজন রাসূলের আবির্ভাব ঘটাও যে তোমার আয়াত তাদেরকে পাঠ করে শুনাবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে", নিশ্চয় তুমি মহাশক্তিশালী ও বিজ্ঞানময় (বাকারা ঃ ১২৯)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের দোয়া কবুল করেন এবং আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী ৫৭০ সালের ২৯শে আগস্ট মোতাবেক ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুবহে সাদেকের সময় মক্কা নগরে প্রসিদ্ধ কোরেশ গোত্রে বনি হাসেম বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

জন্মের বছর কাবাঘর ধ্বংসের চেষ্টা

মুহাররম মাসে ইয়েমেন থেকে ষাট হাজার সৈন্য সাথে বড় বড় হাতি সহ আল্লাহর ঘর কাবাকে ধ্বংস করার জন্য আবরাহা বাদশা মক্কা এসেছিল। আল-কুরআনে আবরাহা বাদশাকে আসহাবিল ফিল বা হাতিওয়ালা বলা হয়েছে। সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী আসে। তারা তাদের দু'পায়ে দু'টি ও মুখে একটি পাথর নিয়ে এসেছিল। পাথরগুলো ছোলার বা মশুরীর দানার মত ছিল। সেগুলো গুলীর মত কোনখান দিয়ে প্রবেশ করেছিল তা বুঝা যেত না। কিন্তু যে দিক দিয়ে বের হতো গোশত হাড্ডি ছিন্নভিন্ন করে বড় গর্ত নিয়ে বের হয়ে যেত। সেদিন ষাট হাজার কেন ষাট লাখ সেনাবাহিনী থাকলেও তা ধ্বংস হয়ে যেত। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন,

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ۔ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ۔ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ۔ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ

www.pathagar.com

"তুমি দেখনি, কি রকম অবস্থা করে ছাড়লেন তোমার রব হাতি ওয়ালাদেরকে? তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি? এবং তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠালেন। তারা তাদের উপর নিক্ষেপ করল সিজ্জিল পাথরের গুলী। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত ভূষির ন্যায় ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। (সূরা ফীল)

যে মক্কা নগরীকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তায়ালার মহাপরিকল্পনা সেই মক্কা নগরীকে তিনি কি ধ্বংশ হতে দিতে পারেন? যে মহানগরীতে সকল নবীর শেষ নবীকে আনা হবে, যার জন্য আড়াই হাজার বছর ধরে প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে, সেই মহানগরীকে আল্লাহ এভাবেই নবীর জন্মের বছরে হেফাজত করেন।

মুসলিম শরীফে কাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে জনৈক বেদুইনের প্রশ্নের জবাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্ম রবিউল আউয়াল মাসে সোমবারে হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

জন্মের আগেই পিতার মৃত্যু

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের পেট থেকে দুনিয়াতে আসার আগেই তার পিতা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাসেম ইন্তেকাল করেন। তিনি দুনিয়াতে এভাবেই ইয়াতীম হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কুরআন শরীফে ঘোষনা করছে-

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى -

তিনি (আল্লাহ) কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি এবং তার পর আশ্রয় দেননি? (সূরা যোহা-৬)

পঁচিশ বছর বয়সে আব্দুল্লাহ বিয়ে করেন আমেনা খাতুনকে। আমেনা খাতুন ছিলেন তার কওমের সর্বোৎকৃষ্ট মেয়ে। কোরেশ বংশের বনি যোহরা গোত্রের সর্দার ওহাবের কন্যা ছিলেন আমেনা খাতুন। কিছুদিন পরেই বানিজ্য উপলক্ষে আব্দুল্লাহ ফিলিস্তিনের গাজা শহরে যান। আমেনা খাতুন তখন গর্ভবতী ছিলেন। বানিজ্য থেকে ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে মদিনায় আব্দুল্লাহ তার দাদীর পরিবার আদি বিন নাজ্জারের ওখানে অবস্থান করেন। একমাস অবস্থানের পর সেখানেই তার মৃত্যু হয়। বানিজ্য কাফেলায় সাথী সংগীদের কাছ থেকে ছেলের অসুস্থতার খবর পেয়ে আব্দুল মুত্তালিব তার বড় ছেলে হারিসকে মদিনায় পাঠান। কিন্তু হারিস মদিনা পৌছে আব্দুল্লাহকে জীবিত দেখতে পায়নি।

www.pathagar.com

বংশ পরিচিতি

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই পরিবারটি হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর বংশের একটি শাখা। কুরআন মাজীদের বর্ণনা মতে যা পাওয়া যায় তা হলো হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর জন্মভুমি ইরাক ত্যাগ করে শাম ও ফিলিস্তিনে হিযরত করেন। তখন এ এলাকাকে কানআন ভূমি বলা হতো। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর ভাতিজা হযরত লুত (আঃ) এবং স্ত্রী হাজেরা (আঃ)-কে সাথে নিয়ে এখানে চলে আসেন। শিরকের বিরোধিতা করায় নিজের পিতাসহ সমগ্র জাতি ও সরকারের দুশমন হয়ে গেলে তিনি হিজরত করেন।

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ -

আমরা তাকে (ইবরাহীম) ও লুতকে রক্ষা করে সেই ভূখণ্ডের দিকে নিয়ে গেলাম যার মধ্যে আমরা দুনিয়াবাসীর জন্য অগনিত বরকত রেখে দিয়েছি। (আম্বিয়া-৭১)

এখানে বরকতপূর্ণ ভূখণ্ড বলতে শাম ও ফিলিস্তিনকে বুঝানো হয়েছে। (তাফহীম -আরাফ-১৩৭, বনি ইসরাইল-১, আম্বিয়া-৮১, সাবা-টীকা-৩১)।

হযরত ইবরাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিরকের বিরোধীতার জন্য আগুনে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করা হয়। আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানীতে তিনি আগুনের মধ্যে থেকে জীবিত ও সুস্থ্য অবস্থায় বের হয়ে আসেন এবং পরে হিজরত করে বরকতপূর্ণ ভূখণ্ডে চলে আসেন। কুরআন এ প্রসংগে আগুনের উপর যে হুকুম জারী করা হয়েছিল তা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে–

قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ -

"হে আগুন, তুমি ইবরাহীমের জন্য শান্তি ও আরামদায়ক হয়ে যাও" (সূরা আম্বিয়া- ৬৯)

হযরত ইবরাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাম ও ফিলিস্তিন থেকে আরবভূমি পর্যন্ত বছরের পর বছর ঘুরাফেরা করে দ্বীনের দাওয়াত পৌছাতে থাকেন। অবশেষে বিভিন্ন অঞ্চলে পরিকল্পিত কাজের জন্য এলাকাভিত্তিক খলিফা বা তদারক্কারী নিয়োগ করেন।

www.pathagar.com

(এক) ভাতিজা লুত আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পূর্ব জর্দানে নিয়োগ দেন।

(দুই) ছোট ছেলে ইসহাক আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে নিয়োগ দেন।

(তিন) বড় ছেলে ইসমাইল আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরবে নিয়োগ দেন।

হযরত ইবরাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশ থেকে মানবজাতির দু'টি বিরাট শাখা বের হয়।

প্রথম ঃ বড় ছেলে ইসমাইল আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরবের বংশ যেখান থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মলাভ করেন।

দ্বিতীয়টি ঃ ছোট ছেলে হযরত ইসহাক আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশ ধর। হযরত ইয়াকুব আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম,হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, দাউদ আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সোলায়মান আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইয়াহিয়া আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ঈসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আরো অনেক নবী এ বংশে আগমন করেন।

হযরত ইয়াকুব আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম ইসরাইল ছিল বলে এ বংশ বনি ইসরাইল নামে পরিচিত হয়। এ বংশ থেকেই পরে ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ জন্ম লাভ করে।

হযরত ইসমাইল আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কাল পর্যন্ত এই আড়াই হাজার বছর যাবৎ ইসমাইল আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবার আরববাসীর বহু পরিবারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারা এ মহান পরিবারের সাথে আত্মীয়তাকে গৌরবজনক মনে করতো এবং নিজেদের বংশ তালিকায় তা উল্লেখ করতো।

কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য

(এক) ইবরাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল তার জাতি। অতঃপর তার জাতির জবাব এ ছাড়া আর কিছুই ছিলনা যে, তারা বলল তাকে মেরে ফেল অথবা জ্বালিয়ে দাও। সবশেষে আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। সে সময়ে লুত হযরত ইব্রাহিমকে মেনে নিল এবং ইব্রাহিম বলল আমি আমার রবের দিকে হিজরত করছি, তিনি মহাপরাক্রান্ত ও বিজ্ঞ। (আনকাবুত ২৪-২৬)

(দুই) হিজরত কালে জন্মভুমি থেকে চলে আসার সময় আল্লাহর দরবারে সন্তানের জন্য দোয়া করেছিলেন–

www.pathagar.com

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ـ

"হে আমার রব আমাকে নেক সন্তান দান কর।" (সাফ্ফাত-১০০)

(তিন) বার্ধক্য অবস্থায় হযরত ইবরাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দোয়া কবুল হয় এবং তিনি সন্তান লাভ করেন–

وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحَاقَ ـ

"ঐ আল্লাহর শোকর যিনি আমাকে আমার বার্ধক্য অবস্থায় ইসমাইল ও ইসহাক (দুই পুত্র সন্তান) দান করেছেন।" (ইবরাহীম-৩৯)

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ـ

"অতঃপর আমরা তাকে ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দেই।" (সাফ্ফাত-১০১)

فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهُ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ـ

"তার স্ত্রী চীৎকার করে সামনে এগিয়ে গেল এবং সে তার মুখ ঢেকে ফেলল এবং বলল আমি বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা।" (যারিয়াত-২৯)

এসব আয়াতকে সামনে রেখে বাইবেলের বর্ণনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

সেখানে বলা হয়েছে হযরত ইসমাইল জন্মগ্রহণ করার সময় হযরত ইবরাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ছিল ৮৫ বছর এবং ইসহাক আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের সময় তার বয়স হয়েছিল ১০০ বছর।

(চার) ইবরাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল খানায়েকাবা যেটাকে তিনি হেড কোয়ার্টার বা প্রধান কার্যালয় বানিয়েছিলেন।

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ـ

স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন আমরা ইবরাহীমের জন্য এ ঘরের (খানায়ে কাবা) স্থান নির্দিষ্ট করে দেই। (হাজ্জ-২৬)

www.pathagar.com

(পাঁচ) বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনায় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থেকে শুনে বয়ান করে থাকবেন এটাই ধারণা করা যায়। তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী হাজেরা এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তান ইসমাইল (আঃ)-কে এনে একটি গাছের নীচে রাখেন। মক্কার উপত্যকায় সেকালে কোন মানুষ ছিলনা। পানিরও কোন সন্ধান ছিলনা।

পানি না থাকার কারনেই মানুষ সেখানে বাস করত না। হযরত ইবরাহীম (আঃ) চামড়ার একটি থলিতে কিছু খেজুর এবং চামড়ার এক মশকে এক মশক পানি হযরত হাজেরা (রাঃ)-কে দিয়ে চলে যান। হযরত হাজেরা (রাঃ) তার প্রানাধিক প্রিয় স্বামী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিছন পিছন চলতে চলতে চোখের পানিতে ভিজে বলতে থাকেন, হে আমার প্রাণাধিক প্রিয়স্বামী, আমাদেরকে এই শুষ্ক ও তরুলতা বিহীন বিজন প্রান্তরে ফেলে রেখে আপনি কোথায় চললেন? এ কথাগুলো কয়েকবার তিনি বললেন, কিন্তু হযরত ইবরাহিম (আঃ) ফিরেও তাকালেন না (আল্লাহর নির্দেশের কারণে)। হযরত হাজেরা (রাঃ) বুঝতে পেরে অবশেষে বললেন আপনাকে কি আল্লাহ এ কাজ করার আদেশ করেছেন? হযরত ইবরাহীম (আঃ) শুধু বললেন হ্যাঁ। একথা শুনে হযরত হাজেরা (রাঃ) বললেন যদি তাই হয় তবে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। একথা বলে তিনি ফিরে এসে সন্তানের পাশে বসে পড়লেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর মানব সুলভ অন্তর স্ত্রী ও কচি শিশুর বিরহ ব্যাথায় চুর্ণ-বিচুর্ণ হচ্ছিল। অবশেষে যখন মা ও শিশু পাহাড়ের আড়ালে পড়ে আর দেখা গেল না তখন বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে তাদের জন্য প্রাণ ভরে তার রবের কাছে দোয়া করলেন–

رَبَّنَا إِنِّىْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ إِلَيْهِمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ـ

"হে আমার রব, আমি একটি পানি ও তরুলতাহীন প্রান্তরে আমার সন্তানদের

www.pathagar.com

একটি অংশ তোমার পবিত্র ঘরের পাশে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার জন্য রেখে গেলাম। যেন তারা নামাজ কায়েম করে। অতএব তুমি মানুষের মন তাদের প্রতি অনুরক্ত করে দাও, তাদেরকে খাবার জন্য ফলমূলাদি দান কর সম্ভবত তারা শোকর গুজার হবে।" (ইবরাহীম-৩৭)।

এদিকে মশকের পানি শেষ হতে থাকল, বাচ্চার জন্য বুকের দুধও শুকিয়ে আসল। অবশেষে সন্তানকে পিপাসায় ছটফট করতে দেখে ইসমাইলের (আঃ) মা উপত্যাকার দিকে ছুটাছুটি করতে লাগল কোথাও এক ফোটা পানি পাওয়া যায় কি না। কোথাও কোন মানুষের সন্ধান মিলল না। তারপর সাফা পাহাড় থেকে নেমে বিপন্ন মানুষের মত উপত্যাকার মাঝখানে দৌড় দিলেন। অপর মাথায় মারওয়া পাহাড়ে উঠে কোন মানুষ দেখা যায় কি না তা দেখতে থাকেন। কিন্তু না কোন মানুষের ছায়াও দেখা গেল না। এমনিভাবে সাতবার সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়ালেন। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন **'এ কারণেই মানুষ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাতবার সায়ী করেন।** শেষ বার যখন মারওয়ার পাহাড়ে চড়েন তখন হঠাৎ একটা মানুষের আওয়াজ শুনতে পেলেন। হঠাৎ তিনি যমযমের স্থানে এক ফেরেশতা দেখতে পেলেন। তিনি জিবরাইলকে দেখলেন যে তিনি পায়ের গোড়ালী দিয়ে অথবা হাত দিয়ে মাটি খনন করছেন। যেখান থেকে পানি বের হতে দেখতে পেলেন। প্রথমে অঞ্জলিতে করে পানি নিয়ে মশক ভরতে লাগলেন। যতই পানি ভরতে থাকেন, পানি ততই উথলিয়ে উপরে উঠতে থাকে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– 'আল্লাহ ইসমাইলের মা-র উপর রহম করুন, তিনি যদি মাটির আইল (বাঁধ) দিয়ে চারদিকে ঘিরে না দিতেন তাহলে যমযম এক প্রবাহমান ঝর্ণায় রূপান্তরিত হতো।'

এভাবে হযরত হাজেরা (রাঃ) পানি পান করতে থাকেন। ফেরেস্তা তাকে বললেন, পানি নষ্ট হবার ভয় করো না, এখানে আল্লাহর ঘর আছে যা এই শিশু ও তার পিতা নির্মাণ করবে। আল্লাহ এ ঘরের লোকদের ধ্বংস করবেন না।

ইয়েমেনের প্রাচীন কাহতানী আরবদের একটি গোত্র জুরহুম গোত্র। তারা হযরত হাজেরা (রাঃ) এর অনুমতি নিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করে। শিশু ইসমাইল বড় হয়ে এ গোত্রেই বিয়ে করেন। পিতা ইবরাহীম (আঃ) তাকে পছন্দ না করায় চৌকাঠ (স্ত্রী) বদল করতে বলেন। পরে পিতার পছন্দনীয় একটি বালিকা বিয়ে করে সংসার করতে থাকেন। যমযমের পাশে একটি গাছের নীচে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তীর নির্মাণ করেছিলেন। একটি উঁচু উপত্যাকার একটি উঁচু

www.pathagar.com

অংশে আল্লাহর হুকুমে পিতাপুত্র মিলে বায়তুল্লাহর ভিত্তি নির্মাণ করেন। ছেলে পাথর এনে দিলে পিতা তা গেঁথে চলেন। প্রাচীর উঁচু হলে মাকামে ইবরাহীম নামক প্রসিদ্ধ পাথরের উপর দাড়িয়ে পাথর গাঁথতে থাকেন।

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى -

"ইবরাহীমের ইবাদতের স্থানকে (নামাজের স্থান) জায়নামাজ বানাও" (বাকারা-১২৫)

শিরকমুক্ত এক সাহাবী

তখন থেকেই ৪টি মাস যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকতো। ফলে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার সুযোগ মিলত। **যায়েদ বিন আমর-ই** একমাত্র ব্যক্তি যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতৃ যুগে শিরক থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি হাতের তালুতে মাথা দিয়ে সিজদা করতেন। তিনি বলতেন "আল্লাহর কসম, আমি এমন কোন পশুর গোশত খাবনা যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবেহ করা হয়েছে। আল্লাহর কসম ইবরাহীমের দ্বীনের উপর আমি ছাড়া আর কেউ নেই।"

দু'জন জলিলুল কদর সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে প্রশ্ন করেছিলেন। যায়েদের চিন্তাধারা কি আপনার জানা আছে? আমরা কি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে পারি?

জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন হ্যাঁ, কিয়ামতের দিনে তিনি একাই একটি উম্মত হিসেবে উঠবেন।

কুরাইশ বংশ

কুরাইশ শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন হবার পর একত্রিত করন। গবেষনা করে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা হল বণী ফিহির এর উপাধি ছিল কুরাইশ। কুরাইশ প্রকৃত পক্ষে আননযর এর নাতি মালেক বিন নজর এর পুত্র ফিহিরের উপাধি ছিল। বংশ নামাটি নিম্নরূপ ঃ

গালেব এর পুত্র লুয়াই
↓
লুয়াই এর পুত্র কাব
↓
কাব এর পুত্র মুররা
↓
মুররা এর পুত্র কিলাব
↓
কিলাব এর পুত্র কুসাই
↓

www.pathagar.com

কুসাই এর পুত্র আব্দে মানাফ

↓

আব্দে মানাফ এর পুত্র ইবনে হাসেম

↓

ইবনে হাসেমের পুত্র আব্দুল মুত্তালিব

↓

আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ

↓

আব্দুল্লাহ এর পুত্র হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

কাবার ব্যবস্থাপনা

৪০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কুসাই বিন কিলাবের হাতে খানায়ে কাবার ব্যবস্থাপনা ন্যস্ত হয়। কুসাই খুব প্রভাবশালী সর্দার ছিল। সকলেই তার পরামর্শ নিত তার বাড়ীতে গিয়ে এজন্য তার বাড়ীকে 'দারুন্নাদওয়া' বলা হতো।

হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা কুরাইশদের হাতে থাকতো। তাদের হাতে (এক) হাজীদের পানি পান করানো (দুই) হাজীদের আহার করানো এবং (তিন) খানায়ে কাবার চাবি সংরক্ষন ' ইত্যাদি কাজকর্ম ছিল। পরবর্তীতে কুসাই এর পুত্র আবদে মানাফের সন্তানগন পরামর্শ করে হাজীদের পানি পান ও খাবার প্রদান করার কাজ দুটি হাশিমকে দান করে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে হাশিমের আসল নাম ছিল আমর। একবার দূর্ভিক্ষের সময় হাজীদের রুটি ও উটের গোশত দিয়ে একপ্রকার মালিদা তৈরী করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। হাশম শব্দের অর্থ ভাংগা ও নিষ্পেশন করা। রুটি ভেংগে গোশতের সাথে মিলানোর কারণেই তাকে হাশিম নামে অভিহিত করা হয়। হাশিম প্রতি বছর হাজীদেরকে আশুদা করে খাওয়াতো। ফলে তার নাম মশহুর হয়ে পড়ে। হাশিমের সাথে রোম, শাম আবসিনিয়া ও ইরানের বাদশাহদের বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠে। হাশিম এসব এলাকার বাদশাহদের কাছ থেকে নিরাপত্তা পরওয়ানা হাশিল করে। ফলে কুরাইশদের ব্যবসা বানিজ্য ব্যাপক প্রসার ও নিরাপত্তা লাভ করে। এ দিকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ বলেন–

رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ـ

কুরাইশদের পরিচিতি শীত ও গ্রীষ্ম উভয় সফরেই ব্যাপক ছড়িয়ে পড়েছে আর এটা আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহর কারণেই হয়েছে। সেজন্য তাদের উচিত এই ঘরের রবের হুকুম মেনে চলা। (কুরাইশ)

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ـ

www.pathagar.com

এ ছাড়া আবরাহা আল্লাহর ঘর ধ্বংস করতে গিয়ে নিজেই আল্লাহর প্রেরিত পাখীর ঝাঁকে ঝাঁকে আক্রমনে ষাট হাজার সৈন্যসহ খতম হয়ে গেল।

তখন কুরাইশদের সাহস আরো বেড়ে গেল। তারা মনে করল কুরাইশদের গায়ে হাত দিলেই আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিবেন। এমন একটা মনোভাব কুরাইশদেরকে আরো বেশী সাহসী করে তুলল।

আব্দুল মোত্তালিব

প্রায় ৪৯৫ খৃষ্টাব্দে আব্দুল মুত্তালিব জন্ম গ্রহন করেন। এ সময়েই এক সফরে হাশিম গাজা এলাকায় (বর্তমান ফিলিস্তিনের একটি এলাকা) পৌছে রোগাক্রান্ত হয় ও মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর পর হাশিমের ভাই মুত্তালিব কিছুদিন হাজীদের পানি পান ও খাওয়ানোর কাজ করতে থাকেন। কিছুকাল পরে ইয়েমেনে এক বানিজ্য সফরে গিয়ে তিনিও (মুত্তালিব) মারা যান। অতঃপর হাশিমের পুত্র আব্দুল মুত্তালিব হাজিদের পানি পান ও খাওয়ানোর দায়িত্বপূর্ণ পদটি লাভ করেন। আরবীতে পানি পান করানোকে সিকায়াহ এবং খাওয়ানোকে রিফাদাহ বলা হয়। সুরা তওবায় আল্লাহ বলেন–

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ جٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও মসজিদের দেখাশুনার কাজকে আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান ও তার পথে সংগ্রাম করার মত সমান কাজ মনে কর?" (তওবা-১৯) আব্দুল মুত্তালিবের হাতেই যমযম কুপকে নতুন করে পূনরুদ্ধার করা হয়। জুরহুমীয়গন যমযম কুপের কোন অস্তিত্ব রেখে যায়নি, তার চিহ্ন পর্যন্ত মিটিয়ে দিয়েছিল। তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে যমযম কুপের সন্ধান লাভ করেন এবং পুত্র হারেসকে সাথে নিয়ে কুপের সন্ধানে কোদাল বালচা চালাতে থাকেন। যখন কুপ দিয়ে পানি বের হল তখন আব্দুল মুত্তালিব উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দেন। হাজীদের পানি পান করানো সিকায়াহর মর্যাদা জীবনভর আব্দুল মুত্তালিবের নিকট রয়ে যায়। আব্দুল মুত্তালিব তার উদারতার কারণে তার ভাই আব্বাসের নিকট থেকে ঋণ করে হাজীদেরকে পানি, শরবত, দুধ খাওয়াতে থাকেন। ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে হযরত আব্বাস এ শর্ত দেন যে, এখন যদি আপনি ঋণ শোধ করতে না পারেন তাহলে সিকায়ার মর্যাদা আমার জন্য ছেড়ে দিতে হবে। এভাবে সিকায়ার মর্যাদা হযরত আব্বাস লাভ করেন। ইসলামের আগে ও পরে উভয় যুগেই সিকায়ার মর্যাদা আব্বাসই লাভ করেন।

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ

আব্দুল মুত্তালিবের দশটি পুত্র ও ছয়টি কন্যা ছিল।

পুত্রগন হলেন ঃ আল আব্বাস, হামযা, আব্দুল্লাহ, আবু তালেব, যুবায়ের, হারেস, হাজলা, মুকায়েম, দিরার, আবু লাহাব।

কন্যাগন হলেন ঃ সাফিয়া, উম্মে হাকীম আলবায়দা, আতিকা উমায়মা, আরওয়া, বাররাহ।

আব্দুল মুত্তালিবের অন্যতম পুত্র আব্দুল্লাহই হলেন নবীকুল শিরমনি সর্ব শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতা।

আমিনা

ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফের কন্যা আমিনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আদম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শ্রেষ্ঠতম সন্তান মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। আল্লাহ তার ও তার পরিবার পরিজনদের প্রতি শান্তি, রহমত ও বরকত নাজিল করুন। আমীন।

মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় পিতার মৃত্যু

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাতৃগর্ভে, পিতা আব্দুল্লাহ তখন ফিলিস্তিন শহরের গাজায় গমন করেন এক বানিজ্য কাফেলার সাথে। সেখান থেকে মদীনায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি বললেন "তোমরা সকলে মক্কায় চলে যাও আমি আমার দাদীর পরিবার আদী বিন নাজ্জারের ওখানে থাকব। একমাস অসুস্থ থাকার পর সেখানেই তার মৃত্যু হয়। দারুন নাবেগা তিল জুন্দীতে তাকে দাফন করা হয়।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তার পিতার ইন্তেকাল হয়, এ কথা আল-কুরআনের সুরা যোহার একটি আয়াতে স্পষ্টভাবে জানা যায়। আল্লাহ বলেন اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى -

হে নবী, তিনি (তোমার রব) কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি তারপর তোমাকে আশ্রয় দান করেননি?

মাতৃগর্ভে থাকাকালীন কিছু বিস্ময়কর ঘটনার কথা ইতিহাসবিদরা উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে এমন একটি আলো দেখা যায় যা দ্বারা সিরিয়ার প্রাসাদ সমূহ আলোকিত হয়। ধাত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকারিনী আবদুর রহমান ইবনে

www.pathagar.com

আওফের মাতা আশশুফা এবং উসমান ইবনে আবিল আস এর মাতা ফাতিমা এ পূন্যময় আলো দেখতে পান। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন" তাঁর জন্মের সময় পারস্যের চৌদ্দটি চূড়া ভূমিতে ধ্বসে পড়ে, ইরানে ভূমিকম্প হয় শাহী প্রাসাদ ধ্বসে পড়ে। পারস্যের দীর্ঘদিনের অগ্নিকুন্ড নিভে যায় ও শিলওয়া উপসাগর শুষ্ক হয়ে যায়। (সিরাত ইবনে হিশাম)

জন্মকাল

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মকাল ইংরেজী সাল ৫৭০ (কারো মতে ৫৭১) এর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদেকের সময়। মাস ও দিনের ব্যাপারে সকলেই একমত রবিউল আউয়াল মাস ও সোমবার। সোমবার দিনটি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুবারক জিন্দেগীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
সোমবার জন্মগ্রহণ করেন,
সোমবার নবুয়াত লাভ করেন,
সোমবার মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের জন্য বের হন,
সোমবার মদিনাতে (কোবা মদীনার শহরতলীতে) শুভ পদার্পন করেন,
সোমবার তিনি হজরে আসওয়াদ (৩৫ বছর বয়সে) বায়তুল্লায় স্থাপন করেন।
সোমবার তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।
(-ইবনে কাসীর, আসসিরাতুন আরাবিয়াহ ১ম খন্ড, ১৯৮)

কুসান ডি পারসিভাল (CAUSSION DE PERCEVAL) তার আরবের ইতিহাস গ্রন্থে বলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমুল ফীল হাতীর বছর ৫৭০ খৃষ্টাব্দে পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন।

নাম রাখা হলো যেভাবে

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মের সপ্তম দিনে দাদা আব্দুল মুত্তালিব একটি উট জবাই করে কুরাইসদের দাওয়াত করেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিগন নবজাত শিশুর নাম শুনে আব্দুল মুত্তালিবকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি পূর্ব পুরুষদের নাম উপেক্ষা করে নবজাত শিশুর নাম রেখেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ নামে এমন কি সৌন্দর্য দেখতে পেলেন! তিনি বললেন আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র থেকে আমার নাতির প্রশংসা করা হবে। এ আশা নিয়ে আমি তার নাম রেখেছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

www.pathagar.com

সর্বপ্রথম আল্লাহর ঘরে গমন

পুত্র আব্দুল্লাহর শোকে শোকাতুর আব্দুল মুত্তালিব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মসংবাদে অত্যন্ত খুশী হন এবং পুত্র শোক কিছুটা কাটিয়ে উঠেন। চাচা আবু লাহাবের দাসী সুরায়য়া যখন তার জন্মের সুসংবাদ তার মনিবকে শুনায়, তখন মনিব আবু লাহাব খুশী হয়ে তাকে মুক্তি দেয়। দাদা আব্দুল মুত্তালিব আনন্দচিত্তে পৌত্রকে দেখার জন্য গৃহে আগমন করেন। অতঃপর সর্বপ্রথম হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোলে নিয়ে সৌভাগ্য ও বরকত লাভের আশায় আল্লাহর ঘর কাবা গৃহে নিয়ে আসেন এবং তার সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে শিশু সন্তানকে তার মাতা আমিনার নিকট নিয়ে আসেন।

দুগ্ধ পান

নিয়ম মাফিক সর্বপ্রথম হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাতা সাইয়েদা আমিনা তাকে প্রায় সাতদিন পর্যন্ত নিজের বুকের দুধ পান করান। এরপর কয়েকদিন আবু লাহাবের মুক্তি প্রাপ্ত দাসী সুওয়ায়বা তাকে দুধ পান করান। সে সময় সুওয়ায়বার কোলে ছিল তার পুত্র মাসরূহ। এর পূর্বে তিনি হামযাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকেও দুধ পান করান। এদিক দিয়ে মাসরূহ, হামযা, আবু সালামা তিনজনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধ ভাই ছিলেন।

মক্কায় অবস্থান কালে ও হিজরতের পরও তার এই মাতা সম্পর্কে খোজ খবর নিতেন ও উপহার উপঢৌকন পাঠাতেন। ৭ম হিজরীতে খায়বার অভিযান হতে প্রত্যাবর্তন কালে তিনি তার মৃত্যুর খবর পান।

পিতার সম্পত্তি

পিতা আব্দুল্লাহর সম্পদ বলতে ছিল পাঁচটি উট, কিছু ভেড়া, ও উম্মে আয়মান নামে একটি দাসী। মা আমিনার মৃত্যুর পর এই দাসী উম্মে আয়মান মহানবীর সেবা যত্ন করেন। এ সামান্য সম্পদ দ্বারা প্রমাণিত হয় পিতা আব্দুল্লাহ সম্পদশালী ছিলেন না। সবেমাত্র সংসারে পা দিয়েছিলেন, ব্যবসা বানিজ্যে নেমে ছিলেন।

যদি তিনি আরো কিছুকাল থাকতেন তাহলে ব্যবসা বানিজ্য করে সংসার গুছিয়ে নিতেন এবং ধন সম্পদেরও মালিক হতে পারতেন।

অপরদিকে পিতার জীবিতাবস্থায় আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। ফলে পৈত্রিক সম্পতি থেকেও কিছু লাভ করেন নি।

www.pathagar.com

দাই প্রথা

আরব দুনিয়ায় সে সময় অভিজাত পরিবারে নবজাত শিশুদেরকে দাইয়ের দ্বারা লালন পালন করার নিয়ম চালু ছিল। সাধারনত জন্মের সাত দিন পর নবজাত শিশুকে দাইদের কাছে দেয়া হতো। আট-দশ বছরের আগে তাদেরকে দাইয়ের কাছ থেকে আনা হত না। এসব দাই ছিল আরবের বিভিন্ন যাযাবর গোত্রের। তারা প্রতি বছর এই উদ্দেশ্যে একবার পবিত্র মক্কায় আসতো।

হালিমার কাছে

মা আমেনা দাই হিসেবে সাআদ গোত্রের দাইকে বেশী পছন্দ করতেন। কারণ তারা সুন্দর ও উন্মুক্ত আবহাওয়ায় শিশুদের লালন পালনে যোগ্যতার অধিকারীনী এবং বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় পারদর্শী বলে পরিচিত ছিল।

সাআদ গোত্রের দাই না আসা পর্যন্ত আমেনা আবু লাহাবের দাসী সোয়ায়বাকে নিয়োগ করেন। অবশেষে সাআদ গোত্রের দাই মহিলারা শিশু নেয়ার জন্য আসে। মা আমেনার শিশু ইয়াতীম হওয়ায় কোন দাইই তার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছিল না। কারণ শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে গেলে কে দেবে তার মজুরী? হালিমা বিনতে আবু খোয়াইব ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। তাই তিনি কোন শিশু সংগ্রহ করতে পারেন নি। অবশেষে তিনি তার স্বামী হারিসকে বললেন মক্কা থেকে শুন্য হাতে যাওয়া খুবই লজ্জাস্কর ব্যাপার। আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমি হাশিম গোত্রের ইয়াতীম শিশুটিকেই নিয়ে যাব। হারিস বললেন, তুমি এই ইয়াতীম শিশুটিকে অবশ্যই নিতে পার। হতে পারে আল্লাহ তার মধ্যেই আমাদের জন্য বরকত রেখেছেন।

অবশেষে হালিমা মা আমিনার কোল হতে এ ভাগ্যবান শিশুটিকে কোলে নিয়ে কাফেলার সাথে মিলিত হন। হালিমা সাদিয়া প্রায়ই বলতেন, শিশুটিকে কোলে নেয়ার সংগে সংগে আমাদের প্রতি বরকত অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। ছাগল গুলো মোটা তাজা হয়ে যেত ও তাদের বাটগুলো থেকে দুধ যেন ফেটে পড়ছিল। দুই বছর উন্মুক্ত ময়দানের আবহাওয়ায় হালিমা সাদিয়ার বুকের দুধ খেয়ে হালিমার মেয়ে শায়মার কোলে চড়ে শরীর সুন্দর থেকে সুন্দরতর হতে থাকে। মা আমিনাকে তার শিশুকে দেখিয়ে নেয়ার জন্য দু'বছরের মাথায় নিয়ে আসেন। মা আমিনা প্রাণ ভরে তার শিশুকে দেখে আনন্দ লাভ করেন। মক্কা শহরের মহামারী থেকে নিরাপদ থাকার জন্য শিশুকে আরো দু'বছর হালিমা সাদিয়ার নিকট দিয়ে রাখেন।

www.pathagar.com

হালিমার গৃহে তিনটি ঘটনা

প্রথম ঘটনা হলো উকাজ-মেলার বার্ষিক অনুষ্ঠানে একজন ইহুদী চীৎকার করে বলতে লাগল লোক সকল এস! এ শিশুকে হত্যা কর অন্যথায় সে তোমাদিগকে হত্যা করবে। অন্য ইহুদীরা জিজ্ঞেস করল শিশুটি কি ইয়াতীম? হালিমা তার স্বামী হারিসকে দেখিয়ে বলল ইনি এর পিতা। ইহুদীরা বলল, শিশুটি ইয়াতীম হলে আমরা তাকে হত্যা করতাম। (ইবনে সাদ ১ম খন্ড পৃঃ ১১৩)

দ্বিতীয় ঘটনা একদিন সম্ভবত ঃ কাতুকুতু দেয়ার জন্য তিনি তার জ্যেষ্ঠ দুগ্ধ ভগিনী শায়মাকে এত জোরে কামড় দেন যে তার স্কন্ধে কামড়ের দাগ বসে যায়। (ইবনে হিশাম পৃঃ ৮৫৫)

তৃতীয় ঘটনাটি ছিল -তিন চার বছরের পরের ঘটনা। একদিন হালিমার এক ছেলে দৌড়ে এসে বলল কয়েকজন লোক এসে আমাদের কোরেশী ভায়ের বুক চিরে ফেলছে। হালিমা দৌড়ে এসে দেখেন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা পাথরের উপরে বসে ঠেস দিয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে আছেন। জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ফিরিশতা এসেছিল, বুক চিরে কলিজা বের করল এবং ধৌত করে সমস্ত খারাপ বস্তু পাক করল। অতঃপর তা পুনঃস্থাপনপূর্বক বক্ষ বন্ধ করে দিল। যার শীতলতা আমি এখনও অনুভব করছি। তারা আসমানের দিকে চলে গেল আর আমি তাকিয়ে তাদের দিকে চেয়েছিলাম। (ইবনে হিশাম পৃঃ ১০৫)।

সহীহ মুসলীম শরীফের হাদিসে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন আমরা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্ষে সেলাই এর চিহ্ন দেখতাম"। উল্লিখিত ঘটনাবলীর কারণে অজানা আশংকায় হালিমা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর পাঁচ বছর বয়সের সময়ে হালিমা আপন মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন।

হালিমার প্রতি মহব্বত

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সময় শ্রদ্ধা ও মহব্বতের সাথে তার দুধমা হালিমার কথা স্মরণ রাখতেন। মাঝে মধ্যে তাকে, তার সন্তান ও আত্মীয়দেরকে এমন কি তার কওমকেও সহযোগিতা করতেন।

www.pathagar.com

সুহায়লীর মতে পাঁচ বছর এক মাস বয়সে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার মায়ের কাছে ফিরে আসেন। জীবনের বাকী সময়ে তার দুধমা হালিমার জন্য ও তার সন্তানসন্ততির জন্য যা করেছিলেন বলে জানা যায় তা হলোঃ

(এক) একবার হযরত খাদিজার (রাঃ) বিয়ের পর মক্কায় হালিমা আগমন করেন এবং তার নিকট খরা ও অনাবৃষ্টির অভিযোগ করে বলেন গোটা কওম দূর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে। এটা শুনে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে চল্লিশটি ছাগল ও এক উট বোঝাই খাদ্য দ্রব্য দান করেন।

(দুই) দ্বিতীয়বার হুনায়ন দিবসে দেখা হয়। ইবনে সাদ লিখেন– হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুধ মাতা তার নিকট আগমন করেন। তাকে দেখেই তিনি 'আম্মা, আম্মা' বলে দ্রুত তার নিকট আসেন। নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে তাকে বসতে দেন। হালিমা তাতে বসে পড়লে তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন এবং তার প্রয়োজনসমুহ পুরণ করেন। (আত তাবাকাত ১ম খন্ড পৃঃ ১১৪)

(তিন) হাফিজ ইবনে হাজার ' আল ইসাবা গ্রন্থে বলেন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর সাথে হালিমার জিরানা নামক স্থানেও সাক্ষাত হয়। বসার জন্য তিনি তার চাদর মুবারক বিছিয়ে দিয়ে ছিলেন।

(চার) আলবালাযুরীর বর্ণনায় মক্কা বিজয় কালে হযরত হালীমার ভগ্নী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হয়ে তার বোন এর ইন্তেকালের খবর দেন। ইন্তেকালের খবর শুনে তার দু'টি চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে যায়। তিনি তার দুধখালাকে কাপড় চোপড় সওয়ারীর জন্য উট এবং নগদ দুইশত দিরহাম দিয়ে বিদায় করেন।

(পাঁচ) হযরত হালিমার স্বামী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুধ পিতা হারিছ, দুধ ভাই আব্দুল্লাহ এবং বোন শায়মা ইসলাম গ্রহণ করেন। হুনায়ন যুদ্ধে শায়মা বন্দী হয়ে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নীত হয়। দুধ বোনকে চাদর বিছিয়ে বসতে দেন এবং বলেন ' যদি চাও আমার এখানে সম্মান ও আদরের সংগে অবস্থান কর। আর যদি নিজ কওমের কাছে ফিরে যেতে চাও তাহলে সহীহ সালামতে পৌছিয়ে দিই।" তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং তার ইচ্ছানুযায়ী তাকে তার কওমের কাছে পৌছান। সাথে তিনজন ক্রীতদাস, একজন দাসী, কিছু উট ও বকরী প্রদান করেন।

www.pathagar.com

(ছয়) দুধ মাতার সম্মানে হুনায়ন যুদ্ধে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আসাদ গোত্রের প্রায় ছয় হাজার নারী পুরুষ ও শিশুকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্তি দেন এবং তাদের ধন সম্পদ পশুপাল ফিরিয়ে দেন। এর পরিণতিতে সকলে মুসলমান হয়ে যায়।

হালিমার কাছে পাঁচ বছর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করেন। হালিমা তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন- "তার অভ্যাস অত্যন্ত পবিত্র ছিল, তিনি কান্নাকাটি করতেন না।" সাধারণ শিশুদের মত পরিধানের কাপড়ে পেশাব পায়খানা করতেন না। বাজে কাজ কর্ম ও খেলাধুলা এড়িয়ে চলতেন। (খাদারিজুন নবুয়াত ২খন্ড পৃঃ ২৬-২৮)

মায়ের ইন্তেকাল

মা আমেনা তার আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করার জন্য হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে নিয়ে মদিনা রওয়ানা হন। এ সময় তার বয়স ছিল ছয় বছর। এ সফরে উম্মে আয়মান দাসীও সাথে ছিলেন। মা তার শিশুপুত্রকে ঐ স্থানটি দেখান যেখানে তার পিতা চির নিদ্রায় শায়িত হন। পিতার ইন্তেকালের স্থান ও তার কবর যিয়ারত দুটিই তার স্মৃতিতে জাগরুক থাকে। জীবনের এই প্রথম নিজেকে ইয়াতীম বলে অনুভব করেন। এক মাস মদিনায় অবস্থান করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে তার আম্মা মক্কা রওয়ানা হলে আবওয়া নামক স্থানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ অসুখ থেকে মা আমিনা আর সুস্থ হতে পারেন নি। এখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। এই ঐতিহাসিক আবওয়াতেই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতা সমাহিত হন।

পিতৃহারা মাতৃহারা বালক মুহাম্মাদের একমাত্র সফর সংগী রইলেন উম্মে আয়মান। তিনি একাই তাকে মক্কা নিয়ে আসেন। তার চোখের সামনেই মাকে যখন কবর দেয়া হচ্ছিল তখন তার নিকট গোটা দুনিয়া অন্ধকার মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে মাতাপিতা হারার বেদনা অন্তরে নাড়া দিয়ে উঠলে আল্লাহ শান্তনা দেন।

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى - وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى -

(হে রাসূল) তিনি কি তোমাকে এতিম অবস্থায় পাননি অতঃপর তোমাকে আশ্রয় দেন নি? তিনি তোমাকে পথহারা পান, অতঃপর পথ নির্দেশ করেন (আল-কুরআন ৯৩ঃ৬-৭)

www.pathagar.com

হিজরতের পর বানু আদি ইবনে নাজ্জার এর এলাকায় অতিক্রম করা কালে তিনি সংগীদের লক্ষ্য করে বলেন শৈশবে যখন আমি আমার মায়ের সাথে এখানে এসেছিলাম তখন আমার মায়ের নানীবাড়ীর শিশুদের সাথে খেলা করতাম এবং এখানে আগত পাখীদেরকে সকলে মিলে উড়িয়ে দিতাম।

স্মৃতি বিজড়িত দারুন নাবেগার দিকে অশ্রুসিক্ত চোখে তাকিয়ে বলেন "আমার মা আর আমি এখানে এসেছিলাম এই বাড়ীর ভিতরে আদির এই ঝিল যেখানে আমি প্রচুর সাঁতার কেটেছি।"

যে (আবওয়া) স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাকে দাফন করা হয়েছিল সেটাও তার স্মরণ ছিল। ওমরায়ে হুদায়বিয়ার সময় যখন তিনি আবওয়ার উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন বলে উঠেন-

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِىْ زِيَارَةِ قَبْرِ اُمِّهٖ ـ

আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার মায়ের কবর যিয়ারত করার অনুমতি দেন। তারপর তিনি মায়ের কবরের কাছে গেলেন। কবর ঠিকঠাক করে দিয়ে কেঁদে ফেললেন। তার কান্নার সাথে সাহাবীগনও কেঁদে ফেললেন। সংগীরা প্রশ্ন করলেন আপনিতো কাঁদতে নিষেধ করেছেন। উত্তরে তিনি বললেন

اَدْرَكَتْنِىْ رَحْمَتُهَا فَبَكَيْتُ ـ

তার স্নেহ মমতা আমার মনে পড়ল, আমি কেঁদে ফেললাম। আহমাদ, বায়হাকী গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ ও আবু হুরায়রা থেকে এসব ঘটনা বর্ণিত আছে।

আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকাল

উম্মে আয়মান মক্কায় পৌছে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার দাদা আব্দুল মুত্তালিবের হাতে সমর্পন করেন। অত্যন্ত আদর যত্ন পেয়েছিলেন দাদার কাছে। সকল ছেলেমেয়ের চেয়ে তাকে বেশী ভালবাসতেন, বেশী আদর করতেন, বেশী খোঁজ খবর নিতেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে না নিয়ে দাদা কখনও খাবার খেতেন না।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাধে দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে যাওয়া আসা করতেন এবং তার সরদারি ফরাশে বসে পড়তেন। আল্লাহর ঘর

www.pathagar.com

কাবার প্রাচীরের পাশেই আব্দুল মুত্তালিবের মসনদ পাতা থাকত, তাতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে পড়তেন। কেউ তাকে মসনদ থেকে উঠাতে চাইলে দাদা বলতেন তাকে বসে থাকতে দাও, তার মর্যাদাই আলাদা। আমি আশা করি তার মর্যাদা এত বেশী হবে যা ইতিপূর্বে কোন আরব পায় নাই। আর পরেও পাবেনা। (তাবাকাত ১ম খন্ড পৃঃ ১১৮)

স্নেহ পরায়ন দয়ালু দাদাও দুই বৎসরের মাথায় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একাকী রেখে দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। এ সময় তার বয়স হয়েছিল মাত্র আট বছর আর পিতামহের বয়স হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনামতে ৮০ থেকে ১৪০ বছর। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রুসিক্ত নয়নে দাদার জানাযার পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন। সমস্ত মক্কা শহর ছিল তার দাদার শোকে শোকাকুল।

উম্মে আয়মান বলেন আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাদার শিয়রে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন।

পরবর্তীকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল

আপনার দাদার মৃত্যুর কথা কি আপনার মনে পড়ে? তিনি বলেন হ্যাঁ তখন আমার বয়স ছিল আট বছর।

দাদার পরে চাচা

পিতাকে হারালেন মাতৃগর্ভে থাকাকালে। মাকে হারালেন ছয় বছর বয়সে। দাদাকে হারালেন বয়স যখন আট বছর। আবু তালিব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আপন চাচা ছিলেন। তার আসল নাম ছিল আবদে মানাফ। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র তালিবের কারনে তার নাম হয়ে যায় তালিবের পিতা আবু তালিব। চাচা আবু তালিব ভাতিজা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপন সন্তানদের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। নিজের কাছে শয়ন করাতেন, যেখানে যেতেন সাথে করে তাকে নিয়ে যেতেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে একসাথে খানা খেলে খানায় বরকত হত। এ দেখে চাচা নিয়ম করে দিলেন তাকে সাথে নিয়েই খানা খেতে হবে।

আবু তালিব আব্দুল মুত্তালিবের ছেলেদের মধ্যে ছিলেন সবার ছোট। তিনি ছিলেন গরীব। তথাপি হাসিমুখে ভাতিজা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লালন পালনের দায়িত্ব নেন। চাচা আব্বাস ছিলেন ধনী লোক। সম্পদ বৃদ্ধির দিকে তার বেশী নজর ছিল। হাজীদের পানি পান করার দায়িত্ব নিলেও রেফাদত বা হাজী

www.pathagar.com

খাওয়ানোর দায়িত্ব এড়িয়ে যান। চাচা আবু তালিব গরীব হলেও ছিলেন অত্যন্ত সম্মানী ব্যক্তি। ভাতিজার মেধা চরিত্র দেখে তার ভবিষ্যত সর্ম্পকে আশাবাদী হয়ে যত্নের সাথে তাকে পালন করতে থাকেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচী ও স্বীয় সন্তান সন্ততি অপেক্ষা তাকে অধিকতর আদর যত্ন করতেন।

ছাগল চরানো

শৈশবকালে দুধমাতার বাড়ীতে থাকাকালীন তিনি তার দুধভাই ভগ্নির সাথে তাদের পরিবারের ছাগল চরাতেন। জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর একাজ তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে করতেন। ওবাইদ বিন ওমাইর বর্ণনা করেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কোন নবী এমন ছিলেন না যিনি ছাগল চরাননি। তাকে প্রশ্ন করা হলে আপনিও কি ছাগল চরিয়েছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ। বুখারী শরীফে আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন এক প্রশ্নের জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, -আমি কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম। আল্লাহ তায়ালা নবীদের কঠিন কাজ সম্পাদন করার উপযোগী করেছিলেন। ছাগল চরিয়ে নবীদের কষ্ট সহিষ্ণুতার প্রশিক্ষন হয়েছিল।

চরিত্রের বলিষ্ঠতা ছোটবেলা থেকেই

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও আরবদের নোংরাপূর্ণ পরিবেশযুক্ত মেলায় যোগদান করেন নি। পবিত্রতা, সততা ও লজ্জাশীলতার মূর্তপ্রতীক ছিলেন। মন্দ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বহুদূরে তিনি অবস্থান করতেন।

কখনও কোন প্রকার ক্রীড়াকৌতুকেও অংশগ্রহন করেননি। কখনও ইচ্ছা জাগলেও আল্লাহ তা থেকে তাকে হেফাজত করেন। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা দেয়া হলো :

(এক) একবার শহরের এক বিবাহ অনুষ্ঠানের আমোদ প্রমোদ দেখার ইচ্ছা জেগেছিল । এক রাখাল বন্ধুকে বললেন আজ আমার বকরী পাল দেখিও, অন্য একদিন আমি তোমার বকরীর পাল দেখব। পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত অবস্থায় শহরে এসে একটি ছায়াঘন স্থানে বসে বিশ্রাম নেন। ইতিমধ্যে তন্দ্রা এলে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে উঠে দেখেন আমোদ প্রমোদ গান বাজনা শেষ হয়ে গেছে। কিছুকাল পর পুনর্বার এরূপ ঘটনাই সংঘটিত হয়।ঐ দিন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে আর কখনও এতে সময় নষ্ট করবেন না। (আসসোহাইলী ১ম খন্ড ১১২পৃঃ)

(দুই) আর এক বার আবু তালিবের পরিবারের লোকজন প্রতিমা দেখতে যাবার

www.pathagar.com

সময় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে নিবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। কিন্তু তিনি সেখানে যেতে অস্বীকার করেন। এই রকম এক ঘটনায় তাকে নিলে তিনি ভীত ও পেরেশান হয়ে পড়েন। এভাবেই আল্লাহ তাকে শিরকের অনুষ্ঠান থেকে দূরে রাখেন।

(তিন) একদিন কুরাইশ ছেলেদের সাথে পাথর বহন করছিলেন, অন্য সকল ছেলেরা তাদের তহবন্ধ (ইজারা) খুলে উলঙ্গ হয়ে পাথর বহন করছিল। যেইমাত্র হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুংগী খুলতে উদ্যত হন অমনি তিনি অনুভব করেন প্রচন্ড এক ঘুষী কে যেন তাকে মেরে দিয়ে বলল তোমার লুংগী পরে নাও। এরপর তিনি লুংগী বেঁধে নেন।

(উল্লেখ্য যে তখন তাদের সমাজের মধ্যে উলংগতার কোন অনুভূতি ছিলনা)। ঘটনা গুলো হাদিস শরীফের মাধ্যমে জানা যায়।

(চার) দেবদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত খাবার একবার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এনে তাকে খেতে দেয়া হল। তিনি তা খেতে অস্বীকার করেন এবং ঘৃনাভরে তা প্রত্যাখান করেন।

(পাঁচ) তিনি বিপদগ্রস্থদের বোঝা বহন করতেন, দুঃখী লোকদেরকে সাহায্য করতেন, মেহমানদারী করতেন, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করতেন। তিনি কখনও মদ স্পর্শ করেননি, আস্তানায় জবাইকৃত পশুর গোশত খাননি, মূর্তির জন্য আয়োজিত মেলায় উৎসবে তিনি কখনোই যোগদান করেন নি।

আমাদের সমাজের নির্বোধ মুসলমান নামধারী যুবক যুবতী মূর্তির জন্য আয়োজিত মেলাগুলোতে হরহামেশাই যাতায়াত ও যোগদান করে থাকে। সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত।

বয়স যখন বারো

আবু তালেব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংগে নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গেলেন। সেই সময় বহাইরা একজন নামকরা পাদ্রী ছিলেন। তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনে ফেলেন ও তার হাত ধরে বললেন তিনি সাইয়েদুল আলামীন, আল্লাহ তাকে রাহমাতুল লিল আলামীন হিসেবে প্রেরন করবেন। আবু তালিব পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি এটা কিভাবে বুঝলেন? তিনি বললেন গাছপালা পাথর এ বালকের সম্মানে সিজদায় নত হয়েছে যা নবীর সম্মান ছাড়া কারো জন্য সিজদা করার কথা নয়। দ্বিতীয়

www.pathagar.com

তার কাঁধের নীচে নরম হাড়ের পাশে একটি 'সেব' ফলের মত মোহরে নবুওয়াত দেখে চিনতে পেরেছি। ওকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন, সিরিয়ায় ইহুদীরা তার ক্ষতি করতে পারে। পরামর্শ অনুযায়ী তাকে কয়েকজন ভৃত্যসহ মক্কায় ফেরত পাঠানো হলো।

বয়স যখন পনের

ফুজ্জারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এ সময়। যেহেতু এ যুদ্ধে হরম এবং হারাম মাস উভয়ের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছিল তাই এ যুদ্ধকে ফুজ্জারের যুদ্ধ বলা হয়। একদিকে ছিল কুরায়েশ ও তাদের সাথে বনু কেনানা। অপর পক্ষে ছিল কয়েস আইনাল। এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচাদের হাতে তীর তুলে দেয়ার মাধ্যমে অংশ গ্রহন করেছিলেন।

হিলফুল ফুযুল

নিষিদ্ধ ঘোষিত জিলকদ মাসে বনি হাশেম, বনি মুত্তালিব, বনি আসাদ, বনি যোহরা, বনি তাইম মিলিত হয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য হল মক্কার অধিবাসী হোক অথবা বাইরের কেউ হোক অত্যাচারিত হলে তার অত্যাচারের প্রতিকার করে তার হক তাকে ফিরিয়ে দেয়া। একবার এক লোক তার জিনিষ বিক্রি করল কিন্তু আস ইবনে অয়েল নামে একজন লোক তার জিনিস নিল কিন্তু দাম দিলনা। যোবায়ের ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ছুটাছুটি করে গোত্রগুলোকে একত্র করে এবং মূল্য আদায় করে দেন। সেখানেই সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের নিয়ে এ পবিত্র সংগঠন গড়ে উঠে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ও চুক্তিতে শরীক ছিলেন। নবুওয়াতের পরে একবার তিনি বললেন হিলফুল ফুযুল এমন এক চুক্তিতে শরীক ছিলাম যার বিনিময়ে লাল উটও আমার পছন্দ নয়, এখনও ডাকলে তাতে শরীক হতাম।

বিয়ে হলো যেভাবে

সমগ্র কোরায়েশ গোত্রই ব্যবসা করত এবং ব্যবসায় জড়িত ছিল। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়াসাল্লামও ব্যবসা করতে শুরু করেন। ইতিমধ্যেই বিবি খাদিজা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সততা, সচ্চরিত্রতা, নম্রতা আমানতদারিতার কথা শুনে তাঁকে ব্যবসায় নিয়োগ করার প্রস্তাব পাঠান। এটাও বললেন যে অন্য লোককে যে পারিশ্রমিক দেয়া হয় তার চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক

www.pathagar.com

দেবেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং ক্রীতদাস মায়ছারাকে সংগে করে বিবি খাদিজার ব্যবসায়িক পন্য সিরিয়ায় নিয়ে গেলেন। বিবি খাদিজা দেখলেন অতীতের চেয়ে ব্যবসাতে তার বেশি লাভ হয়েছে। মায়ছারার কাছে উন্নত চরিত্র ও সার্বিক আচরন শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মনে মনে ভালবেসে ফেলেন। বিবি খাদিজা মক্কার বড় বড় নেতৃস্থানীয় সর্দারদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে মনের গোপন কথা বান্ধবী নাফিসা বিনতে মুনব্বিহর কাছে ব্যক্ত করেন।

নাফিসা সরাসরি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কথা বললেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচাদের সাথে পরামর্শ করে রাজি হলেন ও বিয়ের পয়গাম পাঠালেন। সিরিয়া থেকে সফর করে আসার দুই মাস পরে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিয়ের মোহরানা ছিল বিশটি উট। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে তার চাচা হামজা (রাঃ) খাদীজার (রাঃ) ঘরে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যান।

আবু তালিব, আবু তালিব বিন হাশেম, হযরত হামজা, হযরত আব্বাস, মুদের বংশের সরদারগন এবং আরো অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বর সেজে খাদিজা (রাঃ) এর ঘরে তশ্‌রীফ আনলেন। বিবি খাদিজার গৃহে বিয়ের মজলিশ অনুষ্ঠিত হয়।

তৎকালীন প্রথানুযায়ী সর্বপ্রথম বর পক্ষ হতে চাচা আবু তালিব বিয়ের খুৎবা পাঠ করেন। বিবি খাদিজার চাচাতো ভাই ছিলেন বিশিষ্ট ধর্ম যাজক ওরাকা-বিন-নওফিল-বিন- আসাদ-বিন-আব্দুল-উয্‌যা। ২০টি উট অথবা ৪০০স্বর্ণ মুদ্রা বিয়ের মুহর ধার্য্য করা হয়েছিল। আবার কেউ বলেন ৫০০ দিরহাম মুহর ধার্য্য হয়েছিল।

চল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে করে মৃত্যু পর্যন্ত বিবি খাদিজা আদর্শ দাম্পত্য জীবন পালন করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজা জীবিত থাকা পর্যন্ত অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি।

কন্যাগন সকলেই ইসলামের যুগ পেয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে হিজরতেরও সৌভাগ্য অর্জন করেন। সকলেই পিতার আগে মৃত্যু বরণ করেন। শুধু হযরত ফাতিমা (রাঃ) আব্বার ইন্তেকালের ছয়মাস পর মৃত্যু বরণ করেন। আব্দুল্লাহর উপাধি ছিল তাইয়্যেব ও তাহের। পুত্রগন সকলেই শৈশবকালে ইন্তে কাল করেন। প্রথম সন্তান কাসেমের নামানুসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আবুল কাসেম বলা হয়।

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ঔরশে ও খাদীজা (রা:)-এর গর্ভে চারটি কন্যা ও দু'টি পুত্র সর্বমোট ৬টি সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করেছিল। নিম্নে তাদের নামের একটি তালিকা দেওয়া হল ঃ

কন্যাদের নাম :

১. হযরত যয়নাব (রা:)

২. হযরত রুকাইয়া (রা:)

৩. উম্মে কুলসুম (রা:)

৪. হযরত ফাতিমা (রা:)

পুত্রদের নাম:

৫. হযরত কাশেম (রা:) ও

৬. হযরত আব্দুল্লাহ (রা:)।

উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম ব্যতীত সকল সন্তান ছিল বিবি খাদিজার গর্ভজাত।

সুন্দর একটি ফায়সালা

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে একটি সুন্দর মীমাংসা করে দেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কোরায়েশরা কাবাঘর নির্মাণের সময় হজরে আসওয়াদের স্থানান্তরকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে বিরোধ শুরু করে।

দীর্ঘদিন পরে কাবাঘরে ফাটল ধরে প্লাবনের কারণে কাবাঘর যে কোন সময় ধ্বসে পড়ে যাবার আশংকা ছিল। তাছাড়া কাবাঘরের প্রাচীর নয় হাত উঁচু থাকায় এবং উপরে ছাদ না থাকায় তাতে চোর প্রবেশ করে সম্পদ চুরি করে নেয়। তাই কোরায়েশগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল কেবল বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ দিয়ে কাবাঘরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে।

প্রাচীর যখন হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত উঁচু হলো তখন এ পবিত্র পাথর কে স্থাপন করবে এ নিয়ে গোলমাল বেঁধে যায় এবং মারাত্মক আকার ধারণ করে খুন খারাবীর আশংকা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো আগামীকাল সকাল বেলায় যিনি প্রথম মসজিদে হারামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন তিনি বিচারক হবেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরদিন সর্বপ্রথম কাবাঘরে প্রবেশ করলে তাকেই বিচারক মানা হল। তিনি একখানা লম্বা চওড়া চাদরে নিজ হাতে পাথরটি উঠিয়ে রাখলেন এবং কোরায়েশদের বিবাদমান নেতাদের সকলকে চাদরের কোনা ধরে নিয়ে গিয়ে নিজ হাতে পাথরটি যথাস্থানে রাখলেন। এতে সকলেই সন্তুষ্ট হল। একটি উত্তম ফায়সালা পৃথিবী সেদিন অবলোকন করেছিল।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে বৈধ অর্থের অভাবে কাবার উত্তর দিকের দৈর্ঘ্য প্রায় ছয়হাত কমিয়ে দেয়া হয়। এটাকে হাতীম বলা হয়। কাবার দরজাকে বেশ উঁচু করে দেয়া হল যাতে কেবলমাত্র অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিই কাবাঘরে প্রবেশ করতে পারে। দেয়াল সমূহ পনের হাত উঁচু করে ভিতরে ছয়টি পিলার দিয়ে ছাদ ঢালাই করা হয় তখন থেকে কাবাঘর চতুস্কোন আকৃতি লাভ করে।

প্রথম অহী

অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য দীর্ঘদিন নীরব সাধনা করলেন হেরা গুহায় বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। দিনের পর দিন মানুষকে কিভাবে ভালপথে আনা যায় এ নিয়েই চিন্তিত ছিলেন। এমনি সময় একদিন আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে আল-কোরআনের প্রথম পাঁচটি আয়াত দিয়ে পাঠালেন। সে দিনটি ছিল রমযান মাসের ২১ তারিখ সোমবার রাতে। চন্দ্র মাসের হিসাব মতে তখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স হয়েছিল ৪০বছর ৬ মাস ১২ দিন (অবশ্য তারিখ ও বয়সের ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে)। আয়াত পাঁচটি ছিল-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ
اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الاَكْرَمُ ـ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ـ عَلَّمَ الاِنْسَانَ مَا
لَمْ يَعْلَمْ ـ

পড় সেই রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন, পড় তোমার রব অত্যন্ত সম্মানিত, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন মানুষ যা জানতনা তাই শিখিয়ে দিয়েছেন। (আলাক : ১-৫)

অহীর প্রভাব

আয়াত নাজিল হবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ফিরে আসলেন ভয়ে তখনও তার অন্তর ধুক ধুক করে কাঁপছিল। তিনি বললেন, খাদিজা আমাকে একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। বিবি খাদিজা একটা চাদর দিয়ে প্রিয় নবীকে ঢেকে দিলেন। কিছুক্ষনের মধ্যে ভয়ের অবস্থা দূর হল। আস্তে আস্তে সকল ঘটনা স্ত্রীর কাছে বলে দিলেন ও জীবনের আশংকার কথাও বললেন।

www.pathagar.com

সেদিন বিবি খাদিজার স্পষ্ট অভয়বানী প্রিয় নবীর সাহস সঞ্চয়ে সহযোগিতা করে। বিবি খাদিজা বললেন আল্লাহপাক আপনাকে অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করেন। বিপদ গ্রস্থ লোকের সাহায্য করেন, মেহমানদারী করেন, সত্য প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেন।

আরও একটু শান্তনার জন্য চাচাতো ভাই ইঞ্জিল কিতাবে অভিজ্ঞ ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে প্রিয়নবীকে নিয়ে গেলেন। সবশুনে তিনি বললেন হযরত মুসা (আঃ) এর কাছে যে দূত এসেছিলেন তিনি সেই দূত। তোমার সেই সময় পর্যন্ত যদি আমি বেঁচে থাকতাম যখন তোমার কওম তোমাকে বের করে দিবে, তাহলে তোমাকে সাহায্য করতাম। প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমার কাওম আমাকে বের করে দিবে? ওয়ারাকা বললেন হ্যাঁ, এধরনের সত্যবাণী নিয়ে যারাই এসেছে তাদের সাথে এ রকমই আচরন করা হয়েছে।

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ج مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ -

Alas! for mankind! There never came a messenger to them but they used to mock at him (Yasin-30)

"বান্দাদের জন্য আক্ষেপ যে, তাদের কাছে এমন কোন রাসূলই আগমন করেনি যাদের প্রতি তারা বিদ্রুপ করেনি।"

অহী সাময়িকভাবে স্থগিত

সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য অহীর আগমন বন্ধ ছিল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবি ও পাগলকে ঘৃণা করতেন। অহী বন্ধের পর মনে মনে ভাবলেন লোকেরা আমাকে কবি ও পাগল ভাববে নাতো? কখনও পাহাড়ের চুড়ায় উঠে জীবন শেষ করার কথাও চিন্তা হত। হঠাৎ মানুষের আকৃতিতে জিবরাঈল (আঃ) আগমন করে বললেন, আমি জিবরাঈল বলছি আপনি আল্লাহর রাসূল। বাসায় ফিরে বিবি খাদিজাকে সব জানালে তিনি তাকে শান্তনা দিলেন এবং ওয়ারাকা ইবনে নওফেল এর শপথ সহ বললেন আপনি হচ্ছেন এই উম্মতের নবী এবং হযরত মুসা (আঃ) এর কাছে আগমনকারী বড় ফেরেশ্তাই আপনার কাছে এসেছিলেন।

www.pathagar.com

জিবরাইল আঃ অহীসহ আসেন

নবী গণের নাম ঃ	নাযিল হওয়ার সংখ্যা
হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)- এর প্রতি	২৪,০০০ বার
হযরত আদম (আঃ)- এর প্রতি	১২ বার
হযরত ইদ্রীস (আঃ)- এর প্রতি	৪ বার
হযরত নূহ (আঃ)- এর প্রতি	৫০ বার
হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর প্রতি	৪২ বার
হযরত মূসা (আঃ) এর প্রতি	৪০০ বার
হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি	১০ বার
সর্বমোট নাযিল হয়েছিল = ২৪,৫১৮ বার	

সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিগণের নাম

সকল নর-নারীর মধ্যে সর্ব প্রথম------হযরত খাদীজা (রাঃ)

যুবকের মধ্যে সর্বপ্রথম ---------- হযরত আলী (রাঃ)

বয়স্কদের মধ্যে সর্বপ্রথম ---------- হযরত আবু বকর (রাঃ)

দাসদের মধ্যে সর্ব প্রথম ---------- হযরত যাইদ (রাঃ)

ইহুদীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ----------হযরত আব্দুল্লাহ-বিন-সালাম (রাঃ)

আনসারদের মধ্যে সর্বপ্রথম ---------- আসয়াদ-বিন-জুরারাহ (রাঃ)

ওহী আসার পদ্ধতি

১। সত্য সপ্নের মাধ্যমে অহী নাযিল হয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর।

২। জিবরাঈল আঃ তাঁকে দেখা না দিয়ে মনের মধ্যে কথা বসিয়ে দিতেন।

৩। মানুষের আকার ধারণ করে তাঁকে সম্বোধন করতেন আর তিনি তা মুখস্থ করে নিতেন।

৪। অহী ঘন্টাধ্বনির মত টন টন শব্দে আসতো।

৫। ফেরেশতা জিবরাঈল আঃ তার প্রকৃত চেহারা নিয়ে আসতেন।

৬। অহী আকাশে থাকাকালীন আকাশে নাযিল হওয়া, যেমন মেরাজের রাতে নামায ফরয হওয়া।

৭। ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলার মাধ্যমে, মুসা আঃ এর সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেন।

www.pathagar.com

আত্মীয় স্বজনকে দাওয়াত

দাওয়াত দেয়ার জন্য সর্বপ্রথম নির্দেশ বাণীতে বলা হয়েছে–

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ -

"নিজের নিকটতম আত্মীয়দেরকে ভয় দেখাও।" (শোয়ারা ২১৪)

দাওয়াতের বিষয়বস্তু কি হবে তাও সুরা মুদ্দাচ্ছিরে বলে দেয়া হয়েছে–

১। সারা দুনিয়ায় আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে সব কাজ হচ্ছে তার মারাত্মক পরিনাম সম্পর্কে সকলকে জানিয়ে সতর্ক করে দেয়া।

২। আল্লাহরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করতে হবে। তাঁরই আইন মেনে চলবে। আর কারো আইন মানা যাবে না। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইনই চলবে আর কারো আইন চলতে দেয়া যাবে না। তাহলেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানিত হবে।

৩। পোশাক ও অন্তরের পবিত্রতার অর্থ হচ্ছে ভিতর বাহির সকল জায়গা থেকে নোংরা নাপাক অপরিচ্ছন্নতাকে দূর করা। পবিত্র পরিচ্ছন্ন হলে ভাল কাজ করার ভাবধারা ও পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

৪। বড় ধরনের ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করেও নিজের কাজকে ক্ষুদ্র কাজ ধরে নেয়া। আল্লাহর ভয়ের কাছে নিজের আসনকে খুবই কম বলে মনে করা। কারো প্রতি দয়া করে তার কাছে বিনিময় আশা না করা।

৫। হকের কাজ করতে গেলে হাসি ঠাট্টা, অত্যাচার নির্যাতন, জেল জুলুম ফাঁসির হুকুম আসতে পারে। সব কিছুকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে সবর এখতিয়ার করা।

ব্যক্তিগত গোপন দাওয়াত

যারা দ্বীনের দাওয়াতে সর্বপ্রথম সাড়া দেন তারা হলেন সাবেকীনে আওয়ালিন। এ তালিকায় যারা পড়েন তারা হলেন ঃ

১। খাদিজা বিনতে খোয়াইলিদ (রাঃ)

২। যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)

৩। আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)

৪। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)

www.pathagar.com

উপরোক্ত ৪ জন সাহাবী রাজিআল্লাহু তায়ালা আজমাইন প্রথম দিনেই ইসলাম কবুল করেন।

এরপর হযরত আবু বকর (রা:)-এর উদ্যোগে যারা ইসলাম কবুল করেন তারা হলেন:

১। হযরত ওসমান (রাঃ)
২। হযরত যোবাইর (রাঃ)
৩। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)
৪। হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)
৫। হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)

এরপর ক্রমশ: সংখ্যা বাড়তে থাকে। কোরেশ বংশের বিভিন্ন শাখার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের সংখ্যা চল্লিশের বেশী হয়েছিল।

তিন বছর পর্যন্ত গোপনে দ্বীনের দাওয়াতী কাজ চলতে থাকে এবং ঈমানদারদের একটি দল তৈরী হয়ে যায়। সর্বপ্রথম নামাজ আদায় করা হয় দু'রাকাত করে। পাহাড়ে লুকিয়ে বিভিন্নভাবে নামাজ আদায় করা হত।

একবার নামাজ পড়ার সময় কাফেররা দেখে ফেলে ও সন্ত্রাসী হামলা চালায়। সাদ ইবনে ওয়াক্কাস একজনকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দেয়। ইসলামের এটাই সর্বপ্রথম রক্তপাত।

দাওয়াত ও তার প্রতিক্রিয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দিবার নির্দেশ সুরা শোয়ারায় দেয়া হয়েছে। হযরত মুসা (আঃ) দাওয়াত দিলে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং ফেরাউন, আদ, সামুদ ইত্যাদি জাতি বিরোধিতা করে যে ধ্বংস হয়ে গেছে সে কথা বলে দেয়া হয়েছে। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ পথে বাধা আসবে যেমন বলা হয়েছে তেমনি যারা বাধা দিবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে সে কথাও বলে দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল হক জয়লাভ করে প্রকাশিত হবে এবং বাতিল পরাজিত ও ধ্বংস হবে বলে দেয়া হয়েছে।

দাওয়াতী সভা

সর্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত দেয়ার জন্য লোকজন ডাকা হল। তখন মাইকিং না থাকলেও একটা পদ্ধতি ছিল। তা হল সাফা পাহাড়ে উঠে আওয়াজ দেয়া, "ইয়াসাবাহ-হায়সকাল" এ আওয়াজ শুনে সকলে জনসভার স্থানে হাজির হল।

www.pathagar.com

যারা আসতে পারেনি তারা প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল। তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের দাওয়াত দিলেন একটি উদাহরণ উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে। তিনি বললেন আমি যদি বলি পাহাড়ের ওদিকের প্রান্তরে একদল ঘোড় সওয়ার তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য আত্ম গোপন করে আছে, তাহলে তোমরা কি সে কথা বিশ্বাস করবে? সবাই বলল হ্যাঁ করব। কারণ আপনাকে আমরা কখনও মিথ্যা বলতে শুনিনি। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন তাহলে শোন আমি তোমাদেরকে এক ভয়াবহ আযাবের ব্যাপারে সাবধান করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।

সহীহ মুসলিমের ভাষায় তিনি বলেছিলেন, হে কোরায়েশ দল, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো, হে বনি কাব তোমরা জাহান্নাম থেকে নিজেদের রক্ষা করো, হে মোহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি।

আবু লাহাব পাথর হাতে নিয়ে মারার জন্য এগিয়ে আসল, বাকীরা কোমর বেধে তাকে বাধা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হল। উল্লেখ্য আবু লাহাবের এ আচরনের প্রেক্ষাপটেই সুরা লাহাব নাযিল হয়েছে যাতে তার ধ্বংস হবার অগ্রিম পরোয়ানা জারী করা হয়েছে।

আবু তালিবের মাধ্যমে প্রতিরোধ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতকে ঠেকানোর জন্য কোরায়েশ নেতৃবৃন্দের এক মজবুত দল আসল। চাচার কাছে ভাতিজার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিল যে আমাদের ধর্ম ও আমাদের বাপদাদাকে পথভ্রষ্ট বলে গালি দেয়া হচ্ছে। আপনি তাকে বাধা দিন।

চাচা আবু তালিব তাদেরকে নরম ভাষায় বুঝায়ে দিয়ে বিদায় করলেন।

হাজীদেরকে তারা বিভ্রান্ত করল

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতে যাতে হাজীগন তার দ্বীনের দিকে ঝুকে না পড়ে সেজন্য মোড়ে মোড়ে লোক নিয়োগ করা হল। বলতে হবে এ যাদুকরের কথায় আপনারা কান দিবেন না। কান দিলেই ভাই ভাই এর মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হবে।

আবু জাহেল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পিছু নিল। তিনি আগে

www.pathagar.com

আগে দাওয়াতী কাজ করছেন পিছনে আবু জাহিল বলছে, তোমরা ওর কথা শুনবেনা সে হচ্ছে মিথ্যাবাদী বেদ্বীন।

ফল হল উল্টো, তারা চেয়েছিল দাওয়াতী কাজে বাধা দিতে। কিন্তু লোকেরা যখন এ রকম কথা শুনতে পেল তখন চিন্তা করল কি শক্তি আছে তার কাছে যাতে স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে যাবে? লোকটিকে একটু না দেখে কি করে ফিরে যাই? তারা তাকে দেখে তার কথা শুনে ভিতরে ভিতরে তার দলের প্রতি সর্মথন বৃদ্ধি করতে লাগল।

চার ধরণের প্রতিরোধ

(এক) হাসি ঠাট্টা বিদ্রুপ এর মাধ্যমে এবং তাকে মিথ্যুক বলে তার আদর্শ প্রচারে বাধা দেয়ার কাজ বেছে নিয়েছিল কাফেররা, এটা ছিল তাদের প্রথম প্রচেষ্টা। তারা কখনও তাকে যাদুকর, কখনও পাগল আবার কখনও বলত মিথ্যাবাদী।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ

ওহে অহীপ্রাপ্ত দাবীদার তুমিতো একটা পাগল ছাড়া আর কিছু নও। (আল-হিজর-৬)

(দুই) আল্লাহর রাসূলের শিক্ষাকে বিকৃত করা, সন্দেহ সৃষ্টি করা, মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করা, দ্বীনের ও দ্বীনের প্রচারকারীদের ঘৃন্য সমালোচনা করার মাধ্যমে বাধা দেয়ার চেষ্টা করা। তারা মানুষকে বলতে থাকে "এ কেমন রাসূল যে খায় হাট বাজারে চলাফেরা করে?

(তিন) রাসূলের কোন মজলিসে আল্লাহর কথা চলছে, আখেরাতের কথা বলা হচ্ছে ঠিক সেই সময় গিয়ে কাফের সর্দার বলল এসব বাদ দাও। আমাদের কাছে ভাল ভাল কাহিনী আছে আলেকজান্ডার ও রুস্তমের কাহিনী বলে লোকদেরকে সেখান থেকে সরায়ে আনত।

(চার) কিছু ছাড় দিয়ে আপোষ করে আদর্শ প্রচারে বাধা দেয়া। আপনি নমনীয় হলে তারাও নমনীয় হবে।

কিছুদিন তোমার মাবুদের আমরা এবং কিছুদিন আমাদের মাবুদের তুমি পূজা কর দেখি কারটা ভাল। জবাব আসল তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য আমার দ্বীন আমার জন্য।

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ

www.pathagar.com

বিরোধিতার কারণ ব্যক্তি নয় বরং আদর্শ। তা না হলে যাকে দেশ থেকে বের করে দিচ্ছে তার কাছে আমানত জমা দেয়া, তাকে আল-আমীন নামে ভূষিত করা কিছুতেই মিলে না । তার সম্পর্কে তাদেরকে জানিয়ে দিতে গিয়ে আল-কুরআন বলেছে–

لَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ـ

আমিতো এর আগেও তোমাদের মাঝেই জীবনের একটা অংশ অতিবাহিত করেছি তবুও কি তোমাদের বুঝে আসেনা?

কেমন মানুষ তিনি কোরেশরা তা জানত কিন্তু জেনে শুনেও তারা চোখে ঠুলি পরেছিল। এরপর শুরু করল অত্যাচার, যার নমুনা এখানে কিছু দেয়া হল :

১। একবার এক পার্বত্য ঘাটিতে সাদ বিন ওয়াক্কাস অন্যান্য সাহাবীদের নিয়ে নামাজ পড়ার সময় মোনাফেকরা দেখে ফেলে। অশালীন কথা ও ব্যাঙ্গ বিদ্রুপের কোন জবাব যখন দেয়া হলনা তখন সন্ত্রাসী হামলা শুরু করে।

২। কুরআন পাঠের সভায় গোলমাল সৃষ্টি করে সভা পন্ড করে দিত। হৈচৈ করে কুরআনের আওয়াজ শুনা থেকে মানুষকে দুরে রাখত। কাফেররা বলত–

لاَ تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ـ

তোমরা কুরআন শুনবেনা। গোলমাল কর যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পার। (হামীম আসসাজদা-২৬)

৩। সন্তান মারা গেলে শান্তনা প্রদান, সহানুভূতি জানানো একটা সামাজিক মানবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু শত্রুদের জঘন্য ভূমিকা কাটা ঘায়ে নুন ছিটা দেয়ার জন্য প্রচার করে দিল ওতো নির্বংশ হয়ে গেছে, তার ঘরে আলো জ্বালাবার কেউ নেই। এসব খুশীতে প্রচার করত। আল্লাহ তাদের বিরোধের জবাবে বললেন–

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الاَبْتَرُ ـ

নিশ্চয় তোমার দুশমনেরাই নির্বংশ তাদেরই কেউ নাম নিবেনা। (সূরা কাউসার-৩)

(চার) রাস্তা দিয়ে চলার সময় আংগুল দিয়ে ইশারা করে বলত আল্লাহ রাসুল করে পাঠানোর আর লোক পেলনা, চাল চুলুহীন এই ব্যক্তিকে নবী-রাসুল বানালেন।

কখনও আল্লাহর কাছে দোয়া করেও বলতো এ লোকের দাওয়াত সত্য হলে হে আল্লাহ আকাশের একটা অংশ ফেলে আমাদেরকে আযাব দিয়ে খতম করে দাও। কিয়ামতকে উপহাস করে বলত, বলুন না কেন কিয়ামত কোন মাসের কত তারিখে আসবে? মানবতার সবচেয়ে বড় হিতাকাংখী মানুষটিকে কিভাবে কাফের-অবিশ্বাসীরা নিন্দা-কুৎসা করে জ্বালাতন করত এ সবগুলো হচ্ছে তারই কিছু নমুনা।

www.pathagar.com

মক্কায় বড় বড় সন্ত্রাসীরা যা করত

(১) আবু লাহাব তার দুই পুত্রকেই নবীর দুইকন্যাকে তালাক দিতে বাধ্য করে।

(২) রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে কাঁটাবিদ্ধ রক্তাক্ত পা দেখে হাসতো।

(৩) নামাজ পড়ার সময় ঠাট্টা হৈচৈ করত, সিজদার সময় জবাই করা পশুর দূর্গন্ধযুক্ত নাড়ীভূড়ি পিঠের উপর চাপিয়ে দিত।

(৪) গলায় চাদর পেঁচিয়ে ফাঁস দিত।

(৫) মহল্লার বালক বালিকাদের লেলিয়ে দেয়া হত এবং তারা হৈ হৈ রৈ রৈ করে হাততালি দিত।

(৬) রান্না করা খাবারের মধ্যে উনুনের উপর হাড়িতে বকরীর নাড়ীভূড়ি নিক্ষেপ করত।

(৭) নরাধম উকবা ইবনে আবু মুয়ীত একবার কাবাঘরে প্রিয় নবীর গলায় চাদর পেঁচিয়ে শাসরুদ্ধ করলে বেহুশ হয়ে পড়ে যান। এ শয়তানই নামাজের সময় উটের নাড়িভূড়ি চাপিয়েছিল এবং মাথায় মাটি নিক্ষেপ করেছিল।

(৮) আবু লাহাব পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর পায়ের গোড়ালী রক্তাক্ত করত।

(৯) সন্ত্রাসীরা একবার তাঁর চাচা আবু তালেবের কাছে গিয়ে তিনটি অভিযোগ দায়ের করল–

* আপনার ভাতিজা আমাদের ধর্মীয় আবেগে আঘাত হেনেছে। * আমাদের দেবদেবীকে গালি দিয়েছে। * পূর্ব পুরুষদের অবমাননা করেছে।

চাচা তার ভাতিজাকে তার উপর থেকে বোঝা কমানোর ইংগিত করলে তার ভাতিজা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন চাচাজান, আল্লাহর কসম তারা যদি আমার এক হাতে সূর্য এবং আর এক হাতে চন্দ্রও এনে দেয় তবুও আমি এ সত্য প্রচারে ক্ষান্ত হবনা, হয় বিজয়ী হব, নয় এ চেষ্টায় শহীদ হয়ে যাব।

চাচা বললেন, আমি তোমাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেব না।

(১০) আরেকবার তারা প্রস্তাব দিল আমরা একটা সুন্দর যুবক আপনাকে দিচ্ছি। তার বিনিময়ে মুহাম্মদকে আমাদের হাতে দিন। আমরা ওকে হত্যা করব। মানুষের বদলে মানুষ দিচ্ছি। আবু তালেব উত্তেজিত হয়ে বললেন–

"তোমরা চাও তোমাদের সন্তানকে আমি লালন পালন করি আর আমার ভাতিজাকে নিয়ে তোমরা জবাই করবে-এটা কস্মিনকালেও হবে না।

হিংস্রতার চরম রূপ

পাঁচ ছয় বছরের মধ্যেই মক্কা ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য জ্বলন্ত চুল্লিতে পরিনত হল। এ চুলায় দগ্ধ হয়ে মক্কার মুসলমানেরা খাটি সোনায় পরিনত হতে লাগল।

www.pathagar.com

(১) হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত তামিমিকে কোরায়েশরা জ্বলন্ত অংগার বিছিয়ে তার উপর তাকে শুতে বাধ্য করত। সংগে সংগে তার বুকের উপর একজন সন্ত্রাসী লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে থাকত যাতে সে পাশ ফিরাতে বা উঠে যেতে না পারে। ফলে পিঠে দগদগে ঘা হয়ে যায়, পরে শরীরের সেখানে গর্তের মত থেকে যায়।

(২) হযরত বিলাল রাঃ কে উমাইয়া আগুন সম তপ্ত বালুতে শুইয়ে দিত। বুকের উপর বিরাট এক পাথর চাপা দিত। বিলাল রাঃ ছটপট করে আহাদ আহাদ বলতেন। তাকে কখনও চামড়া জড়িয়ে কখনও লোহার বর্ম পরিয়ে প্রখর রৌদ্রে বসে থাকতে বাধ্য করত।

(৩) ইয়াসীর পরিবারের উপর এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হয়েছে যা পৃথিবীবাসী কখনও ভূলতে পারবেনা।

ইয়াসীরের পুত্র আম্মার ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে মারতে মারতে বেহুশ করে দেয়া হয়। তপ্ত বালুর উপর শুতে বাধ্য করে। মক্কায় তাদের স্বপক্ষীয় আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিলনা। তাকে পানিতে ডুবানো হত, জ্বলন্ত আগুনের উপর শোয়ানো হত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ শোনাতেন।

হযরত আলী রাঃ বলতেন "আম্মারের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঈমানে পরিপূর্ণ। ঈমান গ্রহণ করার অপরাধে হযরত আম্মার রাঃ এর মা হযরত সুমাইয়া রাঃ কে পাপিষ্ট আবু জেহেল গুপ্তাংগে আঘাত করে হত্যা করে। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া (রাঃ)।

(৪) হযরত ওমর পরিবারের দাসী লুবাইনা ও যুনাইরা উভয় ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত ওমর ইসলাম গ্রহনের পূর্বে লুবাইনাকে মেরে ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দেয়। আর যুনাইরাকে মারতে মারতে আবু জেহেল তার একটা চোখ নষ্ট করে দেয়। ঈমানের বরকতে অচিরেই আল্লাহ তার দৃষ্টি শক্তি ফিরায়ে দেন।

(৫) হযরত ওসমান রাঃ এর চাচা হযরত ওসমান রাঃ কে ঈমান কবুল করার অপরাধে রশি দিয়ে বেধে মারতে থাকে।

(৬) হযরত আবু বকর রাঃ ইসলাম গ্রহণ করে ঘোষনা দিলে কাবার পাশের চারদিক থেকে কাফেররা ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মারতে মারতে বেহুশ করে দেয়।

(৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করে কাবার পাশে সুরা আররহমান তেলাওয়াত করতে শুরু করে। কাফেররা তার মুখে ঘুষি মেরে ফুলিয়ে দেয়। তিনি তারপরও তেলওয়াত চালাতে থাকেন। আহত ও রক্তাক্ত মুখমন্ডল নিয়ে বাড়ী ফিরেন।

www.pathagar.com

(৮) ওসমান ইবনে মাযউন ঈমান আনলে কাফেররা তাকে মেরে চোখ নষ্ট করে দেয়। ওলীদ ইবনে মুগীরা বলল আমার আশ্রয়ে থাকলে তোমাকে চোখ হারাতে হত না। ওসমান জবাব দিলেন আরেকটা চোখ হারাতে রাজী তবুও তোমার আশ্রয় নিব না। আমি যে আল্লাহর আশ্রয়ে আছি তিনি অনেক বড় প্রতাপশালী। আল্লাহু আকবার!

(৯) খালেদ ইবনুল আস ইসলাম গ্রহণ করলে কাফেররা তাকে মেরে তার মাথা ফাটিয়ে ফেলে। তাকে না খেতে দিয়ে শাস্তি দিতে থাকে।

(১০) হযরত ওসমান রাঃ এর ন্যায় হযরত আবু বকর রাঃ ও হযরত তালহা রাঃ কেও ঈমান আনার অপরাধে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়।

উল্লেখ্য যে ইসলামের ইতিহাস জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে আছে কাফেরদের কোন প্রকার অত্যাচারই মুসলমানদের কাউকে ঈমান থেকে ফিরাতে পারেনি। নারী- পুরুষ দাস-দাসী কেউ একবার ঈমান আনার পর তা থেকে পিছু হটে আসেনি।

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ـ

তাদের আর কোন অপরাধ ছিলনা এটা ছাড়া যে তারা এক মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিল। (বুরুজ)

ইসলাম কবুল করে জুলুমের শিকার

মজলুমদের নাম	শাস্তির ধরণ
(১) হযরত খাব্বাব বিন আরত (রা:)	জ্বলন্ত আঙ্গারের ওপর শোয়ায়ে দিয়ে তাঁর বুকের উপর একজন ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল।
(২) হযরত বিলাল (রা:)	উমাইয়া-বিন-খালফ প্রত্যহ দুপুর বেলা তপ্ত বালুর ওপর শোয়ায়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখত এবং তাঁর গলায় রশি বেঁধে পশুর মত টানা-হেচড়া করার জন্য তাঁকে মক্কার দূরন্ত বালকদের হাতে সপে দিত।
(৩) হযরত ইয়াসির -এর পুত্র আম্মার (রাঃ)	তাঁর ওপর অমানষিক নির্যাতন করা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত আবু জেহেল তার বর্শা দ্বারা তাঁর মা হযরত সুমাইয়া (রা:) কে শহীদ করেছিল।
(৪) হযরত সুহাইব রুমী (রা:)	তাঁকে এমনভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল যে উৎপীড়ণের কারণে তিনি মাঝে মাঝে বেহুশ হয়ে পড়তেন।

www.pathagar.com

জুলুম করল যারা

(১) সুফিয়ান-বি-হারব	তাঁর পিতা ফুজ্জার যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন।
(২) আবু লাহাব	রসূলে করীম (সা:)-এর চাচা।
(৩) আবু জেহেল	স্বীয় কাবিলার সর্দার।
(৪) অলীদ-বিন-মুগীরাহ	কুরাইশদের শ্রেষ্ঠ নেতা।
(৫) আস-বিন-ওয়াইল ছাহ্‌মী	বিখ্যাত ধনী ও বহু সন্তানের জনক ছিলেন
(৬) উৎবা-বিন-রাবিয়াহ	খুবই প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন।

কেন্দ্রীয় অফিস দারুল আরকাম

ইসলামী আন্দোলনের সর্বপ্রথম গোপন কেন্দ্রীয় কার্যালয় (under ground Central Office) ছিল দারুল আরকাম। এখানে সাহাবায়ে কেরাম রেজওয়ানুল্লাহে আজমায়ীন এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। দেখা সাক্ষাত, এবাদত বন্দেগী, তাবলীগ সবই গোপনভাবে করতেন।

আরকাম ইবনে আবুল আরকাম মাখযমীর ঘর সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। কাফেররা এ জায়গায় সাধারনত আসত না। নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে এ ঘরকে গোপন কেন্দ্রীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

প্রথম হিযরত আবিসিনিয়াতে

প্রিয় নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সব খবরই রাখতেন। হাবশার বাদশা আসহামা নাজ্জাশী একজন ন্যায় পরায়ন শাসক ছিলেন এ খবর তার জানা ছিল। তিনি অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য মুসলমানদেরকে তাদের দ্বীনের হেফাজতের উদ্দেশ্যে হাবশায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের রজব মাসে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী প্রথম দলে ছিলেন ১২জন পুরুষ ও ৪জন স্ত্রী লোক মোট ১৬জন। হযরত ওসমান রাঃ ছিলেন দলনেতা। তার সংগে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কন্যা রুকাইয়া (রাঃ)ও ছিলেন। তাদের সম্পর্কে প্রিয় নবী মন্তব্য করেন " হযরত ইবরাহীম আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও লুত আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর আল্লাহর পথে হিজরতকারী এরা প্রথম দল। ইতিমধ্যে সুরা নজম নাজিল হলে তা তেলাওয়াত করার সময় উপস্থিত কাফের নেতৃবৃন্দসহ সকলেই সিজদায় চলে যায়। এর ফলে হাবশায় খবর পৌছলো কুরায়েশগন মুসলমান হয়ে গেছে। পরে তারা শওয়াল মাসে দেশে

www.pathagar.com

ফিরার সময় একদিনের দুরত্বে এসে প্রকৃত খবর পান। ফলে কেউ ফিরে গেলেন হাবশায় আবার কেউ গোপনে আত্মীয়ের আশ্রিত হিসেবে মক্কায় প্রবেশ করেন।

আবিসিনিয়াতে দ্বিতীয় হিজরত

হিজরত করার খবর পেয়ে কাফেরদের জুলুমের মাত্রা বেড়ে গেল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবার হিজরত করার পরামর্শ দিলেন। এবার হিজরতকারীদের সংখ্যা ছিল ৮৩ জন যার মধ্যে মহিলা ছিল ১৯ জন। কাফেররা খুবই সতর্ক ছিল যাতে মুসলমানগন হিজরত করতে না পারে। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে কাফেরদের সতর্ক দৃষ্টি উপেক্ষা করে তারা আবিসিনিয়া পৌছতে সক্ষম হন। সেখানের বাদশা নাজ্জাশী মুসলমানদের সাথে ভাল ব্যবহার করেন। নাজ্জাশীর আশ্রয়দান মুসলমানদের ইতিহাসে একটি মাইল ফলক হয়ে আছে।

নাজ্জাশীর দরবারে

মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় ভালভাবে আছেন একথা জানতে পেরে তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। ষড়যন্ত্রের রশি আবিসিনিয়াতেও বিস্তার করার চেষ্টা চালায়। কাফেরদের দুই নেতা আমর ইবনুল আস ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাবিয়া প্রচুর উপঢৌকনসহ হাবশায় যাত্রা করে। তারা বিভিন্ন যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর দাবী জানায়।

নাজ্জাশী বিষয়টিকে হালকাভাবে না নিয়ে গভীরভাবে নিলেন। বিভিন্ন বিষয় উভয় পক্ষ থেকে জানার চেষ্টা করলেন। হযরত ঈশা আঃ সংক্রান্ত মুসলমানদের বক্তব্য হযরত জাফর (রাঃ) এর কাছ থেকে সুরা মরিয়ম শুনলেন। কুরআনে বর্ণিত বক্তব্য শুনে নজ্জাশী এক টুকরা কাঠ হাতে নিয়ে বললেন খোদার কসম হযরত ঈসা আঃ এ কাঠের চাইতে এর বেশী কিছুই ছিলেন না। নাজ্জাশী কাফেরদের উপঢৌকন ফেরৎ দিয়ে মুসলমানদের বললেন যাও তোমরা মুক্ত, যারা তোমাদেরকে গালি দেবে তাদের উপর জরিমানা ধার্য করা হবে। কাফের প্রতিনিধিদ্বয় অপমানিত হয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া উপঢৌকন সহ ফেরত আসল।

হত্যা করার চেষ্টা

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জঘন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। একবার নরাধম ওতাইবা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উপর অত্যাচার শুরু করল এবং জামা ছিঁড়ে দিল। এক পর্যায়ে তাঁর দিকে থুথু

www.pathagar.com

নিক্ষেপ করল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নরাধম ওতাইবার জন্য একটা বদদোয়া করলেন "হে আল্লাহ এর উপর থেকে তোমার কুকুর সমূহের মধ্য থেকে একটা কুকুর লেলিয়ে দাও।"

পরবর্তী এক সফরের সময় লোকেরা তাকে সতর্কভাবে মধ্যখানে রেখে রাত্রি যাপন করছিল (নবীর বদদোয়ার ভয়ে), কিন্তু একটা বাঘ সকলকে ডিঙ্গিয়ে গিয়ে ওতাইবার ঘাড় মটকালো।

একবার এক সকালে আবু জেহেল একটা ভারী পাথর নিয়ে বসেছিল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গেলে তাকে পাথর মেরে তার মাথা গুড়া করে দিবে। কিন্তু সিজদার সময় অগ্রসর হতে গেলে একটা লম্বা ঘাড় ও ভয়ানক দাঁত বিশিষ্ট উটের চেহারা দেখে সে আর এগোতে পারেনি। তিনি ছিলেন উটের ছদ্মবেশে হযরত জিবরাঈল (আঃ)।

একবার সন্ত্রাসীরা কাবার পাশে তার গলায় ফাঁস দিয়ে শ্বাসরোধ করে ফেলেছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কাঁদতে কাঁদতে তাদের হাত থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন তোমরা এমন একজন মানুষকে হত্যা করবে যিনি বলেন 'আমার প্রভূ আল্লাহ'।

আর একবার হাতীমে নামাজ পড়াকালীন ওকবা ইবনে আবু মুঈত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর গলা পেঁচিয়ে ধরে মারতে চেয়েছিল। সেবারও হযরত আবু বকর রাঃ তাকে ছাড়িয়ে নিলেন।

তারা হযরত আবু বকর রাঃ উপরও ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দু'জন বীর যোদ্ধার ইসলাম গ্রহণ

ইসলামের অন্যতম বিশিষ্ট সাহাবী সাইয়েদুস সুহাদা হযরত হামযা রাঃ এবং দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রাঃ ছিলেন সে দু'জন বীর যোদ্ধা। সবাই তাদেরকে সমীহ করে কথা বলত এবং ভয় করে কথা বলত।

একবার আবু জাহেল পাথর মেরে প্রিয় নবীর মাথা ফাটিয়ে দিল ও রক্ত গড়িয়ে পড়ল। একজন মহিলা এ ঘটনা প্রিয় নবীর চাচা বীর যোদ্ধা হামজাকে বলে দিলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। শিকার হতে ফিরে আসা হাতের ধনুক দিয়ে সোজা আবু জাহেলের কাছে গিয়ে তার মাথায় আঘাত করলেন। তিনি বললেন তুই আমার ভাতিজার রক্ত ঝরিয়েছিস, শুনে রাখ আমিও তার দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করলাম।

নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে জিলহজ্জ মাসে হযরত হামজা রাঃ এর এ ঘটনা ঘটে। এর মাত্র তিন দিন পর হযরত ওমর রাঃ এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ঘটে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ ওমর ও আবু

www.pathagar.com

জাহেলের মধ্যে তোমার কাছে যে বেশী পছন্দনীয় তাকে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দাও ও তার দ্বারা তোমার দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধি করো।"

আল্লাহ পাক হযরত ওমর রাঃ কেই কবুল করেন।

সর্বপ্রথম একবার যখন কাবাঘরে হযরত ওমর রাঃ রাত কাটাচ্ছিলেন তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর মুখ থেকে সুরা আলহাক্কা তেলাওয়াত শুনছেন যাতে কবি, গনক এর কথা নয় বলে উল্লেখ আছে। তিনি দুটোই মনে মনে ধারনা করছিলেন আর তেলাওয়াতের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ হয়ে যাচ্ছিল। এতে তিনি বিমোহিত হন মনের মধ্যে ইসলামের রেখাপাত সেদিনই ঘটেছিল। কিন্তু পূর্বপুরুষদের ধর্ম তখনও ছাড়েননি।

একশত উট পুরস্কার নেয়ার জন্য হযরত ওমর নবীর মাথা কাটার জন্য বের হলেন। পরে তাকে জানানো হল তার ভগ্নি ফাতেমা এবং ভগ্নিপতি মুসলমান হয়েছেন। আগে তাদের সামলানোর জন্য পথচারী আহবান জানালো।

ভগ্নিকে আহত করলে তার শরীরে রক্ত ঝরা দেখে একটু নরম হলেন। তারা কোরআনের সুরা ত্বাহা পড়ছিল তা দেখতে চান। কারণ এত আঘাতের পরও তারা ইসলাম থেকে ফিরে আসতে চায়নি এটার কারণ অনুসন্ধানের জন্য জানতে চাইছিলেন। গোসল করা ছাড়া তা ধরা যাবেনা জেনে গোসল করে এসে সুরা ত্বাহা পড়তে বসে বিসমিল্লাহ পড়লেন। মন্তব্য করলেন এত দেখি বড়ো পবিত্র নাম। সেখানে লুকিয়ে থাকা সাহাবী হযরত খাব্বাব রাঃ বের হয়ে এসে বললেন প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম গত বৃহস্পতিবার আপনার হেদায়েতের জন্য দোয়া করছিলেন এটা তারই ফল। হযরত ওমর রাঃ কে প্রাণে মেরে ফেলার জন্য তার বাড়ীতে পর্যন্ত তারা চড়াও হলে আবু আমর আস ইবনে ওয়াফেল কাফের নেতৃবৃন্দকে থামিয়ে দিলেন।

একদিন হযরত ওমর রাঃ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললেন মরি আর বাঁচি আমরা কি হক এর উপর নেই? তিনি বললেন নিশ্চয়ই। এরপর হযরত ওমর বললেন তাহলে আমরা কেন পালিয়ে বেড়াব? ঐ আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন নিশ্চয়ই আমরা মিছিল করে কাবাঘরে পৌছব দুই কাতারে বিভক্ত হয়ে, এক কাতারে হযরত হামযা সামনে থাকবেন আর এক কাতারের সামনে থাকব আমি। আমাদের চলার পথে যাতাপিষা আটার মত ধুলি উড়ছিল। কোরায়েশরা আমাদের এ মিছিল দেখে মনে এত বড় কষ্ট পেল যা আগে কখনও পায়নি। সেদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে 'ফারুক' উপাধি দিলেন।

ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্য দেওয়া শুরু হল। ইসলাম পর্দার বাইরে আসল।

www.pathagar.com

আমরা তখন থেকে কাবাঘরের সামনে গোল হয়ে বসতে লাগলাম, যারা বাড়াবাড়ি করছিল তার প্রতিশোধ নিতাম আর যারা অত্যাচার করত তার জবাব দিতাম।

আবু তালেব আহুত বৈঠক

আবু তালেব কাফেরদের ষড়যন্ত্রে বিশেষ করে ভাতিজাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র শুনে চিন্তিত হলেন। আশংকা দূর করার জন্য তিনি তার পিতামহের দুই বিশেষ ব্যক্তিত্ব হাশেম বংশীয় ও মুত্তালিব বংশীয়দের একত্রে বৈঠক করলেন। তিনি সেই সমাবেশে ভাতিজাকে রক্ষা করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানালেন। তিনি আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন, যে দায়িত্ব আমি এতদিন একা একা বহন করেছি এবার এসো আমরা সবাই মিলে তা পালন করি। আবু তালিবের আবেদনে উপস্থিত সকলেই সাড়া দিলেন শুধু আবু লাহাব ছাড়া। সে অস্বীকৃতি জানিয়ে পৌত্তলিকদের সাথে হাত মিলালো।

বয়কটের কবলে

একমাসের মধ্যে বড় বড় কয়েকটা ঘটনায় কাফেররা কিছুটা হলেও ঘাবড়ে গেল।

(এক) হযরত হামযা রাঃ এর ইসলাম গ্রহণ।

(দুই) হযরত ওমর রাঃ এর ইসলাম গ্রহণ।

(তিন) কাবাঘরে প্রকাশ্যে পদচারনা।

(চার) বনু হাশেম ও বনু মোত্তালিব প্রিয় নবীকে রক্ষার ব্যাপারে ঐকমত্য হওয়া।

নবুওয়াতের ৭ম বছরের মুহাররম মাসে মক্কার সব গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে বনু হাশেম গোত্রকে বয়কট করার চুক্তি সম্পাদন করল। চুক্তির মুল কথা হল বনু হাশেম যতক্ষন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে তাদের হাতে না দিবে এবং হত্যা করার অধিকার না দিবে ততক্ষন বয়কট অব্যাহত থাকবে।

বয়কটে যা মেনে চলতে হবে

(১) তাদের সাথে আত্মীয়তা রাখা বা করা যাবেনা

(২) বিয়েশাদীর সম্পর্ক পাতানো যাবেনা

(৩) লেনদেন, মেলা মেশা করা যাবেনা।

(৪) খাদ্য পানীয় সরবরাহ বা বিক্রি করা যাবেনা।

এ চুক্তি ছিল অত্যন্ত মারাত্মক ও মানবতা বিরোধী। শিয়াবে আবু তালেবে আটক

www.pathagar.com

থাকল বনু হাশেমের সকল সদস্য। দীর্ঘ তিন বছর এ চুক্তি চলে। অবস্থা এতদুর গড়ায় যে গাছের পাতা, শুকনো চামড়া সিদ্ধ করে আগুনে ভেজে খেতে থাকে। ক্ষুধার যন্ত্রনায় নিষ্পাপ শিশু কাঁদতো আর এ শব্দ শুনে ইসলামের দুষমনেরা আনন্দ উপভোগ করত। হযরত খাদিজার ভাতিজার এক ভৃত্য কিছু গম নিয়ে যাচ্ছিল, আবু জেহেল তা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। হাকিম ইবনে হাজাম ও হিশাম বিন আমর লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু খাবার পাঠাতেন । এই চুক্তির ভয়াবহতা বর্ননা করতে গিয়ে একজন সাহাবী বলেন গাছের পাতা খাবার দরুন আমাদের পায়খানা বকরীর পায়খানার মতো হয়ে গিয়েছিল। বাইরের খাদ্য কেউ বিক্রি করতে আসলে দুষমনরা উচ্চ মূল্য দিয়ে সবটুকুই কিনে নিত।

আবু তালিব রাতে ভাতিজাকে বলতেন যাও তুমি তোমার বিছানায় শুয়ে পড়ো। আবার সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আবু তালেব তার ভাতিজার শোয়ার স্থান বদল করে দিতেন। এটা এ জন্যই করতেন যে কোন গোপন আততায়ী থাকলে তা যেন সঠিক যায়গা টের না পায়। হিশাম বিন আমর, যামরা ইবনুল আসওয়াদ, আবুল বুখতারী, মুতয়াম ইত্যাদি কয়েকজন যুবকের সাহসী বক্তব্য তোমরা সবাই আরামে খাবে অথচ আমাদের আত্মীয়েরা না খেয়ে মারা যাবে? তারা চুক্তি বাতিলের আন্দোলনে ভাল ভূমিকা রাখে। একবার প্রিয় নবী তাঁর চাচাকে বললেন আল্লাহপাক আমাকে জানিয়েছেন যে, ওদের চুক্তি উই পোকায় খেয়ে ফেলেছে শুধু আল্লাহর নামটা বাকী আছে। একথা নিয়ে আবু তালিব আবু জেহেলসহ বাকী যুবকদের জানালে বহু তর্কের পর মুতয়েম বিন আদী চুক্তিপত্র নামিয়ে এনে দেখালেন প্রিয় নবীর কথাটাই ঠিক। শুধু "বেইসমেকা আল্লাহুম্মা" শব্দ ছাড়া বাকীটা পোকায় খেয়ে ফেলেছে। এটা দেখে তারা আশ্চর্য হল কিন্তু তাদের কোন পরিবর্তন হল না। তারা কোন মোযেযা দেখলে টালবাহানা করতো আর বলত এটাতো যাদু।

দুঃখের বছর

নবুওয়াতের দশম বছর রজব মাসে চাচা আবু তালিব কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর ইন্তে কাল করেন। শিবে আবু তালিব থেকে বের হবার ৬ মাসের মাথায় তিনি চলে গেলেন।

বুখারী শরীফের বর্ণনায় জানা যায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচাকে ঈমান আনার জন্য খুব চেষ্টা করেছেন। আর আবু জেহেল ও আব্দুল্লাহ

www.pathagar.com

ইবনে উমাইয়া তাকে তাদের বাপ দাদার ধর্মে কায়েম থাকার জন্য রীতিমত পাহারা দিয়েছিল। চাচা বলেছিলেন শেষ কথা যে সে আব্দুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপরই থাকবেন।

"আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন, তুমি যাকে ভালবাস ইচ্ছা করলেই তাকে হেদায়েত করতে পারবে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করতে পারেন।" হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালিব বললেন, আপনি আপনার চাচার কি কাজে আসলেন? জবাবে প্রিয় নবী বললেন তিনি জাহান্নামের একটি সাধারণ যায়গায় আছেন। যদি আমি না থাকতাম তবে তিনি জাহান্নামের সবচেয়ে গভীর গহবরে থাকতেন।

আরেকটি বড় ঘটনা হল প্রিয়তমা স্ত্রী বিবি খাদিজার ইন্তেকাল। চাচা আবু তালেব এর ইন্তেকালের পর পরই স্ত্রীর তিরোধান দু'টো বড় ধরনের শুন্যতা অনুভব করলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবুওয়াতের দশম বছর রমজান মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। প্রিয় নবীর বয়স তখন ৫০ বছর। বিবি খাদিজা সম্পর্কে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "যে সময় মানুষ আমার সাথে কুফরী করেছে সে সময় তিনি আমার উপর ঈমান এনেছিলেন, যে সময় লোকেরা আমাকে অবিশ্বাস করছিল সে সময় তিনি আমাকে তার ধন সম্পদে অংশীদার করেছিলেন, তার গর্ভ থেকে আল্লাহ আমাকে সন্তান দিয়েছিলেন অন্য স্ত্রীদের গর্ভ থেকে আমাকে কোন সন্তান দেয়া হয়নি।" (মুসনাদে আহমেদ)

জিবরাঈল (আঃ) বলেন "খাদিজাকে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং জান্নাতে একটি মতি মহলের সুসংবাদ দিবেন যেখানে থাকবেনা কোন শোরগোল ক্লান্তি, অবসন্নতা কাউকে গ্রাস করবে না। (বুখারী)

জীবনের সবচেয়ে বড় কষ্টের দিন

চাচার আশ্রয় শেষ হলে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে তায়েফে রওয়ানা দিলেন হয়ত দ্বীনের কিছু সাথী জোগাড় হবে। বড় আশা নিয়ে গেলেন কিন্তু কাফেরদের সর্দার ও যুবকদের আক্রমনে তিনি রক্তাক্ত হয়ে গেলেন। পাথর ছুড়ে মারতে লাগল, ক্ষতস্থান হতে অঝোর ধারায় রক্ত ঝরছিল। শহর ছেড়ে একটি আংগুর বাগানে এসে আংগুরের গাছের সাথে হেলান দিয়ে বসলেন। এখানে দু রাকাত নামাজ আদায় করলেন এবং হৃদয়স্পর্শী দোয়া করলেন ঃ

www.pathagar.com

"হে আমার আল্লাহ আমার দূর্বলতা ও অসহায়ত্ব সম্পর্কে কেবল তোমারই কাছে ফরিয়াদ জানাই। হে আমার মালিক তুমি আমাকে কার কাছে সপে দিয়েছ? বিদ্বেষ পরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে নাকি শত্রুর কাছে? হে আমার আল্লাহ তুমি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে থাক তাহলে আমার কোন দুঃখ নাই, আমি কাউকে পরোয়া করি না। আমি তোমার সন্তোষ ছাড়া আর কিছুই কামনা করি না। তোমার কাছ ছাড়া আর কোথাও আমার কোন আশ্রয় নাই।"

ইতিমধ্যেই বাগানের মালিক তার খৃষ্টান গোলামের হাতে কিছু আংগুর পাঠায়ে দিল। বিস্‌মিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করতেই খৃষ্টান গোলাম আদ্দাস বললো- আল্লাহর কসম এ শহরের লোকেরা এ ধরনের কথা কখনও বলেনা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পরিচয় দিয়ে বললেন তুমি তো দেখছি আল্লাহর সৎ বান্দা ইউনুস বিন মিত্তার শহরের লোক। ইউনুস বিন মিত্তা আমার ভাই, তিনিও নবী ছিলেন আর আমিও নবী। একথা শুনেই প্রিয় নবীর হাতে পায়ে চুমু খেতে লাগল।

বাগান থেকে নাখলায় এসে অবস্থান করেন। অত:পর হেরাগুহায় উপনীত হলেন। শিবে আবু তালিবের চুক্তি বাতিলের অন্যতম উদ্যোক্তা মুতয়েম বিন আদী নিরাপত্তামূলক আশ্রয় দিতে এগিয়ে এলেন। মুতয়েমের ছেলেরা খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে পাহারা দিয়ে রাসুলকে হারাম শরীফে নিয়ে এল তারপর তার বাড়ীতে পৌঁছালো।

তায়েফের অবস্থা ইতিহাস ভাল বর্ণনা দিতে পারেনি। একবার হযরত আয়েশা (রা:) জীবনের সবচেয়ে কঠিন দু:খের দিন সম্পর্কে জানতে চাইলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমার জাতি আমাকে যত কষ্ট দিয়েই থাক আমার সবচেয়ে বেশী কষ্ট হয়েছে তায়েফে দাওয়াত দিতে যেদিন গিয়েছিলাম রক্তে গোটা শরীর ভেসে যায়। জুতো সিমেন্টের মত পায়ে আটকে যায়। যায়েদ বিন হারেস জুতা টান দিলে চড়চড় করে শব্দ হয়। যায়েদ বলল- আপনি ওদের জন্য বদদোয়া করুন। প্রিয় নবী বললেন, কেন বদদোয়া করব, আজকে তারা ঈমান না আনলেও আগামী দিনে তাদের পরবর্তী বংশধরগণ ঈমান আনবে আল্লাহর ইবাদত করবে।

www.pathagar.com

পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা এসে ওদেরকে পাহাড়ে পিষ্ট করে ধ্বংস করার প্রস্তাব দিল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে সম্মত হননি তিনি দোয়া করলেন– اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ -

"হে আল্লাহ আমার জাতিকে হেদায়েত কর, তারা তো বুঝে না।"

এমন নৈরাশ্যজনক অবস্থায় জ্বিনেরা এসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম এর কুরআন তেলাওয়াত শুনে তার কাছে ঈমান আনল। এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হল ইসলামের দাওয়াত মানুষ প্রত্যাখ্যান করলে এ সৃষ্টি জগতে অনেক জীব আছে যারা আপনার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

মেরাজের ঘটনা

মেরাজের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার নৈকট্য ও সান্নিধ্যে নিয়েছেন। বেশ কয়েকটা বছর দু:খকষ্ট বিপদ মুসীবতের পরীক্ষায় পাশের পর পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা তাকে নৈকট্য ও সান্নিধ্য দান করেন এবং নিজ দরবারে ডেকে নিয়ে এ পুরস্কার দিয়েছেন।

ইসলামের প্রাচীন কেন্দ্র বাইতুল মাকদাসে উপস্থিত হয়ে অতঃপর সেখান থেকে উর্ধজগতে আরোহন করে ইসলামী আন্দোলনের প্রাক্তন নেতৃবৃন্দের (নবী রাসূলদের) সাথে সাক্ষাত করেন।

তায়েফ ও হিজরাতের ঘটনার মাঝে মে'রাজের ঘটনা গুরুত্বপূর্ন। এ ঘটনায় মক্কায় হৈচৈ পড়ে যায়। তিনি ঐ রাতে কোথায় কি কি ঘটনা দেখেছেন সব খোলা খুলি বলে দিলেন। বায়তুল মাকদাসের পূরো ছবিও তিনি বলে দিলেন। পথিমধ্যে যাদের সাথে দেখা হয়েছিল তাও বলে দিলেন। এসব আলামত মে'রাজকে নির্ভূল প্রমাণিত করল। সুরা বানি ইসরাঈল নাজিল হল তখনই যাতে মে'রাজকে স্পষ্ট করে বর্ননা করা হয়েছে। গোটা সুরাটাই মে'রাজের প্রেরনায় সিক্ত। সত্য সমাগত মিথ্যা পরাভূত এর ঘোষনা দেয়া হল। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণের মৌলিক নীতি হিসেবে চৌদ্দ দফা বলে দেয়া হল। (তাফহীমুল কুরআন)

সত্যের আলো তায়েফ বহন করল না। মদিনা সত্যের আলো বহন করল। সত্যের মশালে মদিনা কাছের হয়ে গেল। তায়েফ দূরে চলে গেল দূরের মদিনা কাছের হয়ে গেল।

সুরা ইউসুফ নাযিল করে বিজয়ের পূর্বাভাস দেয়া হল।

www.pathagar.com

মে'রাজের সময়ই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হল এবং দুনিয়ায় অন্যায়কারীদের শাস্তি কি হবে অগ্রিমভাবে তা দেখিয়ে দেয়া হয়।

একনজরে মি'রাজ

* রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স তখন ৫০ বছর ৩ মাস।
* মি'রাজ গমনের তারিখ- ৬২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে রজব সোমবার শেষ রাত।
* মি'রাজের রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায়-উম্মে হানীর ঘরে।
* উম্মে হানীর ঘর হতে যম্‌যম্ কূপের নিকটে গিয়ে বক্ষ বিদারণ।
* বক্ষ বিদারণের পর কাবার হাতীমে গিয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়ে বোরাকে আরোহণ।
* কা'বার হাতীম হতে- তুরে সিনা পর্বতে গিয়ে দু'রাকাত নামাজ আদায়।
* তুরে সিনা হতে- বায়তুল হামে গিয়ে দু'রাকাত নামাজ আদায়।
* বায়তুল হাম হতে বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে সকল নবীগণের ইমাম হয়ে দু'রাকাত নামাজ আদায়।
* বায়তুল মুকাদ্দাস হতে প্রথম আসমানে গমন এবং আদম (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ।
* দ্বিতীয় আসমানে গিয়ে ঈসা ও ইয়াহইয়া আলায়হিস সালাম এর সাথে সাক্ষাৎ।
* তৃতীয় আসমানে গিয়ে ইউসুফ (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ।
* চতুর্থ আসমানে গিয়ে ইদ্রিস (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ।
* পঞ্চম আসমানে গিয়ে হারুন (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ।
* ৬ষ্ঠ আসমানে গিয়ে মূসা (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ।
* ৭ম আসমানে গিয়ে ইব্রাহীম (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ।
* প্রথম আসমান রক্ষী ফিরিশ্‌তার নাম- ইসমাইল।
* প্রথম আসমানের দরজার নাম বাবুল হাফাজা।
* দ্বিতীয় আসমানের ফিরিশ্‌তাগনের নেতার নাম- মেহতের কাবীল (আঃ)।
* তৃতীয় আসমানের ফিরিশ্‌তাগনের নেতার নাম- মেহতের মাইল(আঃ)।
* চতুর্থ আসমানের ফিরিশ্‌তাগনের নেতার নাম- মেহতের মুতাঈল (আঃ)।
* পঞ্চম আসমানের ফিরিশ্‌তাগনের নেতার নাম- মেহতের আঈন (আঃ)।
* ষষ্ঠ আসমানের ফিরিশ্‌তাগনের নেতার নাম- মেহতের হাযিল(আঃ)।
* ষষ্ঠ আসমানে পরিদর্শন করেন দোযখ সমূহ।
* সপ্তম আসমানে পরিদর্শন করেন বেহেশ্‌ত সমূহ।
* বেহেশ্‌ত সমূহ পরিদর্শনের পরবায়তুল মা'মুরে উপনীত।

www.pathagar.com

* বায়তুল মা'মুর পরিত্যাগ করেসিদরাতুল মুন্‌তাহায় উপনীত।
* সিদরাতুল মুনতাহা হতে রফ্‌রফে্ আরোহন করে আরশে মুয়াল্লায় উপনীত।
* আরশে মুয়াল্লা হতে প্রত্যাবর্তন করে সিদরাতুল মুনতাহায় অবতরন।
* সিদরাতুল মুনতাহা হতে বায়তুল মুক্কাদ্দাস।
* বায়তুল মুক্কাদ্দাস হতে মক্কার অদুরবর্তী জিতাওয়া নামক স্থানে এসে পৌছলেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের চৌদ্দ দফা মূলনীতি

ইসলা্মী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক বছর আগে রাষ্ট্রের মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে। নামাজ এর মাধ্যমে চরিত্র সংশোধন করা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়। ঘোষনা পত্রটিতে চৌদ্দটি বিধান বলে দেয়া হয়েছে।

২৩ হতে ৩৭ নম্বর পর্যন্ত ১৪টি আয়াতে যা বলা হয়েছে ঃ

তোমার রব ফয়সালা করে দিয়েছেন।

(এক) তোমরা এক রবেরই এবাদত করো, আর করো নয়।

(দুই) পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করো।

(তিন) নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার দাও।

(চার) তোমরা অপচয় করো না।

(পাঁচ) না দিতে পারলে বিনয়সূচক জবাব দাও।

(ছয়) নিজের হাত গলার সাথে বেঁধে রেখ না (কার্পণ্য করো না) আবার একেবারেই খোলা ছেড়ে দিও না।

(সাত) দারিদ্রের ভয়ে নিজেদের সন্তান হত্যা করো না।

(আট) যেনা-ব্যভিচারের নিকটেও যেয়ো না।

(নয়) প্রাণ হত্যার অপরাধ করো না যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন কিন্তু সত্যতা সহকারে, সীমালংঘন না করা অর্থাৎ নিম্নলিখিত সীমা লংঘন না করা ঃ

(১) অপরাধী ছাড়া অন্যকে হত্যা করা, (২) অপরাধীকে নির্যাতন করে হত্যা করা, (৩) মৃত দেহের উপর ক্রোধ চরিতার্থ করা। (৪) রক্তপণ নেয়ার পরও অপরাধীকে হত্যা করা।

(দশ) ইয়াতীমের ধন মালের কাছে যেওনা কিন্তু অতি উত্তম পন্থায় যেতে পার যতদিন তারা যৌবন লাভ না করে।

www.pathagar.com

(এগারো) ওয়াদা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো।

(বারো) পাত্র দ্বারা মাপ পূরোপুরি ভর্তি করে দাও, ওজন দ্বারা দিলে ত্রুটিহীন পাল্লা দ্বারা ওজন করো।

(তের) এমন কোন জিনিষের পিছে লেগে যেওনা, যে বিষয়ে কোন জ্ঞানই তোমার নেই। নিশ্চয় চক্ষু, দিল, কান, সব কিছুর জন্যই জবাবদিহি করতে হবে।

(চৌদ্দ) যমীনে বাহাদুরী করে চলোনা।

এ আদেশ সমূহের প্রত্যেকটিরই খারাপ দিকটি তোমার রবের নিকট অপছন্দনীয়।

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ـ

অর্থাৎ নির্দেশ সমূহের মধ্যে যে কোন নির্দেশ অমান্য করা অপছন্দনীয়।

মদিনায় ইসলাম

নবুওয়াতের দশম বছরে মদিনার আনাস বিন মোয়ায সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন।

নবুওয়াতের একাদশ বছরে ৬জন বিপ্লবী সৈনিক মদিনা থেকে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া আলায়হি সাল্লামের সংগে যোগ দেন।

প্রথম আকাবার বায়াত হয় নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে। বায়াত গ্রহণ করেন ১২ ব্যক্তি।

দ্বিতীয় আকাবার শপথ হয় নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে। এখানে বায়াত গ্রহণ করেন ৭৫ জন।

মক্কাতে বসেই মদিনা থেকে আগত লোকদেরকে দাওয়াত দেয়া হত। তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে এসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন গোত্র ও ব্যক্তির নিকট দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন নতুন উদ্যমে।

অবশ্য নবুওয়াতের চতুর্থ বছর থেকেই এ দাওয়াত দিয়ে আসছিলেন। যেসব গোত্রকে দাওয়াত দিয়েছিলেন তারা ছিল—

(১) বনু কেলাব (২) বনু হানিফা (৩) আমের ইবনে সা'সা'য়া (৪) বনু ছালিম (৫) বনু আবাছ (৬) বনু নছর

যে সব উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি দাওয়াত পান তারা হলেন (১) সুয়াইদ ইবনে সামেত

www.pathagar.com

(২) ইয়াস ইবনে সাআও (খাজরাজের বিরুদ্ধে লোক সংগ্রহে এসেছিল) (৩) আবু যর গেফারী (৪) তোফায়েল ইবনে আমর দাওসী (৫) জেসাদ আযদি।

যে ছয়জন ভাগ্যবান যুবক মদিনা থেকে এসে প্রথমে দ্বীনের দাওয়াত কবুল করেন তারা হলেন ঃ-

(১) আসআদ ইবনে যোরাবাহ (২) আওন ইবনে হারেস (৩) রাফে ইবনে মালেক (৪) কোতবা ইবনে আমের (৫) ওকবা ইবনে আমের (৬) হারেস ইবনে আব্দুল্লাহ।

নবুওয়াতের একাদশ বর্ষের সাওয়াল মাসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাঃ কে বিয়ে করেন। হিজরতের আগের বছর তিনি স্বামী গৃহে গমন করেন। তখন তার বয়স নয় বছর।

আকাবা বলা হয় সংকীর্ন গিরিপথকে। মক্কা থেকে মিনায় আসার পথে একটি সংকীর্ন পাহাড়ী পথ আছে। এখানে পাথর মারার পর সমাগম থাকে না। এখানেই বায়াত অনুষ্ঠানটি হয়। বর্তমানে এখানে প্রশস্ত রাস্তা করা হয়েছে।

যাদের কাছে বায়াত নেয়া হত প্রায় একই বিষয়ে বায়াত নেয়া হত। বুখারী শরীফে বায়াতের বিষয় এভাবে বলা আছে "এসো আমার কাছে এই মর্মে বায়াত করো যে আল্লাহ পাকের সাথে কাউকে শরীক করবোনা। চুরি করবোনা, যেনা করবোনা, নিজের সন্তানকে হত্যা করবে না, মনগড়া কোন অপবাদ কারো উপর দিবেনা, ভাল কাজে আমার অনুসরন করবে, কোন প্রকার অবাধ্যতা করবে না। যে ব্যক্তি এসব কিছু পালন করবে তার পুরস্কার আল্লাহ পাকের নিকট রয়েছে, যে ব্যক্তি এসব বিষয়ের কোন কিছু অমান্য করবে, যদি তাকে সেই অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দেয়া হয়, তবে তার শাস্তি তার পাপের কাফ্ফরা হয়ে থাকে।"

রাসূলের দূত মদিনায়

মাসআব ইবনে উমায়ের আবদারীকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদিনায় তার দূত হিসেবে প্রেরন করেন। তিনি মদিনায় পৌছে আসআদ ইবনে যুরারা রাঃ এর ঘরে অবস্থান করেন। মোয়াল্লেম হিসেবে ইসলামের দাওয়াত ও শিক্ষা দিতে থাকেন। তাকে মুকরিউন খেতাব দেয়া হয়। হযরত সা'দ ইবনে মায়ায রাঃ ছিলেন গোত্রের প্রভাবশালী নেতা। তাকেও ইসলামের বক্তব্য ও কোরআন তেলাওয়াত করে শুনালেন হযরত মাসআব রাঃ। ফল ভাল হল। তিনি ইসলাম কবুল করলেন। গোসল করলেন ও দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন।

www.pathagar.com

ইসলাম কবুলের আনুষ্ঠানিকতা সেরে নিজ গোত্রের কাছে ফিরে গেলেন। গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন হে বনি আব্দুল আসহাল; তোমরা আমাকে কেমন লোক মনে কর? সবাই বলল আপনি আমাদের নেতা বুদ্ধি বিবেচনার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে বেশী মনে করি। সা'দ ইবনে মায়ায বললেন, আচ্ছা তবে শোন , তোমরা যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন ও তার প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান না আনবে ততক্ষন পর্যন্ত তোমাদের সাথে কথা বলা আমার জন্য হারাম। বিকেল গড়াতে না গড়াতে গোত্রের নারী পুরুষ আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। **উসাইরিম নামে একজন লোক সে সময় ঈমান আনে নি। উহুদ যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করে যুদ্ধে অংশ নিয়ে শহীদ হন। তিনি কোন নামায আদায় করার সময় পাননি, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে বলেন অল্প আমল করে অনেক বেশী পেয়েছে।** পরের হজ্জের মওসুমে মাসআব রাঃ তার দাওয়াতী সফলতার বিস্তারিত তথ্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম একজন প্রভাবশালী নেতা। কাব ইবনে মালেক রাঃ বলেন আমরা হজ্জের মওসুমে তাকে রাসুলের কাছে নিতে নিতে বললাম-আপনি একজন আমাদের সম্মানিত নেতা। পংকিলতা থেকে উদ্ধার হয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি লাভ করবেন, এটাই আমরা চাই। ইসলামের দাওয়াত পেয়ে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন।

বায়াতের পাঁচ দফা

বায়াত হল আনুগত্যের শপথ। ইমাম আহমদ হযরত জাবের রাঃ থেকে বায়াতের বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত নিচের পাঁচটি জিনিষ জানা যায়-

১। ভালমন্দ সকল অবস্থায় আমার কথা শুনবে ও মানবে।

২। স্বচ্ছলতা অসচ্ছলতা উভয় অবস্থায়ই ধন সম্পদ ব্যয় করবে।

৩। সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকবে।

৪। আল্লাহর পথে উঠে দাঁড়াবে, ভয়ভীতির কারণে পিছিয়ে যাবে না।

৫। তোমাদের কাছে যাবার পর আমাকে সাহায্য করবে নিজের ও সন্তানের জীবনের মত, প্রয়োজনে জীবন দিয়ে মুকাবিলা করবে, তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।

কা'ব ইবনে মারুর তখন দাঁড়িয়ে বললেন খোদার কসম, আমরা যুদ্ধের পুত্র, হাতিয়ার হচ্ছে আমাদের খেলনা, পূর্ব পুরুষ থেকে আমাদের এ অবস্থা চলছে।

www.pathagar.com

একজন বললেন, আপনাকে জয়যুক্ত করলে আপনি আমাদের ছেড়ে স্বজাতীয়দের কাছে চলে যাবেন না তো?

প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হেসে বললেন তোমাদের রক্ত, আমার রক্ত, তোমাদের ধবংস আমার ধবংস হিসেবে গন্য হবে, আমি তোমাদের অন্তর্ভূক্ত, আর তোমরা আমার অন্তর্ভূক্ত। তোমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করবে আমিও তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। তোমরা যাদের সাথে সন্ধি করবে আমিও তাদের সাথে সন্ধি করবো।

সবাই বায়াত নিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারো জন নকীব ঠিক করলেন, যেমন হযরত ঈসা আঃ এর বারো জন হাওয়ারী জিম্মাদার ছিলেন। এদের মধ্যে ৯ জন খাজরাজ ও ৩ জন আওস গোত্রের ছিলেন। শয়তান চুক্তি ফাঁস করে দিলে মদিনার নেতাদের সাথে কুরায়েশদের কথা কাটাকাটি হয়। বাইয়াতকারীদের ধাওয়া করা হয় এবং সাদ ইবনে ওবাদা রাঃ ধরা পড়েন এবং তাঁকে প্রহার করা হয়। মাতআম ইবনে আদী মদিনায় সাদ ইবনে ওবাদার সাহায্য নিয়ে ব্যবসা বানিজ্য করতেন। তিনি তাকে ছাড়িয়ে নিলেন। মদিনা থেকে মক্কায় প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বাইয়াতকারীরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন। পথিমধ্যে ওবাদা সহ সবাইকে পেয়ে ফিরে আসলেন।

অন্য বর্ণনায় শর্ত ছিল ৬ টি। প্রথম ও দ্বিতীয় আকাবার ৬ দফা বিশিষ্ট শপথ পত্র নিম্নে প্রদত্ত হ'ল ঃ

(১) আমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করব এবং অন্য কাউকেও তাঁর সাথে শরীক করব না।

(২) ব্যভিচার থেকে বিরত থাকব।

(৩) আপন কন্যাদেরকে হত্যা করব না।

(৪) কারো প্রতি মিথ্যা তোহমত দেব না।

(৫) প্রত্যেক সৎকাজে আল্লাহর রসুলকে মেনে চলব। ন্যায্য কাজে কখনো তার অবাধ্য হব না।

(৬) আমরা কখনো চুরি করব না।

রাসূলকে হত্যার

হত্যার পরিকল্পনা গ্রহনের জন্য ১৪ জন মুশরিক একত্রিত হয়েছিল। নিম্নে গোত্র ভিত্তিক তাদের নাম উল্লেখ করা হল ঃ

www.pathagar.com

বনী আব্দুস শামস ঃ ৬ জন
(১) শায়বা
(২) উৎবা
(৩) আবূ সুফিয়ান -বিন-হারাব-বিন-উমাইয়া-বিন-নওফিল।
(৪) তাইমা-বিন-আদি।
(৫) যুবাইর-বিন-মুতীস।
(৬) হারিস-বিন-আমের।
বনী আব্দুদ দার ঃ ১ জন
(৭) নজর-বিন-হারস-বিন-কালদা।
বনী আসাদ ঃ ৩ জন
(৮) আবুল-বখতারি-বিন-হিশাম।
(৯) আমাহ-বিন-আসওয়াদ।
(১০) হাকিম-বিন-হিজাম।
বনী মাখজুম ঃ ১ জন
(১১) আবু জেহেল-বিন-হিশাম।
বনী শাহম ঃ ২ জন
(১২) নাবিয়া।
(১৩) মুনাব্বাহ-বিন-হাজ্জাজ।
বনী জুমাহ ঃ ১ জন
(১৪) উমাইয়া-বিন-খালফ্ (হযরত বিলাল (রাঃ) এর পূর্ব মনিব)

হিজরত শুরু

সব কিছু ত্যাগ করে শুধু ঈমান ও জীবন রক্ষার জন্য কোথাও চলে যাওয়ার নাম হচ্ছে হিজরত।

(এক) সর্ব প্রথম যিনি হিজরত করেন তাঁর নাম হযরত আবু সালমা (রাঃ)। স্ত্রী সন্তান সহ হিজরত করেন।

মক্কা থেকে মদীনা পাঁচশত কিলোমিটার। শ্বশুরালয়ের পক্ষ থেকে বাধার কারণে স্ত্রীর হিজরত কিছু বিলম্ব হয়। সন্তানসহ একাকী রওয়ানা হলে ওসমান ইবনে তালহা তাকে সংগে নিয়ে মদীনার কোবায় পৌঁছিয়ে দেন। ওসমান মক্কায় ফিরে আসেন।

(দুই) হযরত সোয়াইব রাঃ হিজরত শুরু করলে কাফেররা তার সম্পদ নিতে বাধা দেয়। তিনি সব সম্পদ রেখে খালি হাতে হিজরত করেন। প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খবর পেয়ে বললেন, সোয়াইব লাভবান হয়েছে।

www.pathagar.com

(তিন) হযরত ওমর রাঃ, আইয়াস ও হিশাম ইবনে আস একসাথে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। হিশামকে বন্দী করে ফেলে। ওমর রাঃ ও আইয়াশ দু'জন হিজরত শুরু করলে আইয়াশের দু ভাই আবু জেহেল ও হারেশ এসে বলল তাদের মা তার জন্য মাথায় চিরুনী বন্ধ করেছে এবং তাকে না দেখা পর্যন্ত রোদ থেকে ছায়ায় যাবে না। হযরত ওমর রাঃ বললেন আইয়াশ তুমি ফিরে যেও না। তোমার মা উকুন কামড়ালে চিরুনী দিবে, মক্কায় কড়া রোদ অসহ্য হলে ঠিকই ছায়ায় যাবে। কিন্তু আইয়াস তা না শুনে ভাইদের সাথে ফিরে গেলেন। পথিমধ্যে তারা রশি দিয়ে বেধে আটক করে ফেলে । মক্কা থেকে যারাই হিযরত করবে তাদেরকেই এমন করে বেধে রাখা হবে বলে প্রচার করতে থাকল। পরবর্তীতে ওলীদ ইবনে ওলীদ দেয়াল বেয়ে ঘরে ঢুকে বাধন কেটে নিজের উটে বসিয়ে আইয়াশকে মদীনায় নিয়ে যান। হযরত ওমর রাঃ ১২ জনের একটি দল সাথে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন।

রাসুলের হিজরাত

হিজরাত করার সময় জিবরাঈল (আঃ) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন আপনি আজ রাতে আপনার বাসভবনের বিছানায় শয়ন করবেন না।

ঠিক দুপুরের দিকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাঃ এর বাড়ীতে এসে বললেন, আমাকে হিজরত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

এক দিকে কাফেরদের ষড়যন্ত্র অন্যদিকে হিজরতের প্রস্তুতি চলতে লাগল।

পার্লামেন্ট ষড়যন্ত্র ঃ দারুন নদওয়া

প্রথম প্রস্তাব নবীর বাসভবন ঘেরাও করতে হবে। এতে এগারো জন বাছাইকৃত কাফের সরদারের নাম ঘোষণা করা হয় যাতে আবু জেহেল থেকে আবু লাহাবের মত জঘন্য ব্যক্তিরা অন্তর্ভূক্ত ছিল।

রাত ১২টার পর বাসায় হামলা চালাবে সিদ্ধান্ত হল। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তিনি বলে দিলেন (সুরা আনফাল-৩০) "স্মরণ কর কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করার জন্য, নির্বাসিত করার জন্য আর আল্লাহও কৌশল করেন, আর আল্লাহই কৌশলীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।"

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাঃ কে তার বিছানায় শুয়ে থাকার নির্দেশ দিয়ে বের হয়ে এলেন এবং এক মুঠো ধূলোবালি নিয়ে নিক্ষেপ করলেন কাফেরদের দিকে। সকলে অন্ধ হয়ে গেল। তিনি রওয়ানা হয়ে সওর পর্বতে ৬২২ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে আশ্রয় নিলেন। শুক্র শনি রবি তিনদিন গুহায় থাকলেন। সাথে ছিলেন আবু বকর রাঃ। তার ছেলে আব্দুল্লাহ খুব সকালেই চলে আসত মক্কায় যাতে কাফের্‌রা বুঝতে না পারে। ক্রীতদাস আমের ইবনে সোহায়রা রাতের আঁধারে বকরি নিয়ে যেতেন পাহাড়ে। তিন দিনই তাদেরকে বকরীর দুধ দোহন করে দিতেন। হিজরতের জন্য যারা নির্যাতিত হলেন ঃ

(১) হযরত আলী রাঃ কে টেনে হিচড়ে কাবাঘরে রিমান্ডে নিয়ে গেল ও কথা আদায়ের জন্য লাঞ্ছিত করল।

(২) হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ কে তার আব্বার খবর জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি জানেন না বলায় তাকে আবু জেহেল এমন জোরে চড় মারলো যে তার কানের বালি খুলে পড়ে গেল।

ধরার জন্য অভিযান ঃ কিছু ঘটনা

"একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে যারা জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় আল্লাহর রাসুল কে এনে দিবে" কাফের নেতৃবৃন্দ এক জরুরী বৈঠকে ঘোষণা করল।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাঃ এর পেরেশানি দেখে বললেন "লা তাহযান, ইন্নাল্লাহা মাআনা" ভয় করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। (সুরা তওবা)

হিজরতের পথে কয়েকটি ঘটনা

(এক) সওর গুহা থেকে বের হয়ে ঠিক দুপুরে একটি প্রান্তরে গিয়ে বিশ্রাম নেন। একটি রাখালের বকরী থেকে দুধ দোহন করে আল্লাহর নবীকে খাওয়ালেন হযরত আবু বকর রাঃ।

(দুই) আবু বকর রাঃ এর চেহারায় বার্ধ্যকের ছাপ ছিল। সামনে আল্লাহর নবী বসে ছিলেন। রাস্তায় লোকেরা জিজ্ঞেস করল সামনে বসা লোকটি কে? তিনি জবাব দিয়েছিলেন "উনি আমাকে পথ দেখান" এখানে লোকেরা বুঝতো রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সামনে বসানো হয়েছে। হযরত আবু বকর রাঃ এর কাছে সত্যিকার অর্থেই তিনি আল্লাহর পথ প্রদর্শক। আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর বুদ্ধিমত্তা মূলক জবাব।

www.pathagar.com

(তিন) উম্মে মাবাদের বাসায় (তাবুতে) কিছুক্ষনের জন্য যাত্রা বিরতি করেন। এখানে একটি দুর্বল বকরী থেকে দুধ দোহন করে তারা পান করলেন এবং উম্মে মাবাদের ঘরেও পাত্রভর্তি দুধ রেখে রওয়ানা দিলেন। আল্লাহর বরকতে দূর্বল বকরীও দুধ দিতে পারে তা প্রমানিত হল, আলহামদুলিল্লাহ।

(চার) সোরাকা ইবনে মালেক আল্লাহর নবীকে ধরতে এসে তার ঘোড়ার পা মাটিতে দেবে যায়। ভয়ে আল্লাহর নবীর কাছে কাফেরদের ষড়যন্ত্রের কথা খুলে বলে দেয়। আল্লাহর নবী বললেন "আমাদের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করো"। ফিরার পথে সোরাকা কাফেরদের অনুসন্ধানের চেষ্টা দেখে বলল ওদিকে তোমাদের যে কাজ ছিল তা হয়ে গেছে। সোরাকা আমানতদারীর পরিচয় দিল।

(পাঁচ) সরদার বুরায়দা আসলামীর সাথে সাক্ষাত হলো, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা বার্তার মাধ্যমে তার পরিবর্তন আসলো। ৭০ জন লোক নিয়েই ইসলাম গ্রহণ করলো। পৃথিবীকে ন্যায় বিচার উপহার দিতে অগ্রপথিক আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন।

(ছয়) যোবায়ের ইবনুল আওয়াম রাঃ এর সাথে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা হলো পথে। সিরিয়া থেকে বানিজ্য কাফেলা নিয়ে ফিরছিলেন। কিছু জিনিস তিনি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপহার দিলেন যা হিজরতের সফরে কাজে লাগে।

ঐতিহাসিক কোবায়

মদীনার মুসলমানগণ খবর পাওয়ার পর মদীনার বাইরে হাররার নামক স্থানে এসে প্রতিদিন অপেক্ষা করতেন। একদিন একজন ইহুদী একটি টিলার উপর উঠে আল্লাহর রাসুলের চাঁদোয়া লক্ষ্য করল এবং সর্বপ্রথম খবর দিল। যার জন্য অপেক্ষা করছ তিনি এসে গেছেন। আমাদের মধ্যে যারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেননি তারা আবু বকর (রা:) কে সালাম করছিলেন। হযরত আবু বকর রাঃ একখানা চাঁদর দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গায়ে সুর্যকিরণকে ছায়া করে দাঁড়ালেন। এতে সবাই প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতে পারলেন। কুলসুম ইবনে হাদামের ঘরে কোবায় অবস্থান করেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোবায় মোট চারদিন অবস্থান করেন। মতান্তরে ১০ থেকে ২৪ দিন পর্যন্ত অবস্থানের কথা জানা যায়। তিনি এখানে ঐতিহাসিক মসজিদে কোবার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। নবুয়াত প্রাপ্তির পর এটাই ছিল প্রথম মসজিদ।

www.pathagar.com

মদীনার পথে অগ্রসর হবার সময় বনু সালেম ইবনে আওযোর জনপদে জুমার নামাজের সময় হয়ে যায়। ১০০ জন মুসল্লী নিয়ে এখানে জুমার নামাজ আদায় করেন। এটাই ছিল মদীনায় প্রথম জুমার নামাজ।

ইয়াসরিব হল মদীনা

জুমার নামাজ আদায়ের পর প্রিয় নবী মদীনা গমন করলে সেদিন থেকে ইয়াসরিব নাম পরিবর্তন করে মদীনাতুর রাসুল বা রাসুলের শহর নামকরণ করা হয়। সংক্ষেপে চালু হল মদীনা।

উটনীর পথ ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ পেয়েছে। বনু নজ্জার (নানার বংশ) এলাকায় উটনী কিছুক্ষণ থেকে নানাদের সম্মান দেখিয়েছে। সবশেষে বর্তমানে যেখানে মসজিদে নববী আছে সেখানেই থামল। মসজিদ থেকে সবচেয়ে কাছের বাড়ী ছিল আবু আইউব আনসারী (রা:) এর। কাইলুলা বা মধ্যাহ্নের বিশ্রামের জন্য আবু আইউব আনসারী উভয়কে ডেকে বললেন আসুন, আল্লাহ বরকত দিবেন। (বুখারী শরীফ অবলম্বনে)

প্রথম কাজ মসজিদ নির্মাণ

৬২২ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর পহেলা হিজরীর ১২ই রবিউল আওয়াল বানু নজ্জার গোত্রের হযরত আবু আইউব আনসারীর বাড়ীর সামনে এসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ইনশাআল্লাহ এটাই হবে আমাদের মনযিল।

যেখানে উট যাত্রা বিরতি করেছিল সেখানেই মসজিদ নির্মাণ করা হয়। কাঁচা ইটের দেয়াল ও শুকনা খেজুর পাতা দিয়ে ছাদ নির্মাণ করা হয়। প্রায় ১০০ হাত দৈর্ঘ্য ছিল মসজিদ। মসজিদের অদুরেই খেজুর পাতা দিয়ে ছাদযুক্ত কাচা ঘর তৈরী করা হল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহধর্মিনীদের বাসগৃহ। এ মসজিদ ছিল অসহায়দের আশ্রয়স্থল আর ইসলাম প্রচারের জন্য কেন্দ্রবিন্দু। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মসজিদ ও ঘরবাড়ী তৈরী হওয়া পর্যন্ত আবু আইউব আনসারীর বাড়ীতে অবস্থান করেন। মসজিদ ও ঘর নির্মাণ হয়ে গেলে আইউব আনসারীর বাড়ী থেকে নিজের বাড়ীতে গিয়ে উঠেন।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন

প্রথমে ৯০ জন মুহাজির আনসার এর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন শুরু হয় আনাস ইবনে মালেকের বাড়ীতে। এ বন্ধন বদর যুদ্ধ পর্যন্ত চালু ছিল। নিকটাত্মীয়ের হক অন্যের

www.pathagar.com

চেয়ে বেশী। এ আয়াত নাজিল হলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এখানেই থেমে যায়।

একবার দুর্ঘটনাক্রমে কলস ভেংগে পানি পড়ে যায়। নীচতলায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগনের সাথে সাক্ষাতের জন্য থাকা পছন্দ করেছিলেন। পানি পড়ে কষ্ট হবে মনে করে আইউব আনসারী ও তার স্ত্রী তাদের কম্বল দিয়েই পানি মুছে ফেলেন।

আর একবার পিয়াজ ও রসুন মিশ্রিত খাবার পাঠালে তিনি তা না খেয়ে ফেরৎ পাঠান। এরপর তাঁর কাছে আর পিয়াজ রসুন কাচা অবস্থায় পাঠানো হয় নাই।

মদীনায় সর্বপ্রথম ভাষন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম ভাষণে যা বলেছিলেন ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর আমি তার প্রশংসা করি ও সাহায্য চাই। আমি কুপ্ররচনা ও খারাপ কাজ থেকে তার কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারেনা। আর যাকে গোমরাহ করেন কেউ তাকে হেদায়েত করতে পারে না। আসহাদো আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আসহাদো আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

(এক) হে মানব মন্ডলী তোমাদের মধ্য থেকে কেউ হয়তো সহসা মারা যাবে, তার গরুছাগল দেখার কেউ থাকবে না।

(দুই) তোমাদের রব তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন তোমাদের কাছে কি আমার রাসুল আসেনি?

আমি কি তোমাকে ধন সম্পদ ও অনুগ্রহ দান করিনি? তা থেকে তুমি কতটুকু আখেরাতের জন্য পাঠিয়েছো? তখন সে ডানে বামে তাকাবে কিন্তু কিছুই দেখতে পাবে না? সামনের দিকে তাকাবে সেখানে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না।

(তিন) যে ব্যক্তি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে চায় সে একটা খোরমার অংশের বিনিময়ে হলেও নিজেকে রক্ষার ব্যাপারে যত্নবান হয়। যার এটুকু ক্ষমতাও নেই সে যেন ভালো কথা বলে নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে।

(চার) প্রতিটি ভালো কাজের পুরস্কার দশগুন থেকে সাত শতগুন পর্যন্ত দেয়া হয়।

(পাঁচ) যে মানুষের কথা বাদ দিয়ে কুরআনকে গ্রহণ করেছে সে সফলকাম। কারণ কুরআনের চেয়ে সুন্দর কথা আর নেই।

(ছয়) আল্লাহ যা পছন্দ করেন তোমরা তাই পছন্দ কর। আল্লাহকে সমগ্র মন দিয়ে (ভালবাস। আল্লাহর স্মরণে গাফেল হয়ো না।

www.pathagar.com

(সাত) মনকে কঠিন হতে দিও না। আল্লাহ উত্তম কথা পছন্দ করেন।
(আট) আল্লাহর এবাদত করো, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করো না।
(নয়) আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর সাথে কৃত অংগীকার লংঘন করো না।
(দশ) তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

নিয়মিত নামাজ কায়েম

মদীনায় পৌঁছে মুহাজির ও আনসারদের ঐক্যবদ্ধ করে যখন একটু স্থির হলেন তখন নিয়মিত নামাজ কায়েমের ব্যবস্থা হল, যাকাত ফরজ হলো, রোজা ফরজ হলো এবং অপরাধ দমনের জন্য আইন এসে গেল। হালাল হারামের বিধান কার্যকর করে ইসলামকে একটা পুর্নাঙ্গ বিধান হিসেবে রাষ্ট্রের মধ্যে চালু করা হল।

ইহুদীদের সাথে চুক্তি

১. ইহুদী ও মুসলমানরা নিজ নিজ দ্বীনের উপর আমল করবে।
২. ইহুদীদের ব্যয় ইহুদীরা এবং মুসলমানদের ব্যয় মুসলমানরা করবে।
৩. চুক্তির অন্তর্ভূক্ত কারো সাথে যুদ্ধ হলে সম্মিলিতভাবে মোকাবিলা করবেন।
৪. কেবল ন্যায়ের ব্যাপারে পরস্পর কল্যাণ কামনা ও সহযোগিতা করবে।
৫. কেউ তার মিত্রের কারনে অপরাধী বিবেচিত হবে না।
৬. মজলুমকে সাহায্য করবে।
৭. যুদ্ধকালীন ব্যয় মুসলমানদের সাথে ইহুদীরাও বহন করবে।
৮. মদীনায় দাঙ্গা হাঙ্গামা ও রক্তপাত নিষিদ্ধ থাকবে।
৯. সকল বিবাদ আল্লাহর আইন অনুযায়ী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীমাংসা করবেন।
১০. কোরায়েশ ও তার সহযোগীদের সাহায্য করা হবে না।
১১. মদীনার উপর হামলা হলে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করবে।
১২. কোন অত্যাচারী ও অপরাধীকে আশ্রয় দেয়া হবে না।

আল্লাহর পথে জিহাদ

যেসব কারণে জিহাদের প্রস্তুতি চলল ঃ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই চিঠি দিল "আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি আপনারা যে সব লোককে আশ্রয় দিয়েছেন মদীনা থেকে তাদের বের করে দিন। "যদি বের না করেন তবে আমরা আপনাদের উপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব, পুরুষদের হত্যা করব, নারীদের সম্ভ্রম নষ্ট করব।"

www.pathagar.com

২. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই এর সহযোগীদের বললেন "তোমরা কি নিজেদের সন্তান ও জঙ্গীদের সাথে নিজেরাই যুদ্ধ করতে চাও? এ কথা শুনার পর হতে উবাই এর সহযোগীগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

৩. মসজিদে হারামে তওয়াফ করতে বাধা প্রদান— সাদ ইবনে মাআজ রাঃ কে আবু জেহেল তওয়াফ করতে বাধা প্রদানের চেষ্টা চালায়।

৪. মোহাজেরদের প্রতি কুরাইশদের হামলার হুমকী প্রদান করায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পাহারায় বসালেন।

"আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মানুষদের থেকে হেফাজত রাখবেন" আয়াত নাজিল হলে জানালা দিয়ে মাথা বের করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে লোকেরা তোমরা ফিরে যাও আল্লাহ পাক আমাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন।"

সশস্ত্র জিহাদ

মুসলমানদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ওদের হুমকীর মোকাবিলায় যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল। আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হল যাদের সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকেও যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, কেননা তারা মজলুম নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।

যুদ্ধের এ অনুমতি নিছক যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ নয় বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাতিল শক্তির মুল উৎপাটন এবং সত্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলেন।

এক) মক্কা থেকে সিরিয়া ও মদীনা যাতায়াতকারী বাণিজ্য কাফেলার পথের পাশে অবস্থিত গোত্রদের সাথে অনাক্রমন চুক্তি।

দুই) সে পথে টহল দানকারী কাফেলা প্রেরণ।

দুই ধরনের যুদ্ধ

এক) সারিয়াঃ সেইসব সামরিক অভিযান যেসব অভিযানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং অংশগ্রহণ করেননি সেই যুদ্ধ সংঘটিত হোক অথবা না হোক।

দুই) গাযওয়াঃ সেইসব সামরিক অভিযান যেসব অভিযানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন সে যুদ্ধ হোক বা না হোক।

১. সারিয়া সারাফুল বাহার- প্রথম হিজরীর রমজান মাসে রাবেগ প্রান্তরে আবু সুফিয়ানের বাহিনীর সাথে সাক্ষাত হলে পরস্পর তীর চালাচালি হয়, যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়নি।

www.pathagar.com

২. সারিয়া খাররার- প্রথম হিজরীর জিলকদ মাসে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে বিশ জন মুজাহিদকে পাঠান। কোরায়েশদের বানিজ্য কাফেলা একদিন আগেই খাররার ত্যাগ করেছিল ফলে সাক্ষাত হয়নি।

৩. গাযওয়ায়ে আবওয়া- দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে সত্তর জন মুজাহিদ সহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওদ্দান পর্যন্ত পৌঁছেন। উদ্দেশ্য ছিল কোরায়েশদের বানিজ্য কাফেলার গতিরোধ করা, কিন্তু কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

৪. গাযওয়ায়ে বুয়াত- দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে দুইশত সাহাবী নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরায়েশদের এক বানিজ্য কাফেলাকে ধাওয়া করেন। যাতে একশত লোক ও আড়াই হাজার উট ছিল। কিন্তু কোন ঘটনা ঘটেনি।

৫. গাযওয়ায়ে সাফওয়ান- দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আওয়ালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্তর জন সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে গবাদিপশু লুটেরাদের ধাওয়া করেন যারা মদীনার চারণ ভূমিতে হামলা করেছিল। কোন প্রকার সংঘাত ছাড়াই ফিরে আসেন। কেউ কেউ একে বদরের প্রথম যুদ্ধ বলে থাকেন।

৬. গাযওয়া যিল উশাইরা- দ্বিতীয় হিজরীর জমাদিউল আউয়াল ও জমাদিউসানি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইশত মুজাহিদ ত্রিশটি উটসহ উশাইয়া নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছেন। কোরাইশদের এ কাফেলায় প্রচুর মালপত্র ছিল। এ ধাওয়া খেয়ে তারা মক্কায় পালিয়ে যায়। এ ঘটনার জের হিসেবে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৭. সারিয়া নাখলাহ- দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাসের নেতৃত্বে বারোজন মুজাহিদ ছয়টি উটসহ একটি চিঠি দিয়ে প্রেরণ করেন এবং দু'দিন পরে চিঠিটা পড়তে বলেন। চিঠিতে মক্কা ও তায়েফের মধ্যে নাখলাহ নামক স্থানে কোরাইশদের ওৎপেতে থাকা একটি কাফেলার সাথে স্বাক্ষাত হবে লেখা ছিল। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও ওতবা ইবনে গোজওয়ান এর পালাক্রমে চড়ার উটটি হারিয়ে গেলে তারা পিছনে পড়ে যায়। রজব মাসের শেষদিন অর্থাৎ যুদ্ধ নিষিদ্ধ দিনে পরামর্শক্রমে হামলা করে এবং আমর ইবনে হাদরামী নিহত হয়। দুজনকে বন্দী করে গনিমতের জিনিষপত্রসহ মদীনায় হাজির হয়। এটা ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গনিমতের মাল, প্রথম নিহত এবং প্রথম বন্দী।

সুরা বাকারা ২১৭ নম্বর আয়াত নাজিল হবার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বন্দীদ্বয়ের মুক্তি দেন, নিহতের ক্ষতিপুরণ দেন। দ্বিতীয় হিজরীর শাবান

www.pathagar.com

মাসে বায়তুল মাকদাস থেকে কাবা ঘরের দিকে কিবলা পরিবর্তনের আয়াত নাজিল হবার পর ছদ্দবেশী ঘাপটি মেরে থাকা মোনাফেকরা চিহ্নিত হয়ে গেল। কুরআনের আয়াত নাজিল হওয়া থেকে বুঝা যাচ্ছিল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সময় ঘনিয়ে আসছে। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ঈমানী চেতনায় শত্রুর সাথে মুকাবিলার আকাঙ্খা বহুগুন বৃদ্ধি পেয়ে যায়।

বদরের যুদ্ধ

সুত্রপাত ঃ আবু সুফিয়ান ইবনে হারেবের নেতৃত্বে একটি কাফেলা প্রচুর মালামালসহ সিরিয়া থেকে ফিরছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে কাফেলার দিকে পাঠিয়ে মন্তব্য করলেন আল্লাহ হয়তো ঐ সব সম্পদ তোমাদের হস্তগত করে দেবেন। এদিকে আবু সুফিয়ান পরিস্থিতি আন্দাজ করে দমদম ইবনে আমর গিফারীকে মক্কায় পাঠিয়ে অস্ত্র সজ্জিত কিছু লোক আনার ব্যবস্থা করল নিরাপদে মালামাল নিয়ে যাবার জন্য।

দমদমের উত্তেজনাকর খবর এর প্রেক্ষিতে সকলেই প্রস্তুত হতে লাগল। কেবলমাত্র আবু লাহাব যায় নি। তার বদলে টাকার বিনিময়ে অন্য একজনকে পাঠিয়েছিল। বৃদ্ধ উমাইয়া ইবনে খালফ যেতে টালবাহানা করলে উকবা এসে একটি সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে তাকে বলল "তুমি তো মেয়ে মানুষ, এটা দ্বারা সুবাসিত হও"। তার এ অপমান জনক কথায় সেও যুদ্ধে রওয়ানা দিল। মক্কা থেকে ১০০ টি ঘোড়া ৬০০ টি বর্ম ও অসংখ্য উটসহ রওয়ানা হয়।

ইসলামী বাহিনীর পরিচয়

ওদিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু লুবাবাকে মদীনার দায়িত্ব ও আমর বিন উম্মে মাকতুমকে নামাজ পড়ানোর দায়িত্ব দিয়ে ২টি ঘোড়া ও ৭০ টি উটসহ যুদ্ধে রওয়ানা দিলেন। ৩১৩ জনের মধ্যে ৮২ জন মুহাজির বাকী আনসার, ৬১ জন আওস গোত্র এবং ৭০ জন খাজরাজ গোত্রের ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাওহার সাজ সাজ নামক কুপের স্থানে যাত্রা বিরতি করেন।

পথিমধ্যে তিনি জানতে পারলেন কুরাইশরা তাদের কাফেলাকে রক্ষা করার জন্য সুসজ্জিত এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে।

যুদ্ধের জন্য পরামর্শ বৈঠক

পরামর্শ চাইলেন তিনি সঙ্গীদের কাছ থেকে। প্রথমে হযরত আবুবকর রা:

www.pathagar.com

অত:পর হযরত মিকদাদ রা: কথা বললেন। "আল্লাহ আপনাকে যেদিকে চলতে বলেছেন সেদিকে চলুন আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে সুদুর ইয়েমেনেও যান, আমরা আপনার সঙ্গী হয়ে সেখানে যাবো।"

আনসার নেতা সাদ ইবনে মুয়াজ বললেন "সামনে এই সমুদ্রের অথৈই পানিতে পাড়ি দিতে যদি আপনি নামেন আমরাও আপনার সাথে নামবো। আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভর করে আমাদের নিয়ে এগিয়ে চলুন।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশী ও উৎসাহিত হলেন। রাত্রে নিজে একজন সাহাবীকে নিয়ে টহল দিতে বের হলেন।

টহল দেয়ার সময়

এক বৃদ্ধকে পেলেন টহল দেয়ার সময়। বৃদ্ধের কাছে খবর জানতে চাইলে তিনি পরিচয় জানতে চাইলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন খবর বললে পরে পরিচয় দিব। বৃদ্ধ বললেন শুনেছি মুহাম্মদ ও তার সহচররা অমুক দিন যাত্রা শুরু করেছে এটা সত্য হলে তারা আজ অমুক যায়গায় পৌছার কথা। আর কুরাইশরা যেদিন বের হয়েছে তা শুনা যদি সত্য হয় তাহলে আজ অমুক স্থানে তাদের পৌছার কথা। বৃদ্ধটি দু'দলের অবস্থানই সঠিক ভাবে বলেছেন।

অতপর বৃদ্ধটি বললেন এখন বলেন আপনারা কোথেকে এসেছেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন "পানি থেকে"। বৃদ্ধ বললেন পানি থেকে অর্থ কি? ইরাকের পানি থেকে নাকি? অত:পর সাহাবীদের কাছে ফিরে এলেন।

উটের মল পরীক্ষা

আবু সুফিয়ান খুবই সতর্কতার সাথে চলছিল। এক যায়গায় একটা উটের পরিত্যক্ত মল দেখতে পেল। সে উটের মল পরীক্ষা করে দেখল যে তাতে মদীনার খেজুর বীচি রয়েছে। মদিনার বীচি আকারে ছোট। এটা দেখে আবু সুফিয়ান খুব দ্রুত তার কাফেলাকে নিয়ে পশ্চিম দিকে সমুদ্র সৈকত ধরে চলতে শুরু করলো। বদর প্রান্তর যাবার প্রধান সড়ক বাম ধারে পড়ে রইলো।

মক্কা পৌছার খবর শুনে সাধারণ কোরাইশ সৈন্যরা ফেরৎ যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আবু জেহেল বদর প্রান্তরে তিন দিন অপেক্ষা করে সাহসিকতার সুনাম উজ্জল রাখার পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখল। বনু জোহরা গোত্রের আখনাস ইবনে শোরাইক তিনশত সৈন্য সহ আবু জেহেলের কথা উপেক্ষা করে মক্কায়

www.pathagar.com

ফেরৎ গেল। আবু জেহেল এক হাজার লোকসহ বদরে অপেক্ষা করতে লাগল। মুসলিম বাহিনী চিন্তার সাগরে নিমজ্জিত হল। মুসলমানরা দূর্বলতার পরিচয় দিলে ইসলাম সম্পর্কে মানুষেরা খারাপ ধারণা করবে।

দ্বিতীয়তঃ মক্কার শত্রুরা মদীনায় এসে ঘরে ঘরে তল্লাসী করে অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করে দিবে।

মজলিশে শুরার বৈঠক

হযরত আবু বকর রাঃ ও হযরত ওমর রাঃ সুন্দরভাবে উৎসাহ ব্যঞ্জক মতামত ব্যক্ত করলেন। হযরত মিকদাদ রাঃ কুরআন পাকের আয়াত উল্লেখ করে বললেন আমরা মুসা আঃ এর লোকদের মত বলব না "তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও ও যুদ্ধ করো, আমরা এখানে বসে থাকবো না বরং বলব আপনি এবং আপনার রব লড়াই করুন আমরাও আপনার সাথে থেকে লড়াই করবো"। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দোয়া করলেন। মদীনার আনসারগণ সংখ্যাই বেশী ছিলেন। তারাও উৎসাহের সাথে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পক্ষে বক্তব্য দিলেন। মজলিশে শুরায় নিম্নের সাতজন সাহাবী জোরালো বক্তব্য রাখেন।

১. হযরত আবু বকর রাঃ
২. হযরত ওমর রাঃ
৩. হযরত মিকদাদ বিন আমর রাঃ
৪. হযরত সাদ বিন মুআজ রাঃ
৫. হযরত আলী বিন আবু তালিব রাঃ
৬. হযরত যুবাইর বিন আওয়াম রাঃ
৭. হযরত সাদ বিন ওয়াককাস রাঃ

আলোচনা শেষে যুদ্ধ করার ফয়সালা গ্রহণ করা হল।

মুসলমানদের যুদ্ধযাত্রা

যাফরান থেকে যাত্রা শুরু করেন ও পাহাড়ী মোড় কয়েকটা অতিক্রম করে "দিয়াত" নামক জনপদে অবতরণ করেন। হিনান নামক পাহাড়কে ডানে রেখে বদর প্রান্তরে উপস্থিত হন। বদর নামক কুপ অথবা বদর নামক গ্রাম থাকার কারণে এ যুদ্ধকে বদর যুদ্ধ বলা হয়। মদীনা থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে ৮০ মাইল দূরে আরিমা পাহাড়ের পাদদেশে বদর স্থান অবস্থিত। আবার মক্কা থেকে ১২০

www.pathagar.com

মাইল দূরে এ স্থানটি অবস্থিত। দ্বিতীয় হিজরীর ৮ই রমজান কুরাইশ কাফেররা যুদ্ধের জন্য বদর অভিমুখে যাত্রা করেছিল। দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমজান ও ইংরেজী মার্চ ৬২৪ সালে জুমআর দিনে বাদ জুমআ বদর যুদ্ধ শুরু হয়। ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাকের বক্তব্য অনুযায়ী ১৩ই মার্চ ৬২৪ সালে সকাল বেলা (১৭ই রমজান ২ হিজরী) যুদ্ধ শুরু হয়।

যুদ্ধ শুরু হবার আগেই কাফেরদের তীরে দু'জন সাহাবী শহীদ হন। তারা হলেন হযরত মাহজাহ ইবনে সালেহ রা: এবং হযরত হারিস বিন সুরাকা রা:।

প্রথমে দ্বন্ধ যুদ্ধ

সাধারণ যুদ্ধ শুরু হবার আগে দ্বন্ধ যুদ্ধ শুরু হয়। কোরায়েশ কাফেরদের তিনজন এগিয়ে এসে মদীনার আনসারদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইল না। তারা মক্কার আপন লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইলেন। মুকাবিলা হল নিম্নের ছক অনুযায়ীঃ-

১. হযরত হামজা রা: এর সাথে শাইবার
২. হযরত উবায়দা বিন হারিস এর সাথে উৎবা বিন রাবীআর
৩. হযরত আলী বিন আবু তালেব রা: এর সাথে ওয়ালীদ বিন উৎবা

শাইবা ও উৎবা দু'জন মুসলিম বীরের হাতে দ্বিখন্ডিত হয়ে জাহান্নামে চলে গেল।

হযরত উবায়দা বিন হারিস রা: এর পা উৎবার আঘাতে দ্বিখন্ডিত হয়েছিল। হযরত উবায়দা রা: বয়সে সবচেয়ে বৃদ্ধ ছিলেন এবং খন্ডিত পা নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে শহীদ হবার আকাংখা করলেন। যুদ্ধের ৫ম দিনে তিনি ইন্তেকাল করলে স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কবরে নেমে তাকে দাফন করেন।

যুদ্ধ পূর্ব দোয়া

যুদ্ধের শুরুতে দোয়া করেছিলেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "হে আল্লাহ আজ যদি তোমার এই মুষ্টিমেয় গোলাম মুসলমানগণ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তোমার এবাদাত করার জন্য আর কেউ থাকবে না।

জনবল ও অস্ত্রবলের তুলনা

সৈন্য সংখ্যা মুসলমানদের ছিল ৩১৩ জন। মুসলমান ও কাফেরদের জনবল ও অস্ত্র বল এখানে দেয়া হল ঃ

www.pathagar.com

বিবরণ	কাফের	মুসলমান
সৈন্যসংখ্যা	১০০০ জন	৩১৩ জন
উষ্ট্রারোহী	৭০০ জন	৭০ জন
অশ্বারোহী	১০০ জন	৩ জন
বর্মধারী	৬০০ জন	৬০ জন

কাফেরদের খাওয়ার জন্য প্রতিদিন ৯/১০ টি করে উট জবাই করত। যা থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমান করেন যে তাদের সংখ্যা হবে নয়শো থেকে হাজারের মধ্যে।

মুসলমানদের ঘোড়াগুলোর নাম ছিল:

সাবাল- মারছাদ বিল আবু মারছাদ গানামী রা: এর ঘোড়া

বাযাজা- মিকদাদ বিন আসওয়াদ রা: এর ঘোড়া

ইয়াসুব- জুবাইর বিন আওয়াম রা: এর ঘোড়া

আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি

মুসলমান বাহিনী ছিল তুলনামূলক একটু উঁচুতে আর কাফের বাহিনী ছিল তুলনামূলক নীচু স্থানে। আল্লাহর ইচ্ছায় যুদ্ধের রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়ায় মুসলমানদের উচু বালুকাময় স্থান ভাল ভাবে শক্ত হয়ে চলাচলের উপযোগী হল। অপরদিকে কাফেরদের নীচু এলাকায় পানি জমে কর্দমাক্ত হওয়ায় চলাচলের অনুপযোগী হল। মুসলমানগণ যে কুপের কাছে শিবির স্থাপন করেন সেখানে একটি চৌবাচ্চা বা জলাশয় তৈরী করে পানি ভর্তি করে রাখেন এবং অবশিষ্ট কুপগুলো বন্ধ করে দেন যাতে কাফেররা পানি না পায়।

যুদ্ধ ক্ষেত্রের একটি উচ্চ টিলার উপর একটি তাবু নির্মাণ করে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাখা হয়। হযরত সাদ বিন মুয়াজ রা: এর নেতৃত্বে আনসারী যুবকদের একটি বাহিনীকে নিরাপত্তার দায়িত্বে রাখা হয়।

পাহারাদার ছিলেন যারা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর খেদ্‌মতে সর্বদা ন'জন সাহাবা সিকিউরিটির দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা হলেন-

www.pathagar.com

১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:)
২. হযরত সা'আদ-বিন-মু'আজ (রা:)
৩. হযরত যুবাইর-বিন-আওয়াম (রা:)
৪. হযরত আবু আইউব আনসারী (রা:)
৫. হযরত ইরাদ-বিন-বশীর (রা:)
৬. হযরত বিলাল (রা:)
৭. হযরত ইবনে সারা (রা:)
৮. হযরত মুহাম্মদ বিন মুসলিমা (রা:)
৯. হযরত যাকওয়ান বিন আব্দুল্লাহ (রা:)

যুদ্ধের কৌশল

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করার পর নিজহাতে সৈন্যদের সারি সমান করে দেন ও দু'টি নির্দেশ দেন :

১. শত্রু যখন বেশী সংখ্যক নিকটে এসে যাবে তার পর তীর চালাবে (অযথা তীর নষ্ট করবে না)।

২. যতক্ষণ তারা তোমার উপর ছেয়ে না যাবে ততক্ষণ তলোয়ার বের করবে না। (সহীহ বুখারী)

আবু জেহেলের দোয়া

"হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যে দলটি আত্মীয়তার বন্ধন বেশী ছিন্নকারী আজ তুমি তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দাও।"

"হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যে দল তোমার নিকট বেশী প্রিয় ও পছন্দনীয় আজ তুমি ঐ দলকে সাহায্য কর।"

আল্লাহ তায়ালা ঠিকমতই আবু জেহেলের দোয়া কবুল করেছেন।

কাফের সন্ত্রাসী নিহত

সর্বপ্রথমে কাফেরদের এক গুন্ডা ও সন্ত্রাসী প্রকৃতির ব্যক্তি আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ মাখযুমী নিহত হয়।

সে প্রথমে বের হয়ে প্রতিজ্ঞা করে বলল আমি অবশ্যই মুসলমানদের হাউজ থেকে

www.pathagar.com

পানি পান করব। হযরত হামজা (রা:) তরবারী বের করে তার পায়ে আঘাত করলে সে মাটিতে পড়ে যায়। অত:পর হামাগুড়ী দিয়ে হাউজের সীমানায় পড়ে যায় এবং তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। হযরত হামজা রাঃ তাকে সেখানেই হত্যা করেন।

মুষ্ঠি বালু নিক্ষেপ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করার পরে একমুষ্ঠি পাহাড়ের বালু হাতে নিয়ে শাহহাতিল উজুহু (চেহারাগুলো বিকৃত হোক) বলে কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করেন। ফলে সকল কাফেরের চোখে বালুর কণা প্রবেশ করে ও দূর্বল হয়ে যায়। অত:পর সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন জোর হামলা চালাও। অল্প সময়ের মধ্যেই কুরাইশদের চরম পরাজয় হয় এবং কুরাইশদের বড় বড় নেতাদের অনেকেই নিহত ও বন্দী হয়।

কঠিন পরীক্ষা

পিতা হামলা করে ছেলেকে- হযরত আবুবকর (রা:) আঘাত করেন তার ছেলে মুহাম্মদকে।

ছেলে হামলা করে পিতাকে- হযরত হুযায়ফা (রা:) আঘাত করেন তার পিতা উৎবাকে।

ভাগ্নে হামলা করে মামাকে- হযরত ওমর (রা:) আঘাত করেন তার মামা ইবনে হিশামকে।

আল্লাহর পথে যারা লড়াই করে তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের নির্দেশকে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে বড় মনে করেন তা যদি তাঁর একান্ত প্রিয় ও কাছের জনের বিরুদ্ধেও হয়। সুরা তওবা ২৩ নম্বর আয়াতে ঈমানের চেয়ে কুফরকে যারা বেশী ভালবাসে তাদেরকে কল্যাণকামী ওয়ালী হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

لَا تَتَّخِذُوْا اٰبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الاِيْمَانِ -

"তোমরা তোমাদের বাপ দাদাকে ওয়ালী হিসেবে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানের চেয়ে কুফরীকে বেশী ভালবাসে।" (তওবা -১৩)

www.pathagar.com

ওয়াদা পূরণের দৃষ্টান্ত

যুদ্ধ চলাকালীন দু'জন সাহাবী হযরত হুযাইফা (রা:) এবং হযরত আবু হাসান (রা:) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে হাজির হন। পথে কাফেরদের বাধার সময় তারা দু'জনেই মুসলমানদের সাহায্যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার অঙ্গীকার করেন। একথা জানতে পেরে আল্লাহর নবী তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখে বললেন "আমরা সর্বদা অঙ্গীকার পূরণ করব। আল্লাহর সাহায্যই আমাদের জন্য যথেষ্ট।" (বুখারী মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালা বদর যুদ্ধে ৫০০০ ফিরিশতা দিয়ে মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলেন। পাগড়ী হল আরবদের তাজ। বদর যুদ্ধের দিন ফিরিশতাগণ সাদা পাগড়ী পরিহিত ছিলেন, যা তারা তাদের পিঠের দিকে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। তবে জিবরাইল (আ:) এর পাগড়ী হলুদ রং এর ছিল।

খেজুর ডাল হল তরবারী

হযরত উকাশা বিন মিহসান বিন হারসান সাহাবী যুদ্ধ করতে করতে তার তরবারী ভেংগে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে একটা গাছের শুকনা ডাল অথবা শিকড় দিয়ে বললেন। যাও, এটি নিয়ে যুদ্ধ কর। পরবর্তীতে এটি একটি ধারালো তরবারীতে পরিনত হল। তিনি সেই তরবারী দিয়ে বিজয় হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালালেন। তরবারীটির নাম ছিল আল আওন (সাহায্য)। হযরত আবু বকর (রা:) এর আমলে মুরতাদদের বিরুদ্ধে এ তরবারীটি ব্যবহৃত হয়।

আবু জেহেলের হত্যাকারী

আবু জেহেল এর হত্যাকারী বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী চারজন পর্যন্ত পাওয়া যায়:

১) মুআজ বিন আফরা ২) মুআওবিজ বিন আফরা ৩) মুআজ বিন আমর বিন জামুহ এবং ৪) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:)। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জেহেলের জিনিসপত্র গুলো হযরত মাআজ বিন আমর বিন জামুহকে দিয়েছিলেন। কেননা রক্ত প্রবাহিতকরণ কাজটি তার দ্বারাই হয়েছিল। আবু জেহেলের তরবারীটি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) কে দেয়া হয়েছিল। কারণ তিনি আবু জেহেলের মাথাকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনেছিলেন। (শহীহ বুখারী ও মিশকাত অবলম্বনে)।

www.pathagar.com

যুদ্ধে হতাহত এর সংখ্যা

কাফেরদের ৭০ জন সৈন্য নিহত ও ৭০ জন সৈন্য বন্দী হয়েছিল। নিহতদের মধ্যে বনু আব্দ সামস গোত্রের ১২ জন। বনু নওফাল এর ২ জন। বনু আসাদ এর ৫ জন বনু আব্দুদ্দার গোত্রের ২ জন বনু তাইম বিন মুররা গোত্রের ২জন, বনু মাখযুম গোত্রের ১৭ জন বনু সাহম গোত্রের ৫ জন বনু জুমাহ গোত্রের ৩ জন, বনু আমির গোত্রের ২ জন এবং বাকী ২০ জনের গোত্র জানা যায়নি।

মুসলমানদের মধ্যে শহীদ হলেন যারা

বদর যুদ্ধে ১৪ জন শহীদ হন। এদের মধ্যে মুহাজিরদের সংখ্যা ৬ জন, আনসারদের সংখ্যা ৮ জন।

১) হযরত ওমর (রা:) এর গোলাম মিহযা (প্রথম শহীদ তীর লেগে)
২) উবাইদা বিন হারিস
৩) উমাইর বিন আবু ওয়াককাস
৪) যুশশীমালাইন বিন আবদ আমর
৫) আকিল বিন বুকাইর
৬) সাফওয়ান বিন বাইযা
৭) সাদ বিন খায়সামা
৮) মুবাশ্বির আব্দুল মুনজির বিন যাম্বার
৯) ইয়াযীদ বিন হারিস ওরফে ইবনে ফুসাহুম
১০) উমাইর বিন হুমাম (যিনি হাতের খেজুর ফেলে দিয়ে দ্রুত শহীদ হন ও জান্নাতে প্রবেশ করেন।)
১১) রাফি বিন মু'আল্লা
১২) হারিসা বিন সুরাকা
১৩) আউফ
১৪) মুয়াও বিজ।

মেজ চাচা ও জামাতা বন্দী

দ্বিতীয় হিজরীর ২৫শে রমজান ২১শে মার্চ ৬২৪ সালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ীর বেশে মদীনায় প্রবেশ করেন। এ সময় দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করেন এবং এ সময়েই আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার দলবল ইসলামে প্রবেশ করে।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং জামাতা আবুল আস অন্তর্ভূক্ত ছিল।

আবু জেহেল ও আবু লাহাব

বদরের যুদ্ধে বড় বড় মুশরিক নেতা নিহত হয়। তার মধ্যে আবু জেহেল, উমাইয়া বিন খালফ, উৎবা, শায়বা উল্লেখযোগ্য।

বুখারী শরীফে আব্দুর রহমান বিন আউফ রাঃ এর বর্ণনামতে দু'জন বালক (মুআজ ও মুয়াওবিজ) আবু জেহেলকে খতম করার জন্য যখন তাকে চিনিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন তখন তিনি তাকে দেখিয়ে দেন। বালক দু'টি দৌড়ে গিয়ে আবু জেহেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পায়ে আঘাত করে দ্বিখন্ডিত করে দেয়। সে মাটিতে পড়ে যায়। পরে মারা যায়।

ইসলামের আর এক দুষমন আবু লাহাব মারা যায় ফুসকুড়ি (Malignant Pustule) নামক কঠিন রোগে এবং তা বদর যুদ্ধের সাতদিন পরে। আবু লাহাব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচা হিসেবে ভাতিজার প্রতি দায়িত্ব পালন না করে উল্টো তাকে হত্যা করার কাজে জড়িত হয় এবং এধরনের জঘন্য রোগে মারা যায়।

এই রোগকে আরবরা এতই ঘৃনা ও ভয় করতো যে আবু লাহাবের মৃত্যুর তিনদিন পরও লাশের কাছে কেউ যায় নি। এমনকি তার আত্মীয় ছেলে মেয়েরাও যায় নি। ভয়ানক দুর্গন্ধের এই লাশকে না সরালে জনগণ তাদেরকে তিরস্কার করবে ভয়ে লোক ভাড়া করল। ভাড়াটিয়া লোকেরা লম্বা কাঠ দ্বারা তার লাশকে একটা গর্তে ঠেলে ফেলে দিল এবং দুর থেকে পাথর নিক্ষেপ করে গর্ত বন্ধ করে দিল। ইসলামের বড় বড় দুষমনদের এরকম মৃত্যুই হয়ে থাকে। ইসলামের দুষমনী করা থেকে বিরত থাকার জন্য চিরন্তন হুশিয়ারী উচ্চারন করে আল্লাহ সুরা লাহাব নাজিল করেছেন।

আবু জেহেলের হত্যার ঘটনা

কুরাইশ নেতা খোদাদ্রোহী আবু জেহেলের হত্যাকান্ডের ঘটনা বুখারী শরীফে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি তীর নিক্ষেপ করছি। এমতাবস্থায়, দু'টি বালক (মু'আজ ও মুয়াওবিজ) আমার পার্শ্বে এসে বললো, চাচা! আবূ জেহেলকে চিনেন? কোথায় সে আমাদের দেখিয়ে দিন। আমরা তাকে হত্যা করব। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বড় দুশমন। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বললেন, এতক্ষন আমি সাহস হারা ছিলাম, কিন্তু বালক দু'টির কথায় আমার সাহস বহুগুণে বৃদ্ধি পেল।

অতঃপর আমি আবূ জেহেলকে দেখিয়ে দিলাম। সে তখন লোকজনদের মাঝে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছিল। বালক দু'টি দৌড়ে গিয়ে আবূ জেহেলের পায়ে আঘাত করল। এতে তার পা দ্বিখন্ডিত হয়ে খুলে পড়ে গেল। ফলে তৎক্ষণাৎ সে মাটিতে পড়ে গেল। এমন সময় মু'আজ বিন আমর বিন জুমুহ্ তরবারী দিয়ে একের পর এক আঘাত করতে থাকেন। এ সময় আবূ জেহেলের ছেলে ইকরামা পিছন থেকে মুআযের কাঁধে তরবারীর আঘাত করে তাঁর হাত কেটে ফেললো। হাতখানা কেবল চমড়ার সাথে ঝুলছিল। এতে তাঁর যুদ্ধ করতে অসুবিধা হচ্ছিল। অগত্যা ঝুলন্ত হাতখানা পা দিয়ে চেপে ধরে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন।

এরপর আবূ জেহেলের নিকট পৌছে যান। মুয়াওবিজ-বিন আফরা তিনি তাকে এত জোরে আঘাত করেন যে, যার ফলে সে সেখানেই স্তুপে পরিণত হয়ে যায়। সেই সময় শুধু তার শ্বাস -প্রশ্বাসটুকু অবশিষ্ট ছিল। মুয়াওবিজ বিন আফরা শহীদ হয়ে যান ।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধ শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুজাহিদদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে আবূ জেহেলের খোঁজ খবর আনতে পারবে?

আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি পারব। তৎক্ষণাৎ তিনি চলে গেলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন যে, আবূ জেহেলকে মু'আজ এবং মু'আওবিজ এমন ভাবে আঘাত করেছে যে সে মাটিতে পড়ে মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ তাঁর গ্রীবার ওপর পা রেখে মাথা কেটে নেয়ার জন্য দাঁড়ী ধরে বললেন, তুমি কি আবূ জেহেল? ইসলামের ক্ষতি সাধনের কারণে আজ তোমাকে জীবন দিতে হচ্ছে। কোথায় তোমার প্রতিমাগুলো? আবূ জেহেল উত্তরে অহংকার করে বলল, তোমরা যাকে হত্যা করলে তার চেয়ে সম্মানিত কোন লোক আছে কি? কথপোকথনের পর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ তার মাথা কেটে রাসুল

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে নিয়ে আসেন। অতঃপর বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা আবূ জেহেলের মাথা" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) কে বলেন, "চলো আমাকে তার মৃত দেহ দেখাও।" তখন তিনি তাঁকে নিয়ে গিয়ে তার মৃত দেহ দেখালেন। তিনি বললেন, "ঐ ব্যক্তি এই উম্মতের ফিরাউন।"

আবু জেহেলের হত্যাকারীর নাম সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- আল্লামা কিরমানী ও নব্বী বললেন যে, আবু জেহেলের হত্যাকারী মোট তিনজন।

(ক) মুয়াওবিজ বিন আফরা যার অপর নাম মুয়াওবিজ বিন হারিস।

(খ) মু'আজ-বিন আফরা যার নাম মু'আজ বিন আমার জুমুহ।

উভয়ের মা হচ্ছেন আফরা; পিতা ভিন্ন ভিন্ন। মুওয়াবিজ এর পিতা হচ্ছেন হারিস বিন রিফা'আ-বিন সাওয়াদ। যেহেতু মা এক সেহেতু এক সাথে আফরার দু'পুত্র বলা হয়। তারা উভয়ে বৈপিত্রেয় ভাই। অর্থাৎ মা এক; পিতা দুই।

(গ) তৃতীয় জন হচ্ছেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) যিনি মাথা কর্তন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে নিয়ে আসেন।

কারো কারো মতে মোট হত্যাকারী চারজন ঃ

(ক) মু'আজ বিন আফরা;(খ) মুওয়াবিজ বিন-আফরা; (গ) মু'আজ বিন আমর বিন জুমুহ; (ঘ) আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ।

* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু জেহেলের সলব অর্থাৎ জিনিসপত্রগুলো হযরত মা'আজ বিন আমর বিন জুমুহকে দিয়েছেন। কেননা রক্ত প্রবাহিত করণ, তার দ্বারাই হয়েছে। আর আবু জেহেলের তরবারী হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-কে দেয়া হয়েছিল। কারণ সেই তার মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। (সহীহ বুখারী, ১//৪৪৪পৃ; মিশকাত, ২//৩৫পৃ; ইবনে হিশাম, ১ম খঃ ৬৩৫পৃ; সুনানে আবু দাউদ বাবু মান আজাযা আলা জারীহিল, ২য় খঃ ৩৭৩ পৃ;)

যুদ্ধবন্দী সমাচার

কাফের যুদ্ধবন্দীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন। যুদ্ধবন্দীদের অনেকেই অর্থের বিনিময়ে মুক্তি পান। হযরত উমার রাঃ বন্দীদের সকলকে চূর্ন করতে

www.pathagar.com

চেয়েছিলেন। যাতে তাদের ক্ষতি থেকে ইসলাম ও মুসলমানগণ রক্ষা পেয়ে যায়। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত উমরের প্রস্তাব ভাল ছিল বলে পরে জানিয়ে দেন।

যয়নব আবুল আসের মুক্তিপনের জন্য কিছু টাকা ও তার মা হযরত খাদীজা (রাঃ) প্রদত্ত হারটি পাঠিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তা দেখে সাহাবাদের বললেন" তোমরা যদি ভাল মনে কর তবে যয়নবের পাঠানো মুক্তিপন ফেরত দিয়ে তার বন্দীকে মুক্ত করে দিতে পার। সাহাবীগণ তাকে মুক্তি দিলেন এবং মুক্তিপন বাবদ পাঠানো টাকা ও হার ফেরৎ দিলেন।

পরবর্তীতে আবুল আ'স এক আক্রমণের শিকার হলে তার জিনিস পত্র লুণ্ঠিত হয়। সেনাদলের লোকেরা পরে জানতে পারায় তার মশক এমনকি বালতি সহ ছোট খাট সকল জিনিস ফিরিয়ে দেয়া হয়। মুসলমানদের মহৎ লোকের মত ন্যায় আচরন ও আমানতদারী দেখে আবুল আ'স কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়।

বদর ও উহুদ যুদ্ধের মাঝে

দু'টি ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাঝখানে ছোট ছোট অভিযান পরিচালিত হয় ও যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেগুলোর নাম নিম্নে দেওয়া হল ঃ

(১) বনু সুলাইন অভিযান ঃ

বদর যুদ্ধের পর মদিনায় সাতদিন অবস্থানের পর কাদর নামক স্থানে একটি জলাশয় দখল করে তিন দিন অবস্থানের পর মদিনায় ফিরে যান।

(২) সাওয়ীক অভিযান ঃ

আবু সুফিয়ান হজ্জের সময় হজ্জ বাদ দিয়েই যুদ্ধের অভিযানে এসেছিল। কারণ সে বদরের কলংক নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ না নিয়ে স্ত্রীর সাথে মিলনজনিত গোসলের পানি মাথায় লাগাবে না।

দু'শত ঘোড় সওয়ার নিয়ে রওয়ানা হয়ে পথিমধ্যে আসসার ও তার মিত্রকে হত্যা করে পালিয়ে গেল। মুসলমানগণ "কারকারাতুল কদর" নামক স্থানে এসে আবু সুফিয়ানের দলবলের হদিস না পেয়ে ফিরে যান। বিনা যুদ্ধে ফিরে গেলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এটাকে জিহাদ বলেই গণ্য করেছেন।

(৩) যু আমার অভিযান ঃ

সাওয়ীক অভিযানের পর পুরো যিলহজ্জ মাস মদিনায় অবস্থান করেন। নাজদের

www.pathagar.com

গাতফান গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। কোন বাধা ছাড়াই মদিনায় ফিরে যান। এ অভিযান যু আমার অভিযান নামে পরিচিত।

(৪) বাহরানের ফুর অভিযান ঃ

হিজাজ অতিক্রম করে ফুর অঞ্চল হয়ে বাহরান পৌছেন। পরে নিরাপদে মদীনায় ফিরে যান। এ অভিযান বাহরানের ফুর অভিযান নামে পরিচিত।

(৫) বনু কায়নুকার যুদ্ধ ঃ

একজন ইহুদী স্বর্ণকার একজন আরব মহিলাকে উলংগ করে ফেললে বাজারে লোকেরা তা দেখে হো হো করে হেসে উঠে। একজন মুসলমান রাগ থামাতে না পেরে ইহুদী স্বর্ণকারকে হত্যা করে। ইহুদীরাও উক্ত মুসলমানকে হত্যা করে ফেলে। ফলে যুদ্ধ বেধে যায়। মুসলমানরা ইহুদীদেরকে অবরোধ করে অনুকূলশর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন।

(৬) কাবাদা অভিযান ঃ

কাবাদা নাজদের একটি জলাশয়। বদরের পরে কুরাইশরা সিরিয়ার পথ বিপজনক মনে করে ছেড়ে দেয় এবং ইরাকের পথ ধরে যাতায়াত করে। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বিপুল সম্পদ রৌপ্য বহন করে সিরিয়া অভিমূখে তারা যাচ্ছিল। যায়েদ ইবনে হারেসার নেতৃত্বে একটি বাহিনী কাফেলাকে ধরে ফেলে। কাফিলার লোকজন প্রাণভয়ে পালিয়ে যায় এবং যায়েদ পূরো কাফেলাকে নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট হাজির হন।

ইহুদী পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযান

কা'ব বিন আশরাফ ছিল ইহুদীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি যে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করত। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিতো এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে বেড়াত। তাই গোত্রের শাখা বনু নাবহানের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। আর তার মাতা বনু নযীর গোত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিল। সে ছিল বড় ধনী ও পুঁজিপতি। আরবে তার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ছিল। সে একজন খ্যাতনামা কবিও ছিল। আর তার দূর্গটি মদীনার দক্ষিণে বনু নযীর গোত্রের আবাদী ভূমির পিছনে অবস্থিত ছিল।

বদর যুদ্ধের পর কা'ব নিজ দূর্গ হতে অশ্বে আরোহন পূর্বক মুত্তালিব বিন আবু দু'আ সাহমীর আতিথ্য গ্রহণ করে মক্কায় গিয়ে নিহত কুরাইশ সর্দারের সম্বন্ধে

www.pathagar.com

অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় মর্সিয়া গেয়ে কুরাইশদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে উত্তেজিত করতে লাগল। তারপর সে মদীনায় এসে সাহাবায়ে কিরামের স্ত্রীদের ব্যাপারে বাজে কবিতা বলতে লাগল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে নানা প্রকার কুৎসাপূর্ণ কবিতা রচনা করতে ও গেয়ে বেড়াতে লাগল। তার এ বিদ্রোহাচরণ কার্যকলাপ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিষ্ঠ হয়ে বলেন, "কে এমন আছে যে, কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করতে পারে? সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিয়েছে এবং দিচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশ্নের জবাবে সর্বমোট ৫ (পাঁচ) জন সাহাবী তাঁর খিদমতে এগিয়ে আসেন। তাঁরা হলেনঃ- (১) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ) (২) হযরত আব্বাদ বিন বশীর (রাঃ) (৩) হযরত আবু নায়েলাহ/সেলকান (রাঃ) যিনি ছিলেন কা'ব বিন আশরাফের দুধ ভাই (৪) হযরত হারিস বিন আউস (রাঃ) এবং (৫) হযরত আবূ আবস বিন জাবর (রাঃ) (আর রাহীকুল মাখতূম, ২য় খ. ৪২৮ পৃঃ)

এই সংক্ষিপ্ত বাহিনীর নেতা ছিলেন হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ)।

* রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বললেন, "কাব বিন আশরাফকে কে হত্যা করতে পারবে? সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিয়েছে।" তখন সাহাবীদের মধ্য হতে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ) উঠে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি প্রস্তুত আছি। আমি তাকে হত্যা করবো এটা কি আপনি চান?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন, হ্যা"। তিনি তখন বললেন, "তাহলে আপনি আমাকে অস্বাভাবিক কিছু বলার অনুমতি দিচ্ছেন কি?" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, তুমি বলতে পার"।

এরপর মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ) কা'ব বিন আশরাফের নিকট গমন করলেন এবং তাকে বললেন, "এই ব্যক্তি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাছে সাদকাহ চাচ্ছে এবং প্রকৃত কথা এই যে, সে আমাদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। একথা শুনে কা'ব বলল, "আল্লাহর কসম! তোমাদের আরও বহু দুর্ভোগ পোহাতে হবে।"

www.pathagar.com

মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ) বললেন, "আমরা যখন তার অনুসারী হয়েই গেছি তখন হঠাৎ করে এখন তার সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত মনে করছি না। পরিণামে কি হয় দেখাই যাক। আচ্ছা, আমি আপনার কাছে এক অসাক বা দু'অসাক (এক অসাক- ১৫০ কেজি) খাদ্য-শস্যের আবেদন করছি।" কা'ব বলল, "আমার কাছে কিছু বন্ধক রাখো।"

মুহাম্মদ-বিন মাসলামা (রাঃ) বললেন, "আপনি কি জিনিস বন্ধক রাখা পছন্দ করেন?" কা'ব উত্তর দিলো, "তোমাদের নারীদের আমার নিকট বন্ধক রাখো।" মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ) বললেন, "আপনি আরবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদর্শন পুরুষ, সুতরাং আমরা আমাদের নারীদেরকে কিরূপে আপনার নিকট বন্ধক রাখতে পারি?" সে বলল, "তাহলে তোমাদের পুত্রদেরকে বন্ধক রাখো।" মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ) বললেন, "আমরা আমাদের পুত্রদেরকে কি করে বন্ধক রাখতে পারি? এরূপ করলে তাদেরকে গালি দেয়া হবে যে, এক অসাক বা দু'অসাকের খাদ্যের বিনিময়ে তাদেরকে বন্ধক রাখা হয়েছিল। এটা আমাদের জন্যে খুবই লজ্জার কথা হবে। আমরা অবশ্য আপনার কাছে অস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি।"

এরপর দু'জনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ) অস্ত্র নিয়ে তার কাছে আসবেন। এদিকে আবু নায়েলা (রাঃ)ও অগ্রসর হলেন অর্থাৎ কা'ব বিন আশরাফের কাছে আসলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন দিকের কবিতা শোনা ও শোনানোর কাজ চললো। অতঃপর আবু নায়েলা (রাঃ) বললেন, "ভাই ইবনে আশরাফ! আমি এক প্রয়োজনে এসেছি। এটা আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি এই শর্তে যে, আপনি কারো কাছে এটা প্রকাশ করবেন না!" কা'ব বলল, "ঠিক আছে, আমি তাই করবো।"

আবু নায়েলা (রাঃ) বললেন, "এই ব্যক্তির (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) আগমন তো আমাদের জন্যে পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোটা আরব আমাদের শত্রু হয়ে গেছে। আমাদের পথ ঘাট বন্ধ হয়ে গেছে, পরিবার পরিজন ধ্বংস হতে চলেছে। সন্তান সন্ততির কষ্টে আমরা চৌচির হচ্ছি।" এরপর তিনি ঐ ধরনেরই কিছু আলাপ আলোচনা করলেন। যেমন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রাঃ) করেছিলেন। কথোপকথনের সময় আবু নায়েলা (রাঃ) একথাও বলেছিলেন, "আমার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব রয়েছে যাদের চিন্তাধারা ঠিক আমারই মত। আমি তাদেরকেও আপনার কাছে নিয়ে আসতে চাচ্ছি। আপনি তাদের হাতেও কিছু বিক্রি করুন এবং তাদের ওপর অনুগ্রহ করুন।

www.pathagar.com

হিজরী তৃতীয় সনের রবিউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখে চাঁদনী রাতে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা:) তার ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট একত্রিত হন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা:) এর বাহিনীটিকে অনুসরণ করে "বাকীউলগারকাদ" নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললেন "আল্লাহর নাম নিয়ে যাও। বিসমিল্লাহ! হে আল্লাহ! এদেরকে সাহায্য করুণ।" অত:পর তিনি নিজ বাড়ীতে ফিরে আসেন। তারপর বাড়ীতে তিনি নামাজও মোনাজাতে মগ্ন হয়ে পড়েন।

* এদিকে বাহিনী কা'ব বিন আশরাফের দুর্গের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার পর আবু নায়েলা (রা:) উচ্চস্বরে ডাক দেন। ডাক শুনে কা'ব তাদের নিকট আসার জন্যে উঠলে তার স্ত্রী, যে ছিল নববধূ তাকে বলল, "এ সময় কোথায় যাচ্ছেন? আমি এমন শব্দ শুনতে পাচ্ছি যে, যেন তা হতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে।"

স্ত্রীর এ কথা শুনে কা'ব বলল, "এটা তো আমার ভাই মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং দুধ ভাই আবু নায়েলাহ। সম্ভ্রান্ত লোককে যদি তরবারী যুদ্ধের দিকে আহবান করা হয় তবে সে ডাকেও সে সাড়া দেবে।" এরপর সে বাইরে আসল। তার দেহ থেকে সুগন্ধি ছুটছিল এবং তার মাথায় খোশবুর ঢেউ খেলছিল। সে স্বভাবতই সৌখিন ও বিলাস প্রিয় ছিল। তদুপরি তার বাসভবনে সেই দিন ছিল বিবাহ উৎসব। কাজেই অপরাপর দিন অপেক্ষা সে সেই দিন অধিক আতর ব্যবহার করেছিল।

আবু নায়েলাহ (রা:) তাঁর সঙ্গীদেরকে বলে রেখেছিলেন, "যখন সে আসবে তখন আমি তার চুল ধরে শুকবো। যখন তোমরা দেখবে যে, আমি তার মাথা ধরে তাকে ক্ষমতার মধ্যে পেয়ে গেছি তখন ঐ সুযোগে তোমরা তাকে হত্যা করবে।"

সুতরাং যখন কা'ব আসলো তখন দীর্ঘক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা ও গল্প গুজব চললো। তারপর আবু নায়েলাহ (রা:) বললেন, "ইবনে আশরাফ! কি মধুর জ্যোৎস্না রাত্রি। ঐ যে নির্জন পাহাড়। চলুন অজুয গিয়ে রাত্রির বাকী অংশটুকু মধুর গল্প গুজবে কাটিয়ে দি।" সানন্দে সে বলল, "তোমাদের ইচ্ছা হলে চলো।" অত:পর তাদের সাথে সে চললো।

পথিমধ্যে আবু নায়েলা (রা:) বললেন, "আজকের মত এমন উত্তম সুগন্ধির সাথে আমার পরিচয় নেই।" একথা শুনে কাবের বক্ষ গর্বে ফুলে উঠলো। সে বললো, "আমার পাশে আরবের সর্বাপেক্ষা অধিক সুগন্ধি ব্যবহার কারিণী মহিলা রয়েছে।" আবু নায়েলাহ (রা:) বললেন, "আপনার মাথাটা একটু শুকবো। অনুমতি আছে কি? সে উত্তরে বললো, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। আবু নায়েলাহ (রা:) তখন কাবের মাথায় হাত রাখলেন। অত:পর তিনি নিজেও তার মাথা শুকলেন এবং

www.pathagar.com

সঙ্গীদেরকেও শুকালেন। কিছুদূর যাওয়ার পর আবু নায়েলাহ (রা:) বললেন, "ভাই আর একবার শুকতে পারি কি? "কা'ব উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। কোন আপত্তি নেই!" আবু নায়েলাহ (রা:) আবার শুকলেন। আরও কিছু দূর চলার পর আবু নায়েলাহ (রা:) পুনরায় বললেন, "ভাই আর একবার শুকবো কি?" এবারও কা'ব উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, শুকতে পার।" চলার পথে আবু নায়েলাহ (রা:) এরূপে আরও একবার তার মাথার ঘ্রাণ নিলেন। চতুর্থ বারের সময় আবু নায়েলাহ (রা:) তার মাথায় হাত রেখে দীর্ঘ কেশ গুচ্ছ শক্ত করে ধরে নিলেন এবং সঙ্গীদেরকে বললেন, "আল্লাহর এ দুশমনকে হত্যা করে ফেল!" ইতিমধ্যেই তার ওপর কয়েকটি তরবারী পতিত হলো, কিন্তু কাজ হলো না। এ দেখে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা:) নিজের কোদাল ব্যবহার করে তার দুনিয়ার স্বাদ চিরতরে মিটিয়ে দিলেন। আক্রমণের সময় সে এতো জোরে চিৎকার করেছিল যে, চতুর্দিকে তার চিৎকারের শব্দ পৌঁছে গিয়ে ছিল এবং এমন কোন দুর্গ বাকী ছিলনা যেখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়নি। কিন্তু ওটা মুসলমানদের ক্ষতির কোন কারণ হয়নি।

* কা'বকে আক্রমণ করার সময় হযরত হারিস বিন আউস (রা:)-এর শরীরে জনৈক সাহাবীর তরবারীর কোনার আঘাত লেগেছিল। ফলে তিনি আহত হয়েছিলেন এবং তাঁর দেহ হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। কা'বকে হত্যা করে ফেরার সময় যখন এ ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী হররায়ে আরীয নামক স্থানে পৌঁছেন তখন দেখেন যে, হারিস (রা:) অনুপস্থিত রয়েছেন। সুতরাং তারা সেখানে থেমে যান। অল্পক্ষণ পরে হযরত হারিস (রা:) ও সঙ্গীদের পদচিহ্ন ধরে তথায় পৌঁছে যান। সেখান থেকে তারা তাকে উঠিয়ে নেন এবং বাকীউল গারকাদে পৌঁছে এমন জোরে তাকবীর ধ্বনি দেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনতে পান। তিনি বুঝে নেন যে, কা'ব নিহত হয়েছে। সুতরাং তিনিও আল্লাহর তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। অত:পর যখন এ মুসলিম বাহিনী তাঁর খিদমতে উপস্থিত হন তখন তিনি বলেন, "আফলাহাতিল উজূহু" অর্থাৎ এ চেহারাগুলো সফল থাকুক। তখন তারা বললেন, "অজহুকা ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার চেহারাও সফলতা লাভ করুক। আর সাথে সাথেই তাঁরা কাবের কর্তিত মস্তক সামনে রেখে দেন। তিনি তখন আল্লাহ পাকের প্রশংসা করেন এবং হযরত হারিস (রা:)-এর ক্ষত স্থানে স্বীয় পবিত্র মুখের লালা লাগিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। পরে আর কখনো তিনি কষ্ট অনুভব করেননি। কাবের মৃত্যুতে ইহুদীরা ভীত হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

ইহুদী মহিলার বিরুদ্ধে অভিযান

দ্বিতীয় হিজরী। রমজান মাস। আসমা বিনতে মারওয়ান নামক একটি অন্ধ ইহুদী স্ত্রীলোক কেবল ইসলামের দুর্নাম করে বেড়াত। তার স্বামী যাইদ বিন মারসাদ পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকটিকে কতল করার জন্য অন্ধ উমাইর (রা:)-কে প্রেরণ করলেন। গভীর নিশীথে তিনি বের হয়ে পড়লেন। তিনি স্ত্রীলোকটির গৃহে উপনীত হয়ে দেখতে পেলেন যে, তার বুকের ওপর একটি শিশু দুধ খাচ্ছে এবং কতকগুলো ছেলেমেয়ে চতুর্পার্শ্বে শুয়ে রয়েছে। তিনি অতি সন্তর্পনে শিশুটিকে সরিয়ে নিলেন এবং তার বুকে তলোয়ার বসিয়ে দিলেন। উহা পৃষ্ঠভেদ করে বিছানা পর্যন্ত ছেদ করে। নামাজ শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে জামায়াতে ফজরের নামাজ পড়েন। নামাজ শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি তাকে কতল করে এসেছ?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" এ ঘটনা সম্পর্কে হযরত উমর (রা:) বললেন, "ঐ অন্ধকে দেখ, সে রাত্রিতে আল্লাহর বন্দেগীর জন্য বের হয়ে যায়।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমর (রা:)-কে বললেন, "তাকে অন্ধ বলো না, সে চক্ষুষ্মান।"

এক নজরে সারিয়্যায়ে উমাইর বিন আদী (রা:)

অভিযানের সন-তারিখ	রমজান মাস; ২য় হিঃ/মার্চ; ৬২৪ খ্রিঃ
অভিযানের স্থল	বনূ খাতামাহ -এর আসমা-বিনতে মারওয়ান -এর বাসভবন
অভিযানটি পরিচালনা করেন-	হযরত উমাইর বিন আদী (রা:)
অভিযানের পরিচালকের ইসলাম গ্রহণ	মক্কা আমলের শেষ দিকে অর্থাৎ ৬২১-৬২২ খৃঃ
প্রতি পক্ষের সংখ্যা-	১ জন (আসমা বিনতে মারওয়ান নামক একজন অন্ধ ইহুদী স্ত্রীলোক);
অভিযানের ফলাফল-	উমাইর বিন আদী (রা:) আসমা বিনতে মারওয়ান এর গৃহে প্রবেশ করে তলোয়ার দিয়ে তাকে হত্যা করেন এবং প্রভাতে তিনি এসে রসুল (সা:) -এর সাথে জামায়াতে ফজরের নামাজ আদায় করেন।

সারিয়্যায়ে উমাইর বিন আদী (রা:)-এর তথ্যের উৎস সমূহ ইবনে হিশাম, ২-৬৩৬

www.pathagar.com

পৃঃ ওয়াকিদী, ১৭২-৪ পৃঃ ইবনে সা'দ, ২৭-২৮ পৃঃ বালাযূরী, ৩৭৩ পৃঃ; তাবারী; খালদূন,; ইঃ আসীর ইবনে কাসীর, ৫-২২১ পৃঃ ; উস্‌দ।

উহুদ যুদ্ধ

বদরের যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে আবু সুফিয়ান উদ্যোগী ভূমিকা নেয়। যাদের আত্মীয় বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তাদেরকে উত্তেজিত করে তুলল। সেই সাথে কিনানা ও তিহামা গোত্রের মধ্যে যারা কুরাইশদের অনুগত ছিল তাদেরকেও সংগে নিয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করল। কাফেরদের সংখ্যাছিল ৩০০০। ২৬ মে জানুয়ারী ৬২৫ সালে তৃতীয় হিজরীর ১১ই সাওয়াল তারিখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছে যান। মুসলমান সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭০০ জন। যদিও ১০০০ জন রওয়ানা দিয়েছিল কিন্তু ৩০০ জন মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর সাথে রাস্তা থেকেই ফিরে চলে গিয়েছিল।

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা অশ্রাব্য ভাষায় গালি গালাজ করছিল। মুসলমান সৈন্যরা মহিলা বলে তার গায়ে হাত দেয় নাই। মুসলমানদের বিরত্ব ছিল এটাই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শহরের মধ্যেই যুদ্ধ করার ইচ্ছা করেছিলেন। বদর যুদ্ধে যারা শরীক হতে পারেনি তাদের আবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে জুমআর দিনে যুদ্ধের পোশাক পরলেন। প্রায় ১০০০ লোক নিয়ে রওয়ানা দিলেন। মদীনা ও উহুদের মধ্যবর্তী স্থান 'শাওত' এ এসে আব্দুল্লাহ বিন উবাই ৩০০ লোক নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। মুনাফিক ও সংশয়মনা ৩০০ লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। একদিক দিয়ে ভালই হল, নির্ভেজাল জানবাজ লোকজন রয়ে গেল। দূর্বল লোক ছাটাই হয়ে গেল।

তিনি সাতশত সৈন্যকে প্রস্তুত করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর এর নেতৃত্বে ৫০ জনকে সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় তীরন্দাজ বাহিনী তৈরী করলেন। বলে দিলেন যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ হোক অথবা পরাজিত হই, কোন অবস্থায়ই কাউকে পিছন দিক থেকে আসতে দিবে না। সামুরা ও রাফে দু'জন সাহসী অল্প বয়স্ক যুবককে তাদের আগ্রহ ও বীরত্বের জন্য যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

কুরাইশের ৩০০০ বাহিনীও যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য সজ্জিত হল। খালেদ বিন অলীদ ও ইকরামা বিন আবু জেহেল তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল।

রাসুলের তরবারী আবু দুজানা গ্রহণ করলেন। তার হক আদায়ের জন্য যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লেন। এই যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যদের প্রতীক ধ্বনি (Code) ছিল– "আমিত" অর্থ মরন আঘাত হানো। হিন্দাকে মারতে গিয়ে আবু দুজানা তরবারী

www.pathagar.com

নামিয়ে নিলেন এ বলে যে রাসুলের তরবারী দ্বারা কোন মহিলা নারীকে আঘাত করা ঠিক হবে না।"

"তুমি কখনও সামনে এসো না"

ওয়াহসী ছিল জুবাইর ইবনে মুতয়েমের গোলাম। সুযোগ বুঝে হামজা (রা:) কে আঘাত করতে থাকল। অন্যদেরকে খতম করার কাজে তিনি এত নিমগ্ন ছিলেন যে ওয়াহসী গোলামকে খেয়াল করতে পারেন নি। অবস্থা বুঝে হামজা (রা:) এর তলপেটে বর্শা বিদ্ধ করে দিল। ওয়াহসী হামজা রাঃ কে হত্যা করতে পারলেই স্বাধীন হতে পারবে জেনেই সে তাকে হত্যা করলো এবং মক্কায় ফিরে গিয়ে স্বাধীন হয়ে গেল। মক্কা বিজয়ের সময় ওয়াহসী পালিয়ে গিয়ে তায়েফে অবস্থান করতে লাগল। কিছুদিন পর ইসলাম গ্রহণ করল এ আশায় যে ইসলাম গ্রহন করলে তাকে আর কেউ হত্যা করবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। তার কাছে তার চাচার হত্যাকান্ডের বর্ণনা শুনে বললেন "তুমি কখনো আমার সামনে আসবে না। আমি যেন তোমাকে আর না দেখি"।

ফেরেস্তা কর্তৃক গোসল

হানযালা ইবনে আবু আমের গাসীল আবু সুফিয়ানের সাথে লড়ায়ে অবতীর্ণ হন। এক পর্যায়ে হানযালা আবু সুফিয়ানের উপর চড়াও হয়ে যায়। ইত্যবসরে শাদ্দাদ ইবনে আসওয়াদ হানযালাকে অতর্কিতে আক্রমন করে হত্যা করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের বন্ধু হানযালাকে ফিরিশতারা গোসল করাচ্ছেন"। পরে তার স্ত্রীর কাছ থেকে জানা যায় যে তার উপর গোসল ফরজ ছিল। জিহাদের ডাক শুনার পর গোসল করার অবকাশ পায়নি। তৎক্ষনাৎ যুদ্ধের ময়দানে চলে যান।

নিহত হবার গুজব

পরবর্তীতে একটা শব্দ শুনা যায় মুহাম্মদ নিহত হয়েছে। মুহুর্তের মধ্যে কাফেররা সংঘবদ্ধ হয়ে ব্যাপক আক্রমণ চালায়। মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বেশ কিছু আল্লাহর বান্দাহ শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে যান। দুষমনরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছে গিয়ে পাথরের আঘাত হানে। একজনের বর্শার আঘাতের ফলে একটি দাঁত ভেঙ্গে যায় ও ঠোট আহত হয়। উৎবা ইবনে আবি ওয়াক্কাস এ আঘাত হেনেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিরস্ত্রানের দু'টো অংশ ভেংগে তার চোয়ালের ভিতর ঢুকে যায়। শত্রুদের তৈরী

www.pathagar.com

করা একটা খাদে তিনি পড়ে যান। হযরত আলী (রা:) হাত ধরেন এবং তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা:) তাকে উপরে তোলেন। আবু সাইদ খুদরীর পিতা মালিক ইবনে সিনান রাসুলের মুখের রক্ত চুষে নিলে তিনি বললেন "আমার রক্ত যার রক্তের সাথে মিশ্রিত হয় দোযখের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

পাঁচজন সাহাবী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধ করলেন এবং এক এক করে শহীদ হয়ে গেলেন।

আবু দুজানা (রা:) নিজের দেহকে ঢাল বানিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করতে লাগলেন। কাব ইবনে মালিক সর্বপ্রথম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে চিনতে পারেন ও চীৎকার দিয়ে বলেন তিনি জীবিত আছেন। তিনি তাকে চুপ করতে বলেন এবং পাঁচজন সাহাবী আবু বকর, উমর, আলী, তালহা ও জুবাইর ধরাধরি করে তাকে পাহাড়ের উপরে উঠান।

সেই পর্বতের ঘাটীতে উবাই ইবনে খালফ পৌঁছল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠে উঠে প্রবল জোরে ঝাঁকি দিলেন এবং ইবনে খালফকে তরবারী দ্বারা হত্যা করেন।

আলী রা: মেহবাস নামক ঘেরা হ্রদ থেকে খাবার পানি আনলেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে তা পান করতে দিলেন। তিনি গন্ধ পানি পান না করে রক্তাক্ত মুখ ধুয়ে ফেললেন। উপরে টীলায় উঠার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু এত দূর্বল হয়েছিলেন যে উঠতে পারলেন না। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ ঘাড়ে করে তাঁকে টীলায় উঠালেন। মুখাইবীক নামক এক ইয়াহুদী নবীর পক্ষে লড়াই করে নিহত হয়েছিলেন। যিনি ইহুদীদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।

নামাজ না পড়ে জান্নাতে গমন

উসাইরীম জান্নাতে প্রবেশ করেছেন কিন্তু তিনি কখনো নামাজ পড়েন নি। যুদ্ধের আগ দিয়ে ঈমান আনেন এবং নামাজের সময় হবার আগেই জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে যান।

খোড়া সাহাবীর জান্নাত গমন

আমর ইবনে জামুহ রা: ভীষণ খোড়া লোক ছিলেন। তার চারটি ছেলে সিংহের মত সাহসী ছিল। তারা রাসুলের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে শরীক হত। কিন্তু তিনি নিজে খোড়া হওয়ায় জিহাদে যাওয়ার দায়িত্ব মুক্ত ছিলেন। একবার তিনি রাসুলের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেন। অত:পর ছেলেরা আর বাধা দেয় নাই। উহুদ যুদ্ধে শরীক হয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন এবং জান্নাতে চলে গেলেন।

www.pathagar.com

শরীরের অঙ্গের মালা

উৎবার কন্যা হিন্দ এবং তার সাথী-সঙ্গীরা নিহত সাহাবীদের লাশ বিকৃত করা শুরু করে। তাদের অনেকের নাক, কান কেটে গোলাকৃতি করে মালা বানানো হল। হিন্দ বিনতে উৎবা তা দিয়ে হাত ও পায়ের অলংকার তৈরী করলো, গলার মালা ও কানের দূল আকারে তা তৈরী করে ওয়াহসীকে উপহার দিল। সবশেষে হযরত হামযা রা: এর বুক ফেড়ে কলিজা বের করল, মুখে পুরে দাঁত দিয়ে চিবালো কিন্তু গিলতে না পেরে ফেলে দিল।

হযরত হামযা রা: এর লাশ অনেকেই দেখতে এসে বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং এক লাশের বদলে ৩০ লাশের বিকৃতি করার শপথ নেন। আল্লাহ আয়াত নাযিল করে প্রতিশোধ নিলে সমপরিমাণ অন্যথায় সবর করাই উত্তম বলে জানিয়ে দিলেন (সুরা নাহল : ১২৬ আয়াত)

গাযওয়ায়ে উহুদের তথ্যের উৎসসমূহ

ইবনে হিশাম- ২খ, ৬৩-৬৫, ১খ, ২০৬, ২০৭, ৫৬০; ওয়াকেদী ১১৩, ১১৭, ১৯৯, ২০৮, ২১৭, ২১৫, ২১৯, ২৩৯; বালাযূরী- ৩১৪-১৫, ৩১৭, ৩৩৮; তাবারী- ২খ. ৫০৭, ৫০৮, ৫১৬, ৫২৭, ১৩৪৯; ইবনে সা'দ- ১খ.২৮, ২খ.৩৯.৪০, ৫৮, ৩৭; ইবনে খালদূন-২খ.৭৬২, ৭৬৩; ইবনে ইসহাক/আসীর- ১৫০, ১৫২, ১৫৫, ১৬০; ইবনে আসী- ৪খ.১৩-১৫, ২০, ৩৮; উস্‌দ-১খ.৯২ ১১৭, ১৯২, ৩৬৪, ২খ.৪৬, ৯৬.১২৫, ১৩৭, ১৯৬, ২৮৩, ২৯৬, ৩৬৪; জুরকানী, শরহে মাওয়াহিব, ২খ.পৃ: ২০, ৩৩. হিষ্ট্রী অব আরবস; বিশ্বনবী গোলাম মোস্তফা. পৃ:- ২২৬; আল ফারুক শিবলী নোমানী- ২২; ডঃ উসমান গণীর মহানবী- ২৩৬-৩৮; মহানবী মুহাম্মদ (সা:)- ১০৭, ১০৮; সীরাতুন নবী ১খ- ১৮২-৮৬, ১৮৭; ইসাবা; তারীখে তিবরী, ৩খ; ইসলামের ইতিহাস অধ্যাপক কে. আলী- ৭১-৭২; আদর্শ মানব-৩২; মানব মর্যাদায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বোখারী শরীফ: ইবনে হাবান: কান্‌য ৫খ. ২৭৪; আশারা মুবাশশরা -২১ পৃঃ; তিবরানী; দারে কুতনী।

ঈমানের বড় পরীক্ষা

১৫ই শাওয়াল শনিবার উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শহীদ, আহত ও ব্যথা বেদনার রাত্রি পার হতে না হতেই ১৬ই শাওয়াল রবিবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করে দিলেন, আজকে এখনই শত্রুদের পিছনে ধাওয়া করতে হবে।

এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুকে ভয় দেখানো কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন যে

www.pathagar.com

মুসলমানদের শক্তির পরিচায়ক এবং উহুদ যুদ্ধের পরাজয় যে তাদেরকে হতোদ্যম করে দেয়নি, শত্রুকে তা বুঝিয়ে দেয়ার জন্যই এ অভিযানের ব্যবস্থা করা হয়। অভিযানটি মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত গিয়ে সোম, মঙ্গল ও বুধবার তিনদিন অবস্থান করে মদীনায় ফিরে আসে। এ অভিযানে ৬২৮ জন সাহাবী অংশ নেন (তাফহীমুল কুরআন সুরা আহযাব ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। এ সময় মদীনার দায়িত্বে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাঃ।

কাফেররা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে পুনরায় ফিরে এসে মদীনার অবশিষ্ট লোককে খতম করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু পশ্চাদ্ধাবনের জন্য সাহাবীদের অভিযান আসছে কাফেররা জানতে পেরে তারা মক্কার দিকে ফিরে চলল। এখানেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমর বিশারদী শিখার মত কলা কৌশল। উহুদ যুদ্ধ ছিল মুমিনদের জন্য পরীক্ষা। কে ঈমানদার এবং কে মুনাফিক তার ফায়সালা এ ঘটনার মধ্য দিয়েই হয়ে যায়। আর আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করতে চেয়েছেন তারা তার প্রভূর কাছে চলে গিয়েছেন।

রাজী অভিযানে মৌমাছি ও ভীমরুল

ইসলাম শিখানোর জন্য তাদের কাছে পাঠানোর লক্ষ্যে এক দল প্রতিনিধি চাইল কারাহ ও আযল গোত্রের লোকেরা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুরসাদের নেতৃত্বে খালিদ, আসিম, খুবাইব, যাইদ ও আব্দুল্লাহ এই ছয় জনকে মুবাল্লিগ হিসেবে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

মাঝপথে কাফেররা বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং মুরসাদ, খালিদ ও আসিম বিশ্বাসঘাতকদের সাথে লড়াই করে শহীদ হলেন। আসিমের মাথা সাদের নিকট বিক্রী করা হল, কারণ প্রতিহিংসায় সে তার মাথার খুলীতে মদ পান করবে ঘোষণা দিয়েছিলো। শাহাদাতের আগে আসিম আল্লাহর কাছে ঘোষণা করেছিলেন কোন কাফের যেন তার লাশ স্পর্শ করতে না পারে। আল্লাহর ইচ্ছায় তার লাশ মৌমাছি ও ভীমরুল ঘিরে রাখার কারণে তারা তার লাশ নিতে পারেনি। এভাবেই আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের দোয়া কবুল করে থাকেন। খুবাইব ও যাইদকে বন্দী করে নিয়ে যায়। খুবাইবকে তারা বলেছিল, তোমার স্থলে তোমার নবীকে পেলে আমরা তোমাকে ছেড়ে দিব এতে তোমার মত কি ? তিনি জবাব দিলেন আমি জান দিব তবু আমার নাবীর গায়ে একটি কাটাও বিঁধতে দিব না । খুবাইবকে হত্যার আগে তিনি দু'রাকাত নামাজ পড়ার অনুমতি চাইলেন । তারা পড়ার অনুমতি দিল। খুবাইব শাহাদাতের আগে দু'রাকাত নামাজ আদায় এর রীতি প্রচলন করে গেছেন।

www.pathagar.com

বীরে মাউনা

৪র্থ হিজরীতে ৪০ জন বাছা বাছা সুযোগ্য সাহাবীকে পাঠালেন দাওয়াত দেয়ার জন্য। হারাম ইবনে মিলহান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চিঠি নিয়ে গেলেন আমের ইবনে তুফায়েলের নিকট। যাওয়া মাত্র আমের ইবনে তুফাইল ও তার বাহিনী সাহাবী হারাম ইবনে মিলহান রাঃ কে হত্যা করে ফেলল। বাকী সাহাবীদেরকেও সে কয়েকটি উপগোত্রের সাহায্যে হত্যা করে ফেলল। শুধু আমের ইবনে উমাইয়া কোন কারণে যিনি দল থেকে দুরে ছিলেন কোন রকমে ফিরে এসে খবর জানাতে পেরেছিলেন।

বনু নাযীর ও তাদের বহিষ্কার

একবার রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানু নাযীর গোত্রে গিয়ে একটি প্রাচীরের পাশে বসলেন। সাথে ছিলেন আবুবকর, উমর ও আলী রাযি য়াল্লাহ তায়ালা আনহুম। বানু নাযীরের এক ব্যক্তি আমর ইবনে জাহস মাথার উপর পাথর গড়িয়ে মেরে ফেলার জন্য ছাদে উঠে। ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে জানিয়ে দেন এবং তিনি সেখান থেকে মদীনায় চলে যান। এভাবে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন। সুরা হাশর নাযিল হলে বানু নাযীর সম্প্রদায়কে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়।

খন্দক যুদ্ধ

৫ম হিজরীর সওয়াল মাসে খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কুরাইশ কাফের বাহিনীর যুদ্ধে আগমনের খবর পেয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার চারপাশে পরিখা বা খন্দক খনন করলেন। তিনি নিজে এ কাজে অংশ গ্রহণ করেন।

হযরত সালমান ফারসী রাঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কৌশল (পরিখা খননের) অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

শত্রুপক্ষ পরিখা দেখে হতবাক হয়ে বলল "আল্লাহর কসম এটা এমন একটা সুকৌশল যা আরবরা কখনো উদ্ভাবন করতে পারেনি।"

তারা পরিখার কম প্রশস্থ যায়গা দেখে পরিখা পার হল।

প্রথমে আমর এর সাথে হযরত আলী রাঃ এর যুদ্ধ হল। যুদ্ধে আমর মারা গেল। এ দেখে কাফেররা খন্দক পার হয়ে পালিয়ে গেল।

খন্দক যুদ্ধে যুদ্ধের Code হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল "হামীম, লা ইউনসারুন।"

গাতফান গোত্রের নাইম ইবনে মাসউদ ইসলাম গ্রহণ করলেও তা জানাজানি

www.pathagar.com

হয়নি। ফলে সে একটি বড় ধরনের কুটনীতি বাস্তবায়িত করে। কিছু লোককে নিরাপত্তার রক্ষাকবজ হিসেবে জিম্মি রাখার শর্ত লাগিয়ে শত্রু পক্ষের দুই গ্রুপের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কুরাইশ ও গাতফানী দুই গোত্রকে সন্দিগ্ধ করে তুলে। এভাবে শত্রুদের ভিতরে কোন্দল সৃষ্টি করে তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে রাতে ঝটিকা বাতাস (ঝড়) প্রবাহিত হওয়ার কারণে তাদের তাবু ও রান্নার হাড়ি পাতিল সব লন্ড ভন্ড হয়ে যায়। আগুনও নিভে যায়।

কুরাইশ কমান্ডার আবু সুফিয়ান বলল, তোমরা যে স্থানে অবস্থান করছ, তা আর বসবাস যোগ্য নেই, উট ঘোড়া সব মরে গেছে। প্রচন্ড ঝড়ে আমাদের অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে। রান্নার সাজ সরঞ্জাম, তাবু ইত্যাদি লন্ড ভন্ড হয়ে গেছে। এমনকি আগুনও নিভে গেছে। তোমরা সবাই নিজ বাড়ী অভিমুখে যাত্রা কর। আমিও রওয়ানা হচ্ছি।

গাতফানীরা কুরাইশদের ফিরে যাবার কথা শুনে তারাও তাদের স্বদেশ ভূমির দিকে যাত্রা করল।

সকাল বেলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানগণ পরিখা ত্যাগ করে মদীনায় চলে আসলেন ও অস্ত্র সম্ভার রেখে দিলেন। আল্লাহ এভাবে মুজাহিদদেরকে খন্দকে সাহায্য করে বিজয় দিলেন।

মুশরিকদের নিহত ব্যক্তিগণ

মুশরিকদের মধ্যে সর্বমোট নিহত হয়ে ছিল তিনজন। তারা হলঃ (১) আব্দুদ্দার বিন কুসাঈ গোত্রের মুনাব্বিহ বিন উসমান বিন উবাইদ বিন সাব্বাক বিন আবদুদদার। সে একটি তীরবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হয়। অবশেষে মক্কায় গিয়ে মারা যায়।

(ইবনে হিশাম তার বংশ তালিকা এরূপ উল্লেখ করেছেনঃ মুনাব্বিহ বিন উসমান বিন উমাইয়া বিন মুনাব্বিহ বিন উবাইদ বিন সাব্বাক।)

(২) মাখযূম ইয়াকজা গোত্রের নাওফাল বিন আব্দুল্লাহ বিন মুগীরা।

সে পরিখা অতিক্রম করতে গিয়ে তাতে পড়ে যায়। তখন মুসলমানরা তাকে হত্যা করেন এবং তার লাশ হস্তগত করেন। কাফিররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে তার লাশ কিনতে চাইলে, তিনি বলেনঃ তার লাশ বা লাশের মূল্য দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং তিনি লাশ তাদের দিয়ে দেন। (ইবনে ইসহাক)

www.pathagar.com

ইবনে হিশাম বলেন ঃ আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে ইমাম যুহরী (রা:) হতে জানতে পেরেছি। তিনি বলেন ঃ এ যুদ্ধে আলী (রা:) আমর বিন আব্দুদ্দার ও তার ছেলে হিস্‌ল বিন আমরকে হত্যা করেন।

(৩) আমর বিন লুয়াই গোত্রীয় আমর বিন আব্দুদ্দার বিন আবূ কায়েস। সে মুশরিকদের মধ্যে সর্ব প্রথম হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রা:) এর হাতে নিহত হয়।

গাযওয়ায়ে খন্দকের তথ্যের উৎসসমূহ

ইবনে হিশাম ২খ. ২২৩, ২৩১; ওয়াকেদী ৪৩৬, ৪৬৪, ৪৬৬, ৪৬০, ৪৭৭, ৪৫৭, ১৮৯; ইবনে সা'দ ৬৭, ৬৮, ৬৯ : বালাযুরী ৩৪৬; তাবারী ২খ.৫৭৩, ৫৭৯, ৭৫৩; ইবনে খালদুন ৭৭৫, ৭৭৭; ইবনে আসীর ১৮১, ১৮৪: ইবনে কাসীর ৪খ.১০৪, ১১৩; উসদ ১খ. ১৭, ৯০, ৯২, ১৯২ ২খ.৯০, ১২৫, ১৯৬, ৩৩২, ২৩৪, ২৩৮, ৩খ.১০০ ৪খ. ৫২; ইসলামের ইতিহাস সৈয়দ আমীর আলী; সাইয়েদুল মুরসালীন আব্দুল খালেক এম.এ দ্বিতীয় খন্ড; সিরাতুন নবী আল্লামা শিবলি নোমানী; উসমান গনী মহানবী ২৬১-৬২; নবী সম্রাট; সীরাতে মুগলাতোই ৫৬: অনুপম আদর্শ; খাতিমুল আম্বিয়া মুফতী মোহাম্মদ শফী ৮৩; বুখারী শরীফ কিতাবুল মাগাজী অধ্যায়।

বনু কুরাইযা অভিযান

খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসতে না আসতেই যোহরের সময় হযরত জিবরাইল আ: এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন আপনি অস্ত্র ত্যাগ করে ফেলেছেন? ফেরেশতারা এখনও অস্ত্র ত্যাগ করেননি। আল্লাহ আপনাকে বনু কুরাইযার বিরূদ্ধে অভিযানের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ নির্দেশ শুনে তিনি সকল সাহাবাকে বললেন বনু কুরাইযার এলাকায় না গিয়ে কেউ আসরের নামাজ পড়বে না। কিছু লোক আসর পড়ে ফেলল, কিছু লোক ময়দানে এসে এশার নামাজ পড়ে পরে আসর নামাজ পড়েন। কুরআন তাদেরকে ভর্ৎসনা করেনি এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদেরকে তিরস্কার করেননি। বনু কুরাইযার ব্যাপারে ফায়সালা হল ঃ

১। বনু কুরাইযার সব পুরুষকে হত্যা করা হবে।

২। তাদের সব সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে

৩। তাদের স্ত্রী সন্তানদের বন্দী করে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

www.pathagar.com

বনু কুরাইযার ৭/৮ শত পুরুষকে হত্যা করা হল। আল্লাহর দূষমন হুয়াই ইবনে আখতার এবং বনু কুরাইযার গোত্রপতি কাব ইবনে আসাদকেও হত্যা করা হল। কুরআন মাজিদের মধ্যে সুরা আহযাবে খন্দক যুদ্ধ ও বনু কুরাইযার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। খন্দকের যুদ্ধে আহত, বনু কুরাইযার বিচারক সাদ ইবনে মুয়ায শাহাদাতবরণ করে (যখমটির কারণে)। খন্দকের যুদ্ধ ও বনু কুরাইয়ার অভিযান শেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন "এরপর কুরাইশরা আর কখনও তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে না এটাই তাদের শেষ আক্রমণ। এরপর তোমরাই তাদের উপর আক্রমণ চালাবে।"

শেষ পর্যন্ত আল্লাহ মুসলমানদেরকে মক্কা বিজয়ের সুযোগ দেন।

বনু মুস্তালিক অভিযান

অত:পর বনু লিহইয়ান অভিযানের পরে বনু মুস্তালিক অভিযান পরিচালনা করা হয়। বনু মুস্তালিক অভিযান পরিচালনার সময় হযরত আয়েশা রা: এর গলার হার হারিয়ে গেলে এটাকে কেন্দ্র করে কিছু গীবত চর্চা হতে থাকে। সুরা নূর-এ উক্ত বিষয়ে বিষদ আলোচনা আছে। মুনাফিক যারা তারা এ সুযোগকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে।

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হযরত আয়েশা রা: কে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতগুলো মুসলমানদেরকে পড়ে শোনালেন। মিসতাহ, হানসান এবং হামনা এ তিনজনের অপবাদ রটনা করার শাস্তি কার্যকর করলেন। হযরত আবু বকর রা: মিসতাকে সাহায্য দেয়া বন্ধ ঘোষণা করলে আয়াত নাযিল হল এটা বন্ধ করা ঠিক হবে না। তৎক্ষনাত হযরত আবু বকর রা: মিসতাহর ভরণপোষণের কাজ পূনরায় চালু করলেন।

হুদাইবিয়ার ঘটনা

৬ষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন উমরাহ করার উদ্দেশ্যে। উমরাহ করতে বাধা আসতে পারে এ কথা জেনে অনেকেই যাত্রা স্থগিত করলো। যারা রাজী হল তাদের নিয়েই আল্লাহর ঘর যিয়ারতে প্রস্তুত হলেন। মক্কার কাছাকাছি উসফান এ পৌঁছলে বিশর ইবনে সুফিয়ান এবং বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা এর মাধ্যমে কুরাইশদেরকে বুঝানোর জন্য পাঠালেন এ কথা বলে যে আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি, শুধুমাত্র আল্লাহর ঘর যিয়ারত করতে এসেছি যিয়ারত

www.pathagar.com

করেই ফিরে চলে যাবো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওমর রা: কে প্রথমে মক্কায় পাঠাতে চাইলেন। পরে হযরত ওমর রা: এর পরামর্শক্রমে হযরত ওসমান রা: কে মক্কায় পাঠালেন (হযরত ওসমান রা: মক্কার কোরাইশদের কাছে কম পরিচিত ও তার কম শত্রুতা ছিল)। হযরত ওসমান রা: ধনী ও প্রভাবশালী হিসেবে কোরাইশদের কাছে পরিচিত ছিলেন।

হযরত ওসমান রা: আবানের আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং মুসলমান দের আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর ঘর যিয়ারত করা একথা সকলের কাছে পৌছাতে সক্ষম হলেন। তারা বলল দেখ ওসমান, তুমি যদি তাওয়াফ করতে চাও, করে নিতে পার। হযরত ওসমান রা: বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তাওয়াফ করবো না। কোরাইশরা হযরত ওসমান রা: কে আটক করল। ওদিকে প্রচার হয়ে গেল যে কুরাইশরা হযরত ওসমান রা: কে হত্যা করে ফেলেছে, তিনি শহীদ হয়েছেন।

বায়াতে রিযওয়ান

হযরত ওসমানের শহীদ হবার কথা ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানগণ জিহাদের জন্য তৈরী হতে লাগলেন। সকলকে জান মাল দিয়ে জিহাদ করার শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। এটাই ছিল বায়াতে রিযওয়ান।

বনু সালামা গোত্রের এক হতভাগা জাদ্দ ইবনে কায়েস ছাড়া সকলেই শপথ গ্রহণ করেন। পরে জানা গেল ওসমান রা: এর নিহত হবার খবর ভুল ছিল।

ঐতিহাসিক চুক্তি

সুহাইল ইবনে আমর কুরাইশদের পক্ষ থেকে এসে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করল।

প্রথমে হযরত আলী রা: চুক্তি লেখা শুরু করেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দিয়ে। কুরাইশ সুহাইল বলল, বরং লিখতে হবে বিসমেকা আল্লাহুম্মা তার কথামত চুক্তি লেখা শুরু হল।

আল্লাহর রাসুল এর সাথে সুহাইল এর চুক্তি এ কথা লিখার সময় সুহাইল বলল, আল্লাহর রাসুল হিসেবে মেনে নিলে তো আর চুক্তির দরকার নেই। তাই লিখতে হবে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে। তাই এভাবে চুক্তি হল আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের সাথে আমরের পুত্র সুহাইলের সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

www.pathagar.com

এ বছর মক্কা শহরে প্রবেশ না করে ফিরে যাবে এবং আগামী বছর তোমাদের জন্য মক্কার দ্বার উন্মুক্ত করে দিব। তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবে কোষবদ্ধ তরবারী সাথে থাকতে পারবে। কুরাইশের কেউ মুসলমানদের কাছে আসলে তাকে ফেরত দিতে হবে, কিন্তু মুসলমান কেউ কুরাইশদের কাছে গেলে ফেরত দিতে হবে না। সুহাইলের পুত্র আবু জান্দাল শৃংখলিত অবস্থায় সেখানে হাজির হল (মুসলমান হবার কারণে তাকে শৃংখলিত করা হয়েছিল)। খুবই মর্মান্তিক দৃশ্য মুসলমানদের জন্য কিন্তু চুক্তি রক্ষার জন্য তাকে ফেরত দিতে হল।

দলীল লেখার কাজ হযরত আলী করেছিলেন। স্বাক্ষী হিসেবে হযরত আবু বকর রাঃ ওমর রাঃসহ প্রায় আটজন স্বাক্ষর করেছিলেন।

চুক্তির ফলাফল

এই চুক্তির ফলে দাওয়াতী কাজের পরিবেশ পাওয়া যায়। ইসলামের আওয়াজ দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

যুহরী বলেন, পূর্বে ইসলামের যতগুলো বিজয় অর্জিত হয়েছে তার মধ্যে হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিল সবচেয়ে বড় বিজয়। পরিবেশ এমন হল যে সামান্যতম বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের সাথে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করলেই ইসলাম গ্রহণ করতো। সন্ধিরপূর্বে ১৬ বছরে যে সংখ্যক ইসলাম গ্রহণ করেছিল সন্ধির পর দু'বছরে সে সংখ্যা তার চেয়ে কম তো নয়, বরং বেশীই হবে।

খাইবার বিজয়

৭ম হিজরীর মুহাররাম মাসের শেষ দিকে খাইবার অভিযানে বের হন।

মদীনা থেকে বের হয়ে 'ইস' এর পাহাড়ের উপর দিয়ে, সাহবা'র মধ্য দিয়ে রাজী উপত্যাকায় যাত্রা বিরতি করেন। উল্লেখ্য যে 'ইস' এর পাহাড়ে একটি মসজিদ তৈরী করা হয়। মুসলমানগণ খাইবারের ইহুদীদের ধনসম্পদ ও দূর্গ সমূহ দখল করতে লাগলেন। হুয়াই ইবনে আখতারের কন্যা সাফিয়া সহ কয়েকজন ইহুদীকে আটক করেন। পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফিয়াকে নিজের জন্য মনোনীত করেন। ইয়াহুদ নেতা মারহাব অস্ত্র সংগ্রহ করে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা তরবারীর আঘাতে মারহাবকে হত্যা করলো।

মারহাব নিহত হবার পর তার ভাই ইয়াসার হুংকার দিয়ে এগিয়ে এল। যুবাইর ইবনুল আওয়াম ইয়াসারকে হত্যা করলো।

www.pathagar.com

একটি দূর্গ জয় করার জন্য প্রথমে হযরত আবুবকর রা: অত:পর হযরত ওমর রা: কে পাঠালেন। তারা কৃতকার্য হতে পারলেন না।

পরের দিন চক্ষুরোগে আক্রান্ত হযরত আলী রা: কে ডেকে তার চোখে থুথু দিয়ে বললেন, চোখ ভাল হয়ে যাবে। এই পতাকা নিয়ে লড়াই করতে থাক। আল্লাহর মেহেরবাণীতে লড়াইয়ে খাইবার দূর্গের পতন ঘটল।

যুদ্ধ শেষে দুটি ঘটনা

১। অভিযান শেষে যায়নাব বিনতে হারেস একটি ছাগলের রানের গোশতে বিষ মিশিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খেতে দিলেন। সাহাবী বিশর ও তিনি গোশতের টুকরা মুখে দিলেন। তিনি উগলিয়ে ফেলে দিলেন বিষ জানতে পেরে। সাহাবী বিশর বিষযুক্ত গোশত খেয়ে মারা গেলেন।

২। ফিরার পথে এক যায়গায় ঘুমানোর সময় বিলালকে ফজরে জাগিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দিলেন। ক্লান্তির কারণে বিলালসহ সকলে ফজরের ওয়াক্ত পার কারার পরে জাগতে পারলেন। বিলালকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন "যে ঘুমে আপনাকে ধরেছিল, সে ঘুমের কাছে আমিও পরাজিত হয়েছি।" কিছুদুর সরে গিয়ে সুর্য উঠার পর বিলালের ইকামাতের মাধ্যমে ফজরের জামায়াত পড়লেন। নামাজ শেষে সাহাবীদেরকে বললেন তোমরা কখনো নামায পড়তে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্রই পড়ে নিবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন 'আকিমিস সালাতে লে যিকরী' আমাকে স্মরণ করার জন্যই নামায কায়েম কর।

কাযা উমরা আদায়

আগের বছরের অসম্পূর্ণ উমরার কাযা আদায় করার জন্য ৭ম হিজরীর যিলকদ মাসে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। আল্লাহর ঘর যিয়ারত করলেন। চক্কর দেয়ার সময় প্রথম তিন চক্কর জোরের সাথে (বীরের ভঙ্গিতে) দিলেন যাতে কুরাইশরা মনে না করে যে এরা দূর্বল হয়ে গেছে।

মক্কায় তিন দিন অবস্থানের পর মক্কা ত্যাগ করলেন। এ সময় আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এর উদ্যোগে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মাইমুনা বিনতে হারিসকে ইহ্‌রাম অবস্থায় বিয়ে করেন।

৮ম হিজরী **মুতার যুদ্ধ**- জমাদিউল আওয়াল মাসে মুতার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। যায়িদ ইবনে হারেসার নেতৃত্বে তিন হাজার মুসলিম সৈন্যসহ সিরিয়া অভিযানে পাঠান।

www.pathagar.com

মুতা নামক স্থানে যুদ্ধের সম্মুখীন হন। সিরিয়ার মায়ান নামক স্থানে পৌঁছে মুসলমানরা জানতে পারেন যে রোম সম্রাট হিরা ক্লিয়াস এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে বালকা এলাকার মায়ার নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেছে। তাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য আরো এক লাখ সৈন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে এসেছে। শাহাদাতের জজবা নিয়ে মুসলিম সৈন্যরা অগ্রসর হলেন।

প্রধান সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারিসা প্রাণপণ যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। অত:পর পতাকা হাতে নিলেন জাফর ইবনে আবু তালিব। তিনিও প্রানপণ যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। তার বয়স ছিল তখন ৩৩ বছর।

অত:পর পতাকা নিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। তার এক চাচাতো ভাই একটা গোশতের টুকরা খাবার জন্য তাকে দিলেন, ইতিমধ্যে যুদ্ধের শোরগোল কানে বিঁধতে লাগল। তিনি গোশতের টুকরা ফেলে দিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ও শহীদ হয়ে গেলেন।

অত:পর সকলে খালিদ বিন ওয়ালীদকে সেনাপতি নির্বাচিত করলেন। পতাকা হাতে তিনি বীর বিক্রমে যুদ্ধ করলেন।

ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়

অষ্টম হিজরী রমজান মাস। কাউকে না জানিয়ে আকস্মিক ভাবে কুরাইশদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্যেই মক্কা অভিমুখে সকলকে নিয়ে রওয়ানা হলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

সমস্ত আয়োজন শেষ হলে সাহাবী হাতীব ইবনে আবু বালতায়া রা: একজন মহিলার মাধ্যমে তার আত্মীয় স্বজনকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই একটি চিঠি কুরাইশদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরে লোক পাঠিয়ে সেই মহিলার চুলের খোপার মধ্য থেকে চিঠিটি উদ্ধার করলেন। আলী রা: ও যুবাইর রা: চিঠি উদ্ধারের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।

চিঠি উদ্ধার করে তারা রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিলে তিনি আবু বালতায়াকে ডেকে চিঠি পাঠানোর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আবু বালতায়া বললেন, আমার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি তাদের মাঝে আছে, আমি এর মাধ্যমে তাদের সহানুভূতি লাভ করতে চেয়েছি।

অনেকে তাকে হত্যা করার কথা বললে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

www.pathagar.com

বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ কারীদেরকে আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন "তোমরা যা খুশী কর। আমি তোমাদের মাফ করে দিলাম।" রমজান মাসের দশদিন অতিবাহিত হবার পর মক্কা অভিযানে রওয়ানা হলেন। আবু রুহুম গিফারীকে মদীনায় খলিফা নিয়োগ করলেন।

রোযা রেখেই যাত্রা শুরু করলেন, কুদাইদ নামক স্থানে গিয়ে ইফতার করলেন।

দশ হাজার সাহাবী সাথে নিয়ে মাররুয যাহরানে পৌঁছে যাত্রা বিরতি করলেন। মুহাজির আনসারদের প্রায় সকলেই মক্কা বিজয়ে অংশ গ্রহণ করে ছিলেন।

আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস আন্দাজ করতে পেরে আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসুলের সাথে দেখা করে মুসলমান হন।

আব্বাস রাঃ বলেন, আমি মক্কাবাসীকে এগিয়ে এসে রাসুলের কাছে সন্ধি করতে বলার চেষ্টা করছিলাম। অবশেষে আমার পিছনে আবু সুফিয়ানকে উঠিয়ে নিয়ে রাসুলের কাছে যাচ্ছিলাম। রাসুলের উটের পিঠে আমি সামনে থাকায় পিছনে আবু সুফিয়ানকে কেউ আন্দাজ করতে পারেনি।

অবশেষে হযরত ওমর রাঃ টের পেয়ে রাসুলের কাছে গিয়ে আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। আব্বাস রাঃ বললেন আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। রাতে আব্বাস রাঃ এর কাছে আবু সুফিয়ানকে রেখে সকালে নিয়ে আসতে বললেন। সকালে আব্বাস রাঃ আবু সুফিয়ানকে সাথে নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলে তিনি বললেন, "এখনও কি তোমার ঈমান আনার সময় হয়নি?

আব্বাস রাঃ বললেন, ইসলাম গ্রহণ কর ও সাক্ষ্য দাও আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল। নচেত এখনই তোমার গর্দান উড়ে যাবে। আবু সুফিয়ান কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করল।

আব্বাস রাঃ বললেন যেহেতু আবু সুফিয়ান মর্যাদা লোভী, তাকে একটু সম্মানজনক কিছু দিয়ে দিন হে রাসুল।

রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে নিজের বাড়ীর দরজা বন্ধ রাখবে এবং যে আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে, মসজিদে হারামে যারা থাকবে তারাও নিরাপদ থাকবে।

আবু সুফিয়ান মক্কায় ফিরে গিয়ে বলল যে নিজের বাড়ীতে দরজা বন্ধ করে থাকবে সে নিরাপদ, যে আমার বাড়ীতে আশ্রয় নিবে সেও নিরাপদ এবং যে মসজিদে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ।

www.pathagar.com

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সবুজ বাহিনীসহ মক্কায় প্রবেশ করে সহচরদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন "কেউ হামলা না চালালে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না, কিন্তু কয়েক জনের নাম ধরে বললেন এদেরকে কাবার গিলাফের নীচে লুকানো অবস্থায় পেলেও হত্যা করবে।

১। বনু আমেরের আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ প্রথমে মুসলমান হয়ে ওহী লেখকের দায়িত্ব পেয়েও পরবর্তীতে ইসলাম ত্যাগ করে মুশরিক হয়ে যায়।

২। বনু তামীম গোত্রের মুরতাদ আব্দুল্লাহ ইবনে খাততাল।

৩। ইবনে খাততালের দু'জন দাসী ছিল যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিন্দাসূচক গান গাইত তাদেরকেও হত্যা করার নির্দেশ দেন।

৪। হুয়াইরিস ইবনে নুকাইজ যে নিন্দাসুচক গান গেয়ে উত্যক্ত করতো।

৫। মিকইয়াস ইবনে লুবাবা- মুরতাদ হয়েছিল।

কা'বা-র ভাষণ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন কা'বার দরজার উপর দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত ভাষণ দেন-

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও তার কোন শরীক নেই। তিনি তার ওয়াদা পালন করেছেন স্বীয় বান্দাহকে বিজয়ী করেছেন। তিনি কাফেরদের সংঘবদ্ধ দলকে পরাজিত করেছেন। শুনে রাখ, অতীতের যে কোন রক্ত, অর্থ বা সম্পদের দাবী আমার এ পায়ের তলায় দলিত করলাম (রহিত করলাম)। তবে কা'বার সেবা ও হাজীদের আপ্যায়নের রীতি চালু থাকবে।

শুনে রাখ ভুলক্রমে হত্যা ইচ্ছাকৃত হত্যার কাছাকাছি। তা লাঠি দ্বারা হোক বা ছড়ি দ্বারা হোক এর জন্য চল্লিশটি গাভীন উটসহ একশত উট দীয়াত (রক্ত মূল্য) দিতে হবে। হে কুরাইশগণ তোমাদের জাহেলিয়াতের আভিজাত্য এবং পূর্বপুরুষদের নামে বড়াই করার প্রথা আল্লাহ রহিত করে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদমের সন্তান, আর আদম মাটি হতে তৈরী। অত:পর পড়লেন-

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ـ

www.pathagar.com

"হে মানবজাতি, আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র পরিচিতির সুবিধার জন্য বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠিতে বিভক্ত করেছি। সকলে তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু।" (সুরা হুজুরাত -১৩)

অত:পর বললেন, হে কুরাইশগণ তোমরা আমার কাছে কি ধরনের আচরণ আশা কর, তারা বলল, আমরা উত্তম আচরণ আশা করি, কেননা তুমি আমাদের এক মহান ভ্রাতা এবং এক মহান ভ্রাতার পুত্র।

তিনি বললেন যাও, তোমরা সকলে মুক্ত, স্বাধীন।

মসজিদে হারামের চাবি হযরত আলী রা: চাইলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ওসমান ইবনে তালহা কোথায়? উসমানকে ডাকা হলে তিনি বললেন, হে উসমান, এই নাও তোমার চাবি।

কা'বা ঘরের দায়িত্বশীলদের তালিকা

বিভাগ ও পদের নাম	বিভাগের বিবরণ	কোন বংশের কর্তৃত্বে?	রাসুল (সা:) এর সময়ে কে ছিলেন?
১। হিজাবাহ	কা'বার চাবী ও মুতাওয়াল্লী	আবদুদ্দারের বংশে	উসমান বিন তালহা
২। রিফাদাহ	গরীব হেজাজীদের সংবাদসংগ্রহ করা	নওফিল বংশে	হারিস বিন আমের
৩। ছেকায়াহ	হাজীদের পানি সরবরাহ	হাশিমী বংশে	হযরত আব্বাস (রা:)
৪। মাশওয়ারাহ	পরামর্শ	আসাদ বংশে	ইয়াজিদ বিন রবীয়া আসাদী
৫। দিয়াত ও মাগারেম	নিহতদের রক্তপণ মীমাংসা	তাঈম বংশে	হযরত আবু বকর (রা:)
৬। উক্কাব	পতাকা বহন	উমাইয়া বংশে	আবু সুফিয়ান
৭। কুব্বাত	তাঁবু ও যানবাহন	মাখজুম বংশে	ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ
৮। মোনাফেরাত	দূত ও বিরোধ মীমাংসা	আদী বংশে	হযরত উমর (রা:)
৯। আজলাম ও আইসার	ভাগ্য গণনা	জুমূহ বংশে	সাফওয়ান বিন উমাইয়া
১০। কোষাধ্যক্ষ	কোষাগার রক্ষণ	সাহাম বংশে	হারিস বিন কায়েস।

www.pathagar.com

কা'বার ভিতর

হযরত বিলাল রা: কে সাথে নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার ভিতরে ঢুকলেন। হযরত বিলালকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কাবায় তাওয়াফ করার সময় সীসা দিয়ে সংরক্ষিত মুর্তিগুলোকে ইংগিত করে বলতে ছিলেন "সত্য এসেছে, বাতিল উৎখাত হয়েছে-"যা আল হাক্কু অযাহাকাল বাতিল" সকল মুর্তি এভাবে ধরাশায়ী হয়ে গেলো।

মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য

১। সর্বমোট দশ হাজার মুসলমান মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

২। বনু সুলাইম গোত্র থেকে ১০০০ জন
বনু গিফারও আসলাম থেকে ৪০০ জন
বনু মুজাইনার গোত্র থেকে ১০০৩ জন
অন্যান্য সকল গোত্র থেকে ৭৫৯৭ জন

হুনাইন যুদ্ধ

মদীনা থেকে আসা ১০,০০০ সৈন্য এবং মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে পরে ২০০০ মোট ১২০০০ সৈন্য নিয়ে অভিযানে বের হলেন।

এ সময় মক্কায় শাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হয় আত্তাব ইবনে আবুল ঈসকে। মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বসৈন্যে হাওয়াযিনদের মুকাবিলায় অগ্রসর হন। মক্কা থেকে সংগৃহীত সৈন্যগন সবেমাত্র জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত হয়ে ঈমান গ্রহণ করেছে। তখনও তাদের মধ্যে জাহেলিয়াতের রসম রেওয়াজ পূরো পুরি বিদায় হয়নি। পথিমধ্যে "যাত আনওয়াত" নামক একটা বিরাট সবুজ গাছ ছিল যার নীচে কাফেরগণ একদিন অবস্থান করত তাদের অস্ত্র গুলো গাছের ডালে ঝুলিয়ে সেখানে জন্তু জবাই করত। সেখানে এসে কাফেরদের মত একটা গাছ গ্রহণ করার দাবী জানাল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন "আল্লাহু আকবার, মুসার (আ:) জাতি যেমন তাকে বলেছিল ওদের দেবদেবী আছে আমাদের জন্য একজন দেবতা গ্রহণ করুন" তোমাদের উক্তিটা ঠিক সে রকমই।

www.pathagar.com

সংখ্যাধিক্য মনে করে মুসলিম বাহিনীর কেউ কেউ পূর্বেই নিজেদেরকে বিজয়ী মনে করে অগ্রসর হচ্ছিল। অবশেষে গিরিপথ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ আক্রমনের শিকার হল। হামলার আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে পালাতে লাগল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে স্বল্প সংখ্যক মুহাজির আনসার ও পরিবার ভুক্ত লোক ছাড়া আর কেউ থাকল না। সবাই চলে যেতে লাগল। তিনি আব্বাস রা: কে বললেন তুমি এভাবে ডাক দাও হে আনসারগণ হে বাবলা বৃক্ষের নীচে শপথকারীগণ"। এ ডাক শুনে প্রত্যেকে লাব্বায়েক বলে সাড়া দিতে লাগল। একশত জনের মত সাহাবী জমায়েত হয়ে শত্রুর বিরূদ্ধে লড়তে থাকেন। হযরত আলী রা: হাওয়াযীন গোত্রের সেনাপতিকে আঘাত করে তার পা কেটে ফেললেন। যুদ্ধ প্রচন্ড আকার ধারণ করল। মুসলমানদের পরাজয়ের অবস্থা থেকে বিজয়ের দিকে এগিয়ে গেল।

খালীদ ইবনে ওয়ালীদ এক মহিলাকে হত্যা করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা শিশু, মহিলা, দিনমজুর ও দাসদাসীকে হত্যা করবে না।

আল্লাহ তায়ালা হুনাইন যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন "আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক যুদ্ধে সাহায্য করেছেন হুনাইনের যুদ্ধের দিনেও করেছেন। যখন তোমরা সংখ্যাধিক্যের জন্য গর্বিত ছিলে কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি, সেদিন বিশাল পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তোমরা পালিয়েছিলে। তারপর আল্লাহ শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনেন রাসুল ও মুমেনদের প্রতি। তার এমন বাহিনী পাঠান যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। আল্লাহ কাফিরদেরকে এভাবে শাস্তি দেন। বস্তুত কাফিরদের শাস্তি এটাই।" (তওবা)

তায়েফ যুদ্ধ

৮ম হিজরীতে হুনাইনের বিজয় শেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ অভিযানে বের হলেন। প্রথমে নাখলা, ইয়ামানিয়া হয়ে মুলাইহে গিয়ে বুহবাতুর রুগাতে গিয়ে মসজিদ নির্মাণ করে নামাজ পড়েন এবং তায়েফের কাছাকাছি গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। তায়েফ বাসীরা শহরের দরজা এমনভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল যাতে বাইরে থেকে কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। বর্তমানে আজ যেখানে তায়েফ মসজিদ অবস্থিত সেখানে সাহাবীদেরকে একত্রিত করে তায়েফ অবরোধ করলেন। সাকীফ গোত্রের লোকেরা তীর ও আগুনের

www.pathagar.com

পোড়ানো শেল নিক্ষেপ করলে বেশ কিছু সাহাবী শহীদ হন। এ পর্যায়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু সাকীফদের বাগান কেটে ফেলার নির্দেশ দিলে সাহাবীগণ তা কেটে ফেলে দেন।

অবরোধ চলাকালে তায়েফের কিছু সংখ্যক দাস ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাদের সকলকে মুক্ত করে দেন।

মোট ১২ জন সাহাবী তায়েফে শাহাদাত বরণ করেন, তন্মধ্যে কুরাইশ ৭ জন, আনসার ৪ জন এবং বনুলাইস গোত্রের ১ জন। বনু সাকীফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে বশীভূত করেন এবং বিনা যুদ্ধে সম্পদ (ফাই) লাভ করেন।

মুসলমানদের মধ্যে অনেকে বিনা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ উট ছাগল পাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। তিনি বললেন তিহামার বৃক্ষরাজির মত যদি আমাদের হাতে সম্পদ থাকত তাও আমি বিলিয়ে দিতাম। আমার মধ্যে কৃপণতা, ভীরুতা ও মিথ্যার লেশমাত্র তোমরা দেখতে পেতে না।

তিনি বেশীর ভাগ উট ছাগল সম্পদ কুরাইশদেরকে দিলেন এতে আনসাররা একটু ক্ষুদ্ধ হন। তিনি তাদেরকে বললেন হে আনসারগণ, তোমরা কি এতে খুশী নও যে লোকেরা উট ও বকরী নিয়ে যাক, আর তার বদলে তোমরা আল্লাহর রাসুলকে নিয়ে যাও। 'হে আল্লাহ আনসারদের প্রতি ও তাদের সন্তান সন্ততিদের উপর রহমত বর্ষণ কর।'

এই ভাষণ শুনে আনসারগণ এত কাঁদলেন যে তাদের দাঁড়ী ভিজে গেল এবং সবাই বলে উঠল আমাদের ভাগে আল্লাহর রাসুলকে পেয়েই সন্তুষ্ট।

জিরানা থেকে উমরা পালন

মক্কার শাসক হিসেবে আত্তাব ইবনে উসাইদকে নিয়োগ করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিরানা থেকে উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। ৮ম হিজরীতে তিনি ওমরাহ পালন করে মদীনায় যান। মদীনা যাবার আগে আত্তাব ইবনে উসাইদের সাথে মুয়াজ ইবনে জাবাল রাঃ কে মক্কায় রেখে যান নুতন মুসলমানদেরকে ইসলামের বিস্তারিত বিধি বিধান শিক্ষা দেয়ার জন্য। মক্কার শাসক আত্তাব ইবনে উসাইদ রাঃ মক্কার মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে সেই বছরেই হজ্জ্ব পালন করেন। মক্কার শিরক ও বিদআত থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষার কাজ খুব জোরে চালাতে থাকেন।

www.pathagar.com

শেষ যুদ্ধ তাবুক

৯ম হিজরীর রজব মাসে রোম অভিযানে বের হন। তখন যুদ্ধের জন্য পরিবেশ অনুকুলে ছিল না।

১। সময়টা ছিল গ্রীষ্মের প্রচন্ড ক্ষরতাপ।

২। দেশে চলছিল দূর্ভিক্ষ।

৩। অল্প যা কিছু ফসল (খেজুর) ছিল তা পেকে গিয়েছিল।

৪। ফল সংগ্রহ ও শীতল যায়গা অন্বেষনে ছিল সকলে ব্যস্ত।

৫। অন্য সময় যুদ্ধের স্থান গোপন রাখলেও এবার পরিষ্কার ভাবে কোথায় ও কাদের সাথে তা ঘোষণা করে দিলেন।

মুনাফিকরা যেতে ইতস্তত করেছিল এবং অনেক কথা বলেছিল যার কিছু কুরআন মাজিদে সুরা তওবায় উল্লেখ আছে।

মুনাফিকরা বলে, এত প্রচন্ড গরমে তোমরা সফরে যেও না, হে নবী তুমি বলে দাও, দোযখের আগুন সর্বাধিক গরম। তারা যদি তা বুঝতো তাহলে তা বলতো না। অতএব তারা যেন কম হাসে ও বেশী কাঁদে। তাদেরকে তাদের অপকর্মের শাস্তি পেতেই হবে।

ইতিহাসে ৭ জন মুসলমানকে ক্রন্দনকারী "বাকাউন" বলে উল্লেখ করা হয়। এই সাত জন সওয়ারীর বাহন সংগ্রহ করতে না পেরে জিহাদে যেতে না পারার দরুন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যান। সেই সাত জন হলেন ঃ-

১। সালেম ইবনে উমায়ের রাঃ

২। উলবা ইবনে যায়েদ রাঃ

৩। আবু লায়লা আব্দুর রহমান রাঃ

৪। আমর ইবনে হুমাম রাঃ

৫। আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল মুযানী রাঃ

৬। হারমী ইবনে আব্দুল্লাহ রাঃ

৭। ইরবাদ ইবনে সারিয়া রাঃ

মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক ও সংশয়বাদীদের নিয়ে মদীনায় ফিরে গেল। এই বাহিনীতেও বিপুল সংখ্যক লোক ছিল। বনু গিফার গোত্রের লোকদের মধ্য থেকে একদল এসে যুদ্ধে না যাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাদেরকে অনুমতি দেননি।

সানিয়াতুল ওয়াদাতে সেনাবাহিনী চালিত করলেন। বেশ কিছুদিন পর আবু খাইসামা রাঃ তার দুই স্ত্রীর সজ্জিত খাবার, ঠান্ডা পানি ও বিছানা উপেক্ষা করে

www.pathagar.com

যুদ্ধে রওয়ানা দেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মোবারকবাদ দিলেন ও তার জন্য দোয়া করলেন।

সামুদ জাতির এলাকা হিজর অতিক্রম করার সময় সেখানকার পানি কাউকে পান করতে, ওযু করতে নিষেধ করেন। আটা বানিয়ে থাকলে তা ঘোড়াকে খেতে দিতে বললেন। রাতে একাকী কাউকে বেরুতে নিষেধ করলেন। সকালে পানির অভাব হলে আল্লাহর ফজলে বৃষ্টি বর্ষিত হল এবং প্রয়োজনীয় পানি তারা সংগ্রহ করল।

যাত্রাপথে কেউ কেউ ফিরে যাচ্ছে এমন খবর আসলে আল্লাহর রাসুল বলেন "যেতে দাও, যদি তার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকে তাহলে সে ফিরে আসবে, আল্লাহ তাকে ফিরিয়ে আনবেন অন্যথায় তার ক্ষতি থেকে রেহাই দিলেন।"

তাবুক পৌঁছলে আয়লার শাসক জিজিয়া দিয়ে সন্ধি করলেন। এখানে সব কিছু ব্যবহার করতে পারবে, সকল পথ ব্যবহার করতে পারবে কেউ বাধা দিতে পারবে না। তাবুকে দশদিন অবস্থান করলেন, আর অগ্রসর হলেন না। জু সাককাক উপত্যাকায় একটা ক্ষুদ্র ঝরনার পানি নিষেধ সত্বেও কিছু মুনাফিক আগে গিয়ে তা পান করে ফেলে। জু সাককাক উপত্যাকায় দোয়া করে ঝর্ণা থেকে পানি পান করলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সকলেই পানি পান কর।

বনু সাকীফ এর ইসলাম গ্রহণ

৯ম হিজরীর রমজান মাসে তাবুক থেকে ফিরে আসার পর বনু সাকীফ এর প্রতিনিধি সাক্ষাত করতে আসে। উল্লেখ্য যে তায়েফ থেকে ফিরে আসার পর উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী আল্লাহর নবীর সাথে মিলিত হন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে ইসলাম প্রচারের অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, ওরা তোমাকে হত্যা করবে কিন্তু উরওয়া তার আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে বললেন "আমি তাদের কাছে নবজাতক শিশুর চেয়েও প্রিয়।"

যা হোক যখন তিনি নিজ জাতির কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলেন, তখন তাকে তীর নিক্ষেপ করল এবং তিনি শহীদ হলেন। তার শাহাদাতের খবর পেয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন সুরা ইয়াসীনের যে মুজাহিদের শাহাদাতের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে উরওয়া তার সাথে তুলনীয়।"

উরওয়ার শহীদ হবার ঘটনার পর তার গোত্র বনু সাকীফ পরামর্শ করল যে গোটা আরব জাতি যেখানে ইসলাম গ্রহণ করছে সেখানে বনু সাকীফ একাকী যুদ্ধ করে টিকে থাকতে পারবে না।

www.pathagar.com

বনু সাকীফ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার আগে কিছু শর্ত পেশ করেছিল। (এক) লাতের মুর্তিপুজা এক বছর করতে দিতে হবে। (দুই) তাদের মুর্তিগুলো নিজ হাতে ভাংতে তাদের বাধ্য না করা (তিন) নামাজ পড়তে বাধ্য না করা।

প্রথম ও তৃতীয়টি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। তাদেরকে তাদের নিজ হাতে মুর্তি ভাংতে বাধ্য করা হয়নি। আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ও মুগীরা ইবনে শুবা রাঃ কে মুর্তি ভাংগার জন্য পাঠান।

অতঃপর প্রতিনিধির সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলো।

প্রতিনিধি আগমনের সাল

নবম হিজরীকে প্রতিনিধি আগমনের সাল বলা হয়। মক্কা বিজয়, তাবুক বিজয় এবং বনু সাকীফের ইসলাম গ্রহণের পর আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে প্রতিনিধি আসা শুরু হয়।

আরবের সকল লোক বলতে গেলে কুরাইশদের ইসলাম গ্রহনের দিকে তাকিয়েছিল। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে কাবাঘরের রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়করা যখন ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করল তখন আর কেউ ইসলামের বিরোধিতা করার সাহস করে নাই। তখনই দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতে লাগল। সুরা নাসর নাজিলের মাধ্যমে এ কথাই আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা করে দিলেন।

"আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় যখন এসে গেছে এবং তুমি দেখছো যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে তখন প্রশংসা সহ তোমার প্রভূর পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল।

বনু তামীম ও সুরা হুজুরাত

মসজিদে নববীর কাছে এসে বনু তামীমের প্রতিনিধি দল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাড়ীর বাইরে থেকে তাকে উচ্চস্বরে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। বেরিয়ে আসুন, আমাদের সাথে দেখা করুন। তাদের মধ্যকার কবি কাব্যে তাদের বংশ গাথা তুলে ধরল। উত্তরে সাবিত ইবনে কায়েস এবং হাসান বিন সাবেত জবাব দিলেন। তারা এভাবে ডাকাডাকি করার পদ্ধতিটা আল্লাহ তায়ালার কাছে খুব অপছন্দনীয় হওয়ার ফলে সুরা হুজুরাতে বলে দেয়া হলঃ

www.pathagar.com

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ -

"নিশ্চয়ই যারা আপনাকে বাড়ীর বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এদেরকে নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করলেন। সাথে সাথে তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য বলে দিলেন। যদি তারা সবর করত, যে পর্যন্ত রাসুল বের না হন তাহলেই তাদের জন্য কল্যাণকর হত, আল্লাহ তায়ালা দয়াবান ও ক্ষমাশীল।

বনু আমের

বনু আমেরের তিন সদস্য প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিল।

১। আমের ইবনে তুফাইল

২। আরবাদ ইবনে কায়েস

৩। জাব্বার ইবনে সালামী

এ তিন জন বনু আমের গোত্রের বড় সন্ত্রাসী ও কুচক্রী নেতা ছিল।

তারা চক্রান্ত করেছিল আলাদাভাবে একজন যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কথা বলতে একটু দূরে নিবে তখন অন্যজন অস্ত্রের কোপ দিয়ে হত্যা করবে। তোফায়েল আলাদাভাবে কথা বলতে চাইলে তাকে ইসলাম গ্রহণের শর্ত দেয়া হল। সে তা প্রত্যাখান করলে তার সাথে আলাদাভাবে কথা বলার কাজটি প্রত্যাখাত হল।

তোফায়েল যাবার সময় হুমকী দিয়ে গেল–

"দেখে নিও আমি বিরাট এক বাহিনী নিয়ে তোমার উপর হামলা চালাবো"

তিনজনের দু'জনই আল্লাহর অভিশাপে অভিশপ্ত মৃত্যুবরণ করে। তুফাইলের ঘাড়ে প্লেগ হয়ে মারা পড়ে পথের মধ্যেই। আর বাকী দু'জন যখন তোফাইলকে সমাধিস্থ করে ফিরে আসল তখন তাদের গোত্র জিজ্ঞেস করল "তোমরা কি করে আসলে?" জবাবে আরবাদ বললো "কিছুই না সে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এমন এক সত্তার ইবাদত করার আহবান জানিয়েছে যাকে নাগালে পেলে আমি তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করতাম।" এ কথা বলার দু'দিন পর আল্লাহ তার উপর আকাশ থেকে বজ্রপাত নিক্ষেপ করে উটসহ আরবাদকে

www.pathagar.com

জ্বালিয়ে ছাই করে দিলেন। এই আরবাদ ছিল কবি লবীদের ভাই। বনু আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দল জারুদ ইবনে আমরের নেতৃত্বে আগমন করে ইসলাম গ্রহন করেন। প্রতিনিধি দলের কয়েকজন পরে তাদের পূর্ব ধর্মে ফিরে গেলেও জারুদ ইবনে আমর মৃত্যু পর্যন্ত ভাল মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করে গেছেন।

বনু হানীফা

বনু হানীফা প্রতিনিধিদল মুসাইলামা কাজ্জাবসহ আগমন করে, মুসাইলামা কাপড়ে মুখ ঢেকে কিছু প্রার্থনা করল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তুমি যদি আমার কাছে খেজুর গাছের শুকনা ডালটিও চাও "তাও আমি তোমাকে দিব না।" তারা ইয়ামামায় পৌঁছা মাত্র মুসাইলামা ইসলাম ত্যাগ করে এবং ভন্ড নবীর দাবী করে। সে নামাজ মাফ করে দেয়, মদ ও ব্যভিচারকে হালাল বলে ঘোষনা করে। বনু হানিফা গোত্র তার এ মনগড়া দাবী মেনে নেয়।

আদী ইবনে হাতিমের ইসলাম গ্রহণ

হাতিমের পুত্র আদী একজন সম্ভ্রান্ত খৃষ্টান ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এত ঘৃণা করত যে, অন্য কেউ এত বেশী ঘৃণা করত না। হাতিমের পুত্র আদী বর্ণনা করেছে তিনি আমাকে নিয়ে তার বাড়ী অভিমুখে রওয়ানা হলেন। পথের মধ্যে তাঁর সাথে এক বৃদ্ধা মহিলার দেখা হল। সে তাঁকে দাঁড়াতে বলল। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থেকে বৃদ্ধার নানা ধরনের অভাব অভিযোগের কথা শুনতে থাকলেন। তা দেখে আমি মনে মনে বললাম আল্লাহর কসম। এ লোক কোন রাজা বাদশাহ হতে পারে না।

অত:পর তিনি আমাকে নিয়ে তার বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। তিনি আমাকে একটা খেজুর ছালের তৈরী চামড়ার গদীতে বসতে দিলেন। আমি বললাম আপনি বসুন তিনি বললেন না তুমি বস। আমি তাতে বসলাম আর তিনি বসলেন মাটিতে। মেহমানদারী আমাদেরকে এখান থেকে শিখতে হবে।

তিনি আমাকে আরো বললেন, মুসলমানদেরকে গরীব দেখে তুমি ইসলামে প্রবেশ করছ না। আল্লাহর কসম সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন ব্যাবিলনের শ্বেত প্রাসাদগুলো মুসলমানদের দখলে চলে আসবে।

এরপর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।

www.pathagar.com

প্রতিনিধি দলে যারা এসেছিলেন

এক. ফারওয়া ইবনে মুসাইক মুরাদী।
দুই. বনু যুবাইদের প্রতিনিধি দলের নেতা আমর ইবনে মাদী ইয়ার কাব।
তিন. কিন্দার প্রতিনিধি দলের নেতা আসয়াস ইবনে কায়েস।
চার. আযদ গোত্রের প্রতিনিধি দলের নেতা সুরাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আযদী।
পাঁচ. হিময়ার বাজাদের পক্ষ থেকে ইসলাম গ্রহণের খবর নিয়ে যে সব দুত এসেছিলেন–
ক. হারেস ইবনে আব্দে কুলাল
খ. নুয়াইস ইবনে আব্দে কুলাল
গ. নুমান কারল।
তাবুক অভিযান থেকে ফিরে আসার সময় এসব দূত আগমন করে।

দূত মারফত দাওয়াত

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়াজ ইবনে জাবালকে ইয়েমেনে দূত হিসেবে পাঠান। দূত পাঠানোর সময় মুয়াজকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা হল ঃ
ক) সহজভাবে ইসলামের দাওয়াত পেশ করবে, কঠিন ভাবে নয়।
খ) তাদের মনে আশার আলো জাগাবে। তাদেরকে ভীত শ্রদ্ধ করে দিবে না।
গ) তাদের আহলে কিতাবের একটি গোষ্ঠীকে বলবে "আল্লাহ এক ও তার কোন শরীক নেই" এই সাক্ষ্য প্রদানই জান্নাতের চাবি।

যাকাত অফিসার

যাদেরকে বিভিন্ন এলাকায় যাকাত সংগ্রহের জন্য অফিসার হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ঃ
ক) সানআ এলাকায়- মুহাজির ইবনে আবু উমাইয়া।
খ) হাদরা মাউতে- জিয়াদ ইবনে লাবীদ
গ) বনু তাঈ ও বনু আসাদ গোত্রে- আদী ইবনে হাতেম
ঘ) বনু হানযালা গোত্রে- মালিক ইবনে নুয়াইরা
ঙ) বনু সা'দ গোত্রে- যাবারকান ইবনে বদর
চ) নাজরানে- আলী ইবনে আবু তালেব।

মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার

কিয়ামতের আগে ত্রিশজন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং তারা প্রত্যেকেই নবুওয়াতের দাবীদার হবে।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় দু'জন মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করেছে। তারা হলো ঃ

www.pathagar.com

এক. মুসাইলামা ইবনে হাবীব- ইয়ামামা অঞ্চলের বনু হানিফা গোত্রের লোক।

দুই. আসওয়াদ ইবনে কা'ব আনসী- ইয়ামানের সানআ অঞ্চলের লোক।

দশম হিজরীতে মুসাইলামা মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করে লিখেছিল যে তাকে নবুওয়াতের অংশীদার করা হয়েছে এবং পৃথিবীর অর্ধেক ভাগ কুরাইশদের দেয়া হয়েছে এবং বাকী ভাগটা তাকে দেয়া হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে লিখেছিলেন। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত হিদায়াতের অনুসারী তার উপর সালাম। জেনে রেখ, পৃথিবী সম্পূর্ণই আল্লাহর। তিনি তার বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে করেন পৃথিবীর কর্তৃত্ব দেন। আর আখেরাতের সাফল্য তাদের জন্য যারা মুত্তাকী, আল্লাহকে ভয় করে।"

বিদায় হজ্জ

জীবনের শেষ হজ্জ ছিল বিধায় এ হজ্জকে বিদায় হজ্জ বলা হয়। জিলকদ মাসের পাঁচদিন বাকী থাকতে তিনি হজ্জ পালনের জন্য রওয়ানা দেন।

হজ্জে রওয়ানা দেয়ার সময় তিনি যা বলেছিলেন–

এক. সকলকে হজ্জের নিয়মকানুন শিক্ষা দেন এবং সেভাবে হজ্জ করতে বলেন।

দুই. এ বছরের পর এ স্থানে সম্ভবত তোমাদের সাথে আর মিলিত হতে পারবো না।

তিন. অন্যের জান, মাল ইজ্জতের ক্ষতি সাধন করা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম হয়ে গেল।

চার. তোমাদেরকে শীঘ্রই আল্লাহর কাছে হাজির হয়ে কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

পাঁচ. তোমাদের কাছে গচ্ছিত জিনিস তার মালিকের কাছে ফেরৎ দিয়ে দিবে।

ছয়. সকল সুদ রহিত করা হল। তোমরা শুধু মূলধন পাবে।

সাত. তোমরা জুলুম করবে না, জুলুমের শিকারও হবে না।

আট. জাহেলী যুগের খুনজখমের প্রতিশোধ রহিত করা হল।

নয়. তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে শয়তান সম্পর্কে সাবধান।

দশ. আল্লাহর ঘোষিত বৈধ কাজকে অবৈধ করার এবং অবৈধ কাজকে বৈধ করার কোন সুযোগ নেই। বার মাসই আল্লাহর, তন্মধ্যে চারটি মাস নিষিদ্ধ।

এগার. নারীদের ব্যাপারে সচেতন থাকবে। তারা তোমাদের কাছে অক্ষম বন্দী স্বরূপ, আমানত স্বরূপ, তাদেরকে আল্লাহর বিধান অনুসারেই বৈধ করে নিয়েছ। তাদের মঙ্গলকামী থাক।

www.pathagar.com

বার. দু'টি জিনিষ শক্ত ভাবে ধরে থেক, তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। রেখে যাওয়া দু'টি জিনিষ শক্ত ভাবে ধরে থেক, তাহলে তোমরা পথ ভ্রষ্ট হবে না। রেখে যাওয়া দু'টি জিনিষ হল, আল্লাহর কিতাব ও তার রাসুলের সুন্নাহ।
তের. প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই। কোন ভাইএর জিনিষ খুশী মনে দান করা ছাড়া নেয়া অবৈধ।
চৌদ্ধ. তোমরা যারা উপস্থিত আছ অনুপস্থিত লোকদের কাছে আমার কথাগুলো পৌঁছে দিও।
তিনি সকলকে সম্বোধন করে বলার পরে আল্লাহর কাছে তার দায়িত্ব পালনের অনুভূতি ব্যক্ত করলেন।
হে আল্লাহ আমি কি তোমার দ্বীন মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছি?"
উপস্থিত লোকেরা বলল "হে আল্লাহ, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে তোমার দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন।
তিনি বললেন "হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাক।"

হজ্জ থেকে ফিরে

মদীনায় গিয়ে জিলহজ্জের বাকী দিনগুলো, মহররম ও সফর মাস কাটালেন। তারপর তার আজাদকৃত গোলাম উসামা বিন যায়েদ এর নেতৃত্বে সিরিয়ায় একটি বাহিনী পাঠালেন। তাকে ফিলিস্তিনের বালকা ও দারুম অঞ্চল অধিকার করার নির্দেশ দিলেন। প্রথম হিজরতকারী সকল মুহাজির তার সাথে যাত্রা করলেন।

বিভিন্ন এলাকায় দূত প্রেরণ

একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম লোকদের বললেন, তোমরা ঈসা আঃ এর সহচরগণের মত আমার বিরুদ্ধাচারণ করো না। ঈসা আঃ এর সহচরগণ কিরূপ বিরুদ্ধাচারণ করতো জানতে চাইলে তিনি বললেন আমি তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে বলি তিনিও তাই বলতেন। কিন্তু তিনি যখন কাউকে নিকটবর্তী কোন জায়গায় পাঠাতে চাইতেন, তখন সে তাতে সম্মত হতো। কিন্তু যখন দূরবর্তী কোথাও পাঠাতে চাইতেন তখন সে মুখ ভার করতো ও গড়িমসী করতো।

বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাহদের কাছে দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে দাওয়াতী চিঠি নিয়ে যাদেরকে দূত করে পাঠিয়ে ছিলেন তারা হলেন ঃ

www.pathagar.com

১। দেহইয়া ইবনে কালবীকে-রোম সম্রাটের কাছে।
২। আব্দুল্লাহ ইবনে হোযাফা সাহমীকে-পারস্য সম্রাটের কাছে।
৩। আমর ইবনে উমাইয়া দামরীকে-আবিসিনিয়ার সম্রাটের কাছে।
৪। হাতিব ইবনে আবু বালতায়াকে-আলেক জান্দ্রিয়ার সম্রাটের কাছে।
৫। আমর ইবনে আস সাহমীকে-ওমানের দুই সম্রাটের কাছে।
৬। সালীত ইবনে আমরকে-ইয়ামামার দুই সম্রাটের কাছে।
৭। আলা ইবনে হাদরামীকে-বাহরাইনের সম্রাটের কাছে।
৮। শুজা ইবনে ওয়াহাব আসাদী কে-সিরীয় সীমান্ত রাজ্যের সম্রাটের কাছে উপরে তালিকায় বর্ণিত দূতগণ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র প্রধানের কাছে বার্তা বহন করে নিয়ে যান।

মিশরের রাজার কাছে চিঠি ঃ ইন্টারনেট থেকে

Letter of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Oa Sallam to Muqauqas, the ruler of Egypt. (Meaning of arabic letter)

In the name of Allah, the most merciful the compassionate. From : Muhammad the servant of Allah and His Messenger.

To, Muqauqas the leader of great copts (of Egypt)

Peace be on him who follows the guidance of Allah. I invite you to Islam. Accept Islam and be saved. Allah will reward you twice. But if you turn away, you will be held responsible for what ever ill falls before the copt- O People of the Book! Come to this declaration common between us and you "that we do not worship other than Allah, (One God) we do not associate with Him any partner, and (that) some of us shall not take others lords beside Allah, but if you turn back then say, Bear witness that we are muslims (full submitted to Allah).

Life of prophet Muhammad
by M. Shamsul Haque Ph. D. Page 84-85
www. muhammad.net.

www.pathagar.com

অসুখের সূচনা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ অভিযান হিসেবে যখন যায়ীদ ইবনে হারেসার পুত্র উসামাকে সিরিয়ায় প্রেরণ করে ফিলিস্তিনের বালকা ও দারুম এলাকা দখল করার নির্দেশ দিচ্ছিলেন তখনই তার মধ্যে অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দেয়। অসুখ শুরু হয় সফর মাসের শেষ অথবা রবিউল আওয়ালের প্রথম তারিখে। অসুখের সুচনা হয়েছিল এভাবে যে তিনি একদিন গভীর রাতে মদীনার কবরস্থান বাকীউল গারকাদে যান এবং মৃতদের জন্য এস্তেগফার করেন। পরের দিন থেকেই তিনি রোগযাতনার শিকার হন। কবরস্থান বাকীউল গারকাদে সফরের সময় সঙ্গী ছিলেন আজাদকৃত গোলাম আবু মুয়াইবিয়া। তিনি আবু মুয়াইবিয়াকে সম্বোধন করে বলেছিলেন "আল্লাহ আমাকে ধনসম্পদ স্থায়ীভাবে ভোগ, জান্নাত ও আল্লাহর সাক্ষাত লাভ এ তিনটির মধ্যে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিয়েছেন।

আজাদকৃত গোলাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ধনসম্পদ স্থায়ীভাবে ভোগ ও জান্নাত নেয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত ও জান্নাত এ দুটি গ্রহণ করেছেন।

রোগ যন্ত্রনা বৃদ্ধির সময় তিনি পালাক্রমে থাকার ভাগ পেয়েছিলেন মায়মুনার (রা:) ঘরে। তিনি সকল স্ত্রীকে ডেকে হযরত আয়েশার ঘরে থাকার ও সেবা পাওয়ার অনুমতি নিলেন। সকলেই অনুমতি দিলেন।

জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো হযরত আয়েশার রা: ঘরেই কেটেছিল। তাঁর শেষ কথা ছিল "ইয়া রাফিকুল আ'লা আল্লাহুম্মাগফিরলি" - হে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু আল্লাহ আমাকে মাফ করো।" মিশওয়াক করে কোলে মাথা রেখে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ সেখানেই করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। আমরা নিশ্চয় সকলে আল্লাহর জন্য এবং তাঁর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

স্ত্রীগণের পরিচিতি

মোট স্ত্রীর সংখ্যা তের। তার ইন্তেকালের সময় নয়জন বেঁচে ছিলেন। দু'জন আগেই ইন্তেকাল করেন এবং দুই জনের সাথে বিয়ে হলেও তারা গৃহীনী হননি। যে নয়জন জীবিত ছিলেন তাঁর মৃত্যুর সময়ঃ

এক. হযরত আয়েশা রা: বিনতে আবু বকর রা:

দুই. হযরত হাফসা রা: বিনতে ওমর ইবনুল খাত্তাব রা:

www.pathagar.com

তিন) হযরত উম্মে হাবীবা রা: বিনতে আবু সুফিয়ান ইবনে হাবিব রা:

চার) হযরত উম্মে সালমা রা: বিনতে আবু উমাইয়া রা:

পাঁচ) হযরত সাওদা রা: বিনতে যামআ ইবনে কায়েস রা:

ছয়) হযরত যায়নাব রা: বিনতে জাহাস রা:

সাত) হযরত মাইমুনা রা: বিনতে হারেস ইবনে হাযন রা:

আট) হযরত জুয়াইরিয়া রা: বিনতে হারেস ইবনে আবু দিরার রা:

নয়) হযরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতার রা:

উল্লেখ্য যে, সকল বিয়েই ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা, উম্মাতের কল্যাণ ও আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাই সম্পন্ন হয়।

জীবন বৃত্তান্ত

মক্কার জীবন

নুবূওয়াতের পূর্ববর্তী জীবন ঃ

(১-২৫ বছর বয়োক্রম) ঃ দুঃখ ও দারিদ্রের মাঝে সততার জীবন।

২৫-৪০ বছর বয়োক্রম ঃ

সংসার জীবন হিরা গুহায়- সাধনার জীবন।

নুবূওয়াতের পরবর্তী জীবন ঃ

৪০-৫২ বছর বয়োক্রম ঃ

শক্তি ও সম্পদ হীন সময়ে সহ্য ও ধৈর্য্যের জীবন।

মদীনার জীবন

৫৩-৬৩ বছর বয়োক্রম ঃ

শক্তি ও সমৃদ্ধির মাঝে ক্ষমা ও দয়ার জীবন, ত্যাগ ও তিতিক্ষার জীবন।

এক নজরে মহানবী

১. জন্ম ঃ সোমবার ১২ই রবিউল আউয়াল ২৯ শে আগষ্ট (৮ই জুন) ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে।
২. ১-৫ বছর ঃ ধাত্রীমা হালিমার ঘরে।
৩. ৬ষ্ঠ বছরে ঃ মা হারা শিশু বালক।
৪. ৬ষ্ঠ-৭ম বছর ঃ দাদা আব্দুল মুত্তালিবের নিকট।
৫. ৮ম-২৫শ বছরঃ চাচা আবুতালিবের নিকট।

www.pathagar.com

৬. ২৫ বছরেঃ বিবি খাদীজার সাথে বিয়ে বন্ধন।

৭. নবূওয়াত (ওয়াহীর আগমন) লাভঃ ১৭ই রমজান, ১লা ফেব্রুয়ারী ৬১০ খ্রীঃ ৪০ বছর বয়সে।

৮. মক্কায় ঃ নুবুওয়াতের পর প্রথম ১৩ বছর পূর্ণ সমাজ সংস্কারে এক আল্লাহ ও সৎ জীবন যাপনের জন্য আহবান।

৯. নবুওয়াতের ৫ম বর্ষ ঃ ১৫ জনের আবিসিনিয়ায় (বর্তমানে ইথিওপিয়া) হিজরত (৬১৪ খ্রীঃ)।

১০. নবুওয়াতের ১০ম বর্ষ ঃ তায়েফের পথে নির্যাতিত নবী। এই বছরেই মি'রাজ, নামাজ প্রবর্তিত (৬১৯ খ্রীঃ)।

১১. নবুওয়াতের ১৩শ বছর ঃ- ৬২২ খ্রীঃ হিজরী সনের প্রথম বর্ষ (৬২২ খ্রীঃ)। মহানবীর মদীনায় হিজরত (গমন)।

১২. হিজরীর ১ম বর্ষ ঃ মদীনায় মসজিদে নববী স্থাপন এবং পাঁচ (ওয়াক্ত) নামাজ নির্ধারিত।

১৩. হিজরীর ২য় বর্ষ ঃ "আযান" প্রবর্তিত, যাকাত ও রোযা নির্ধারিত, বদর যুদ্ধ।

১৪. হিজরীর ৩য় বর্ষ ঃ এই বছরে উহুদ যুদ্ধ।

১৫. হিজরীর ৬ষ্ঠ বর্ষ ঃ "পর্দা প্রবর্তিত" 'হজ্জ' নির্দেশিত, খন্দকের যুদ্ধ। এই বছরেই বিখ্যাত হুদাইবিয়ার সন্ধি।

১৬. হিজরীর ৭ম বর্ষ ঃ খয়বার জয়, মদ নিষিদ্ধকরণ ৬২৯ খ্রীঃ।

১৭. হিজরীর ৮ম বর্ষ ঃ মক্কা বিজয় (৬৩০ খ্রীঃ) ৬ই জানুয়ারী, তায়েফ ও হুনাইনের যুদ্ধ।

১৮. হিজরীর নবম বর্ষ ঃ তাবুক অভিযান।

১৯. হিজরীর ১০ম বর্ষ ঃ ১ লক্ষ ৪০ হাজার ভক্তসহ মহানবীর বিদায় হজ্জ।

২০. হিজরীর ১১শ বর্ষ ঃ ৬৩ বছর বয়সে সোমবার ১২ই রবিউল আউয়াল, ৮ই জুন ৬৩২ খ্রীঃ পরলোক গমন।

২১. সমগ্র জীবন কাল ঃ ২২,৩৩০ দিন ৬ ঘন্টার মতো।

২২. মহানবীর মুত্তাকী সৎ খলিফাগণ ঃ হযরত আবু বকর বিপদের দিনে ইসলামের প্রকৃত রক্ষাকারী। হযরত উমর ফারুক ইসলামী রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। হযরত উসমান কুরআন শরীফ একত্রকারী। হযরত আলী জ্ঞানের দরজা আসাদুল্লাহ আল্লাহর সিংহ অর্থাৎ মহাজ্ঞানী ও মহাবীর।

www.pathagar.com

এক নজরে মহানবীর জীবনপঞ্জি

সন ও তারিখ	বয়স	ঘটনা
* ৫৭০ খ্রীঃ ২৯শে জানুয়ারী	জন্মের ৭ মাস পূর্বে	পিতার মৃত্যু
* ৫৭০ খ্রীঃ ১০শে জুলাই	জন্মের ৫০ দিন পূর্বে	আবরাহার মক্কা অবরোধ।
* ৫৭০ খ্রীঃ ২৯শে আগষ্ট ১২ই রবিউল আউয়াল		জন্ম গ্রহণ
* ৫৭০ খ্রীঃ ১২ই সেপ্টেম্বর	১৪ দিন বয়সে	প্রতিপালনের জন্য হালিমার ক্রোড়ে।
* ৫৭৫ খ্রী ঃ ৩০ শে আগষ্ট	৬ বছর বয়সে	মাতার মৃত্যু।
* ৫৭৮ খ্রীঃ ১০ই অক্টোবর	৮ বছর ২ মাস ১০ দিন	দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যু।
* ৫৮২ খ্রীঃ ১১ই অক্টোবর	১২ বছর ২ মাস ১০ দিন	চাচার সাথে সিরিয়া যাত্রা।
* ৫৮৪ খ্রী ঃ ২রা সেপ্টেম্বর	১৪ বছর বয়সে	ফুজ্জার যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং হিলফুল ফুজুল নামক সমিতির প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

সন ও তারিখ	বয়স	ঘটনা
* ৫৯৩ খ্রীঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর/১৬ই যিলহজ্জ	২৩ বছর বয়সে	বিবি খাদীজার বাণিজ্য কাফেলার ভার গ্রহণ।
* ৫৯৫ খ্রীঃ ১৪ই নভেম্বর	২৫ বছর দুই মাস ১০ দিন	খাদীজা (রাঃ) এর সাথে বিয়ে।
* ৬০০ খ্রীঃ ৬ই সেপ্টেম্বর	৩০ বছর বয়সে	আল-আমীন উপাধি লাভ।
* ৬০৫ খ্রীঃ	৩৫ বছর বয়সে	কা'বা ঘরের সংস্কারে অংশগ্রহণ এবং হযরত আলীর প্রতি পালন ভার গ্রহণ।
* ৬০৭ খ্রীঃ	৩৭ বছর বয়সে	হিরা পর্বত গুহায় ধ্যান জীবনের শুরু।
* ৬১০ খ্রীঃ মুতাবিক ৮ই রবিউল আউয়াল	৪০ বছর ১ দিন	প্রথম অহী লাভ
* ৬১০-৬১৩ খ্রীঃ	৪০-৪৩ বছর বয়সে	গোপনে ইসলাম প্রচার। খাদীজা আবুবকর, আলী, যাইদ, উসমান, যুবাইর, তালহা, আব্দুর রহমান, ইবনে আউফ, সা'দ ইবনে আবি আক্কাস, আবু উবাইদা, সাইদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, খাব্বাব, বিলাল প্রমুখ সহ ৪০ জন নর-নারীর ইসলাম গ্রহণ।
* ৬১৪ খ্রীঃ	৪৪ বছর বয়সে	প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার
* ৬১৫ খ্রীঃ মুতাবিক রজবমাস	৪৫ বছর বয়সে	মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দান।

www.pathagar.com

সন ও তারিখ	বয়স	ঘটনা
* ৬১৬ খ্রীঃ	৪৬ বছর বয়সে	হযরত হামজা ও হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ।
* ৬১৬/১৭ খ্রীঃ	৪৭ বছর বয়সে	চন্দ্র দ্বি-খন্ডিতকরণ ও শিবে আবুতালিবের অবরোধ জীবনের শুরু।
* ৬১৯/২০ খ্রীঃ	৫০ বছর বয়সে	অবরোধ জীবনের সমাপ্তি, আবুতালিবের ইন্তেকাল, জননী খাদীজা (রা:) এর মৃত্যু।
* ৬২০ খ্রীঃ	৫০ বছর বয়সে	ধর্ম প্রচারের জন্য তায়েফ গমন ও চরম নির্যাতন। জননী আয়েশার সাথে বিয়ে।
* ৬২১ খ্রীঃ	৫১ বছর বয়সে	মি'রাজের ঘটনা।
* ৬২১-৬২২ খ্রীঃ	৫১-৫২ বছর বয়সে	মদীনাবাসীদের ইসলাম গ্রহণ আরম্ভ। ১৮ জন মদীনাবাসীর ইসলাম গ্রহণ।
* ৬২২ খ্রীঃ	৫৩ বছর বয়সে	৭২ জন মদীনাবাসীর ইসলাম গ্রহণ আকাবার শপথ।
* ৬২২ খ্রীঃ	৫৩ বছর বয়সে	মদীনায় হিজরত; হিজরী সন আরম্ভ, আউস ও খাজরাজ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ, মসজিদে নববী নির্মাণ।
* ৬২৩ খ্রীঃ ১ম হিঃ	৫৪ বছর বয়সে	আযান প্রথা প্রবর্তন।
* ৬২৩ খ্রীঃ ২য় হিঃ	৫৪ বছর বয়সে	কা'বা শরীফকে কিবলা নির্ধারণ।
* ৬২৪ খ্রীঃ ২য় হিঃ ১৭ই রমজান	৫৫ বছর বয়সে	বদরের যুদ্ধ

www.pathagar.com

সন ও তারিখ	বয়স	ঘটনা
* ৬২৫ খ্রীঃ ৩য় হিঃ ১১ই শাওয়াল	৫৬ বছর বয়সে	উহুদের যুদ্ধ, বনী আমিরের প্রবঞ্চনা।
* ৬২৬ খ্রীঃ ৫ম হিঃ	৫৮ বছর বয়সে	খন্দকের যুদ্ধ।
* ৬২৮ খ্রীঃ.৬ষ্ঠ হিজরী	৫৯ বছর বয়সে	হুদাইবিয়ার সন্ধি।
* ৬২৮ খ্রীঃ ৬ষ্ঠ হিঃ	৫৯ বছর বয়সে	বিশ্বের রাজন্য বর্গকে ইসলামের দাওয়াত পেশ।
* ৬২৮ খ্রীঃ ৭ম হিঃ মহররম	৬০ বছর বয়সে	খয়বারের যুদ্ধ, যয়নাব কর্তৃক হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিষ প্রয়োগ।
* ৬২৯ খ্রীঃ ৭ম হিঃ যিলকাদ মাস	৬০ বছর বয়সে	হজ্জ্ব যাত্রা ও মক্কায় তিন দিবস অবস্থান।
* ৬২৯ খ্রীঃ ৮ম হিঃ জিলক্বাদ মাসঃ	৬১ বছর বয়সে	মুতার যুদ্ধ, মক্কা বিজয়।
* ৬৩০ খ্রীঃ ৮ম হিঃ ১০ই শাওয়াল	৬১ বছর বয়সে	হুনাইনের যুদ্ধ।
* ৬৩০ খ্রীঃ ৯ম হিঃ রজব/রমজান	৬২ বছর বয়সে	তাবুক অভিযান, প্রথম হজ্জ্ব আদায় তাঈ গোত্রের বশ্যতা স্বীকার।
* ৬৩১ খ্রীঃ ৯ম হিঃ	৬২ বছর বয়সে	প্রতিবেশীগণের আগমন দূত বর্ষ।
* ৬৩২ খ্রীঃ ৭ই মার্চ ১০ম হিঃ	৬৩ বছর বয়সে	বিদায় হজ্জ্ব; শেষ খুৎবা।
* ৬৩২ খ্রীঃ মে মাস ১১শ হিঃ ১২ই রবিউল আওয়াল	৬৩ বছর বয়সে	ইন্তিকাল।

www.pathagar.com

ঘটনা পঞ্জী

হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে ঈসা আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত একলক্ষ চব্বিশ হাজার, মতান্তরে দুইলক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল পৃথিবীতে তাশরীফ এনেছেন। তারা এসেছেন যাঁর যাঁর কওমের কাছে কিংবা নির্দিষ্ট কোন জন পদের মানুষের কাছে তাওহীদের বাণী পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে এবং পথহারা মানুষকে সঠিক পথ দেখাবার জন্যে। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের ৫৬৯ বছর পর সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্যে গোটা মানব জাতির জন্যে তাশরীফ আনলেন সাইয়েদুল মুরসালীন, রহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামুন নাবীয়ীন, সরওয়ায়ে কায়িনাত হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর আবির্ভাব কালছিল আইয়ামি জাহীলিয়াতের কালো অমানিশায় আচ্ছন্ন। অজ্ঞতা, অন্ধত্ব আর অন্ধকারে ভরপুর। তিনি এলেন ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদীকের সময় আরবের মক্কা নগরীতে আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম (আ:) এর বংশ ধারায় উদ্ভূত বিখ্যাত কুরাইশ খান্দানের হাশিমী গোত্রে। পিতার নাম আব্দুল্লাহ। দাদার নাম আব্দুল মুত্তালিব। (আব্দুল মুত্তালিব পর পর ছয়টি বিয়ে করেছিলেন। এদের মধ্যে দ্বিতীয় জনের নাম ফাতিমা বিনতে আমর বিন আয়েব। এর গর্ভে ছয় কন্যা ও চার পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। চার পুত্রের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ ছিলেন আমাদের প্রিয় নবীজীর পিতা আব্দুল্লাহ)। মাতার নাম আমিনা। তিনি যখন মায়ের হেরেম মুবারকে তখন তার আব্বা আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। এই পৃথিবীতে তিনি এলেন ইয়াতিম অবস্থায়।

তার জন্মের ৫০ দিন পূর্বে মহররম মাসে ইয়ামিনের খ্রীষ্টান বাদশাহ আবরাহা কা'বা শরীফ ধ্বংস করবার কুমতলব চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এক হস্তী বাহিনী নিয়ে মক্কা শরীফে আক্রমণ করতে আসে। মক্কা শরীফ থেকে ৪/৫ মাইল দুরে এসে সে ঘাটি স্থাপন করে। তার বাহিনীতে কয়েকটি হাতীও ছিল। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আবরাহার কুমতলব বিনাশ করে দেন। এক ঝাঁক আবাবীল ছোট ছোট কংকর বয়ে এনে আবরাহার বাহিনীর ওপর নিক্ষেপ করে। কংকরাঘাতে বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। কুরআন মজীদে সুরা ফীলে সেই ঘটনা বিবৃত রয়েছে। এ ঘটনাকে স্মরণ করে আরব দেশে আমুলফীল বা হস্তীর সন গণনা চালু ছিল বেশ কিছুকাল।

আমুল-ফীলের রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার সুবহে সাদীকে জন্ম গ্রহণ করলেন, মা আমিনার জীর্ণ কুটিরে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

www.pathagar.com

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ৬৩ বছরের বিরাট মহান জীবনে ইতিহাসের প্রতিটি ক্ষণ ও মুহূর্তের ঘটনা অতি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমন্ডিত। তাঁর জীবনেতিহাস ও জীবনাদর্শে লুকিয়ে আছে আমাদের জন্যে সুন্দর আদর্শ। তাঁর মহান জীবনেতিহাসের প্রধান ঘটনাবলী থেকে বিশেষ কিছু ঘটনার বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল ঃ

৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ/ ১ হস্তী সন

১২ রবিউল আউয়াল সোমবার অতি প্রত্যূষে তাঁর জন্ম।

১৮ই রবিউল আউয়াল রোববার আকীকা। মাতা স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে সন্তানের নাম রাখলেন আহমদ। দাদা নাম রাখলেন মুহাম্মদ।

২৬শে রবিউল আউয়াল শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আরবের উচ্চ খান্দানের রিওয়াজ অনুসারে ধাত্রী মাতা হালীমা সা'দীয়ার কাছে দিয়ে দেওয়া হয় দু'বছরের জন্যে।

পাঁচ মাস বয়সে হাঁটা শেখেন। নয় মাস বয়সে কথা বলতে শুরু করেন।

৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ/ ২ হস্তী সন

দুই'বছর পূর্ণ হওয়ায় হযরত হালীমা সা'দীয়া রাজিআল্লাহু তা'আলা আন্হা শিশু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে মক্কায় মাতা আমিনার কোলে ফিরিয়ে দিতে নিয়ে আসেন। মক্কায় তখন দারুণ মহামারী আকারে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় মাতা আমিনা শিশুকে মক্কায় রাখা সমীচীন মনে করলেন না। ধাত্রী মাতা হালীমা শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বুকে নিয়ে ফেরত এলেন।

৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দ/৪ হস্তী সন

প্রথম সীনা চাক বা বক্ষ বিদারণ ঘটনা। হালীমা সাদীয়া শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ফেরত দিয়ে গেলেন মাতা আমিনার কোলে।

৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ/৬ হস্তী সন

ছয় বছর বয়সে উপনীত। আম্মা আমিনার সংগে আব্বা আবদুল্লাহর মাযার জিয়ারত করতে ইয়াসরিবে গমন। মাসাধিকাল ইয়াসরিবে নানা বাড়ি আম্মার

www.pathagar.com

সাথে অবস্থান। প্রত্যাবর্তনকালে আবওয়া নামক স্থানে আম্মা আমিনার ইন্তেকাল। আবওয়াতে মাতা আমিনার দাফন। মাতৃবিয়োগ শোকে মুহ্যমান শিশু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ধাত্রী উম্মে আয়মানের সংগে মক্কা প্রত্যাবর্তন। দাদা বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিবের নিরাশ্রয় ইয়াতীম পৌত্রের ভরণ-পোষণের যাবতীয় ভার গ্রহণ।

৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দ/৮ হস্তী সন ঃ

১২০ বছর বয়সে দাদা আবদুল মুত্তালিবের ইন্তেকাল। ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে দাদা আবদুল মুত্তালিব শিশু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ভার প্রদান করেন চাচা আবু তালিবকে।। দাদার গৃহ থেকে চাচা আবু তালিবের গৃহে আগমন।

৫৭৮-৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ/৮-৯ হস্তী সন

মক্কাবাসী কর্তৃক আল আমীন খিতাবে ভূষিত।

৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ/১০ হস্তী সন

দ্বিতীয় বার বক্ষ বিদারণ। মক্কায় ভীষণ অনাবৃষ্টি। আবু তালিব ভাতিজা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কা'বা শরীফের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করালেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ঐ অবস্থায় আকাশের দিকে অংগুলী ইশারা করার সংগে সংগে মুষল ধারে বৃষ্টি বর্ষণ।

৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ/১২ হস্তী সন

চাচা আবু তালিবের সংগে বাণিজ্য করতে সিরিয়া গমন। খ্রীষ্টান সাধক বুহাইরার সংগে সাক্ষাত এবং তাঁর মধ্যে বুহাইরার নবুওয়াতের লক্ষণ অবলোকন।

৫৮৪-৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ/১৪-১৯ হস্তী সন

কুরাইশ ও কায়েস কবিলার মধ্যে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ হরবুল ফুজ্জার।

৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ/২০ হস্তী সন

দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা, জালিমের জুলুম প্রতিরোধ, বিদেশীদের জানমালের হিফাজত, অসহায়দের মদদ ইত্যাদি শপথে বলীয়ান 'হিলফুল-ফুজুল' গঠন।

www.pathagar.com

৫৯৩-৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ/২৩-২৪ হস্তী সন

ধনাঢ্য মহিলা তাহিরা নামে সমধিক পরিচিত হযরত খাদীজা রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে যোগদান। বিরাট বাণিজ্য কাফিলার নেতৃত্ব নিয়ে ইয়ামিন, সিরিয়া, বসরা প্রভৃতি দেশে গমন। বসরাতে নাসতুরা নামক এক খ্রীষ্টান পাদরীর তাঁর মধ্যে ইঞ্জিল ও তৌরাত বর্ণিত শেষ নবীর লক্ষণাদী অবলোকন। নাসতুরার মন্তব্যঃ ইনিই শেষ নবী, হায়! আমি যদি তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির কাল পর্যন্ত হায়াত পেতাম তবে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। বাণিজ্যে প্রচুর মুনাফা অর্জন।

৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ/২৫ হস্তী সন

২৫ বছর বয়সে উপনীত।

বাণিজ্য থেকে ফিরে আসার তিন মাস পর হযরত খাদীজা রাজি আল্লাহু তা'আলা আন্হার প্রস্তাবক্রমে ও চাচা আবু তালিবের সম্মতিক্রমে যুবক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হযরত খাদীজা (রাঃ)-র সংগে শাদী মুবারক সম্পন্ন। হযরত খাদীজা রাজি আল্লাহু তা'আলা আন্হার বয়স তখন চল্লিশ বছর।

৬০৪ খ্রীষ্টাব্দ/৩৪ হস্তী সন

কা'বাগৃহে হাজরে আসওয়াদ সংস্থাপন নিয়ে সম্ভাব্য মারাত্মক সংঘর্ষের মীমাংসা করণ এবং নিজহাতে কা'বার নির্দিষ্ট দেওয়ালকোণে হাজারে আসওয়াদ স্থাপন।

৬০৫-৬১০ খ্রীষ্টাব্দ/৩৫-৪০ হস্তী সন

সত্য স্বপ্ন দেখা। বক্ষ বিদারণ। অধিকাংশ সময় হিরা গুহায় গভীর চিন্তায় রত।

৬১০ খ্রীষ্টাব্দ/৪০ হস্তী সন/১ নবুয়ত সন

৪০ বছর বয়সে উপনীত। মাহে রমজানুল মুবারকের শেষ দশকের কোন এক বেজোড় রাতে (অধিকাংশের মতে ২৭শে রমজান রাতে) লওহ্ মাহফুজ থেকে গোটা কুরআন শরীফ প্রথম আসমানে নাযিল। হিরা গুহায় ফিরিশতা হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম মারফত প্রথম অহী লাভ। আর তা হচ্ছে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতে কারীম যার প্রথম বাণীই হচ্ছে "ইক্‌রা"- পাঠ

www.pathagar.com

করো। নবুওয়াত ও রিসালাতের অভিষেকে অভিষিক্ত সারোয়ারে কায়িনাত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। অহী নাযিলের সূচনা। তারপর ২৩ বছর ধরে প্রয়োজন অনুসারে ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প করে অহী নাযিল। প্রথম অহী লাভের পর ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত খাদীজা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত যাইদ বিন হারিস (রাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আম্মার (রাঃ), হযরত বিলাল (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ), হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) প্রমুখ।

৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ/৩ নবুওয়াত সন

প্রথম অহী নাযিলের দীর্ঘ বিরতির পর পুনরায় অহী নাযিল শুরু। সুরা মুদ্দাসসিরের প্রথম কয়েকখানা আয়াতে কারীমা ও সুরা মুযযাম্মিল নাযিল। প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আদেশ লাভ। আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেনঃ (হে রাসুল), আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (সুরা হিজরঃ আয়াত ৯)।

(হে রসূল), আপনি আপনার নিকট-আত্মীয়দের (আক্‌রাবীন)-কে সতর্ক করে দিন। (সুরা শু'আরাঃ আয়াত ২১৪)।

সাফা পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে সমবেত মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণদান ও তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহবান। হাশিমী গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক খানার মজলিসে একত্র করন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান। বালক হযরত আলী (রাঃ)-র প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সংগে ইসলাম প্রচারের সহযোগীতা করবার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা।

মুসলিম সংখ্যা চল্লিশে উন্নীত। সংঘবদ্ধভাবে কা'বা চত্বরে গিয়ে সমস্বরে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ঘোষণা। কাফির-মুশরিকদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে সশস্ত্র আক্রমণ। এই আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে হযরত হারিস বিন আবু হালা রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহু শহীদ হন। কাফির-মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি। হযরত আম্মার রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহুর আম্মা হযরত সুমাইয়া রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহা কা'বা চত্বরে অকথ্য নির্যাতনের পর আবু জাহলের বল্লমের আঘাতে শহীদ হন।

www.pathagar.com

৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ/৫ নুবুওয়াত সন

কাফির-মুশরিকদের অত্যাচার তুঙ্গে ওঠে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে রজব মাসে আবিসিনিয়ায় সাহাবায়ে কিরামের প্রথম হিজরত। প্রথম দলে ছিলেন ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা। এই দলে হযরত উসমান রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত রুকাইয়া রাজি আল্লাহু তা'আলা আনহাও ছিলেন। দ্বিতীয় দল ৮৩ জন সাহাবী হযরত জা'ফর বিন আবু তালিব রাজিআল্লাহু তা'আল্লা আনহুর নেতৃত্বে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান রাজা নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে সাদরে গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করেন।

৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ/৬ নুবুওয়াত সন

হযরত হামযা রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ। তিন মাস পর হযরত উমর বিন খাত্তাব রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ।

৬১৭ খ্রীষ্টাব্দ/৭ নুবুওয়াত সন

মক্কার কাফির মুশরিকরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামসহ কিরাম ও হাশিম এবং মুত্তালিব বংশীয় সকলকে বয়কট করে। মক্কা নগরীর উপকণ্ঠে শিবে আবু তালিব বা আবু তালিব গিরিসংকটে দীর্ঘ তিন বছর ভীষণ কষ্টের মধ্যে অন্তরীণ অবস্থায় অতিবাহিত।

৬১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দ/১০ নুবুওয়াত সন

চাচা আবু তালিবের ইন্তেকাল। ২০শে রমজান হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহার ইন্তেকাল। শাওয়াল মাসে হযরত যাইদ বিন হারিস রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে সংগে নিয়ে তায়েফ গমন। তায়েফবাসীরা প্রস্তরাঘাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জিসম মুবারক মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত করে। মক্কায় প্রত্যাবর্তন।

৬২০ খ্রীষ্টাব্দ/১০ নুবুওয়াত সন

২৭ শে রজব মি'রাজ গমন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হুকুম লাভ।

যিলহজ্জ মাসে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে গোপনে ইসলাম প্রচার শুরু। মিনায় অবস্থিত আকাবাতে ছয়জন ইয়াসরীববাসীর ইসলাম গ্রহণ। আকাবার প্রথম শপথ অনুষ্ঠিত।

www.pathagar.com

৬২১ খ্রীষ্টাব্দ/১১ নুবুওয়াত সন

আবিসিনিয়ার ২০ জন খ্রীষ্টানের একটি দলের মক্কা শরীফে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-র দরবারে আগমন ও ইসলাম গ্রহণ।

যিলহজ্জ মাসে ইয়াসরীবের ১২ জন তীর্থযাত্রীর আকাবা উপত্যকায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-র কাছে ইসলাম গ্রহণ। এটাই আকাবার দ্বিতীয় শপথ।

৬২২ খ্রীষ্টাব্দ/১২ নুবুওয়াত সন

যিলহজ্জ মাসে ইয়াসরিব থেকে আগত ৭৫ জনের এক প্রতিনিধি দল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-র সংগে সাক্ষাৎ করে তাঁকে ইয়াসরিবে যাবার জন্যে দাওয়াত প্রদান। সাহাবায়ে কিরামকে ইয়াসরিবে হিজরতের নির্দেশ দান। সাহাবায়ে কিরাম অতি গোপনে একে একে হিজরত করতে থাকেন।

৬২২ খ্রীষ্টাব্দ/১৩ নুবুওয়াত সন/১ হিজরী

মক্কা শরীফ থেকে ১৬ই সফর সোমবার ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে হিজরত। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) সংগী। তিনদিন সাওর গুহায় অবস্থান। ১লা রবিউল আউয়াল সোমবার ইয়াসরিবের উপকণ্ঠে কুবায় উপস্থিতি। বিপুল সংবর্ধনা। কুবায় মসজিদ নির্মাণ। ১২ই রবিউল আউয়াল শুক্রবার কুবা থেকে তিন মাইল উত্তরে ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে রওনা। তিন মাইল দীর্ঘ পথে জনতার বিশাল সমাবেশ। পথিমধ্যে বনী সালিমের মহল্লায় বাতলুন ওয়াদিতে জুম'আর সালাত আদায়। এটিই সর্বপ্রথম জুম'আর সালাত।

ইয়াসরিব প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কদম মুবারকের পরশে ধন্য হয়ে উঠে। নগরীর নামকরণ হয় মদীনাতুন্ নববী। মসজিদুন নববী স্থাপিত হয়। আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপিত হয়। সাধারণতন্ত্র কায়েম হয়। মদীনার সনদ প্রণীত ও স্বাক্ষরিত হয়। এটিই পৃথিবীর প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র।

৬২৩ খ্রীষ্টাব্দ/২ হিজরী

১৪ই শা'বান জেরুজালেমের বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মুখ ফিরিয়ে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার জন্যে অহী নাযিল। আযান ও ইকামতের প্রবর্তন। উত্তরাধিকার, মিরাস, তালাক ইদ্দত বিষয়ক বিধান অবতীর্ণ।

www.pathagar.com

৬২৪ খ্রীষ্টাব্দ/ ২ হিজরী

১৪ই শাবান মাহে রমজানের একমাস সিয়াম পালনের বিধান নাযিল।

কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধের বিধান নাযিল। যাকাতের বিধান নাযিল।

১৭ই রমজান প্রথম কিতাল গাযওয়ায়ে বদর বা বদর যুদ্ধ সংঘটিত।

২৪শে রমজান হযরত আলী (রা:) ও হযরত ফাতিমা (রা:)-র শাদী মুবারক।

২৮শে রমজান সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব ঘোষণা। ১লা শাওয়াল প্রথম ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপিত। ১০ই যিলহজ্জ প্রথম ঈদুল আযহা উদ্‌যাপিত।

৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ/৪-৫ হিজরী

৩ হিজরীর ১৫ই রমজান ইমাম হাসান রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহুর জন্ম।

১১ই শাওয়াল গাযওয়ায়ে উহুদ বা উহুদের যুদ্ধ। সাময়িক বিপর্যয়। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দান্দান মুবারক শহীদ। হযরত হামজা রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহুসহ সত্তর জন সাহাবী শহীদ।

১৩ই শাওয়াল ৭০ জন আহত মুজাহিদসহ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হামরাউল আসাদ অভিযান। মক্কার কাফির-মুশরিক বাহিনী আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দ্রুত পলায়ন। উহুদে মুসলিম বিজয় প্রমাণিত। বস্ত্রছেদন, মুখে প্রস্তরাঘাত ইত্যাদি সহকারে শোক প্রকাশ বা শোকগাঁথা গাওয়া (নাওহা) নিষিদ্ধকরণ।

৪ হিজরীর সফর মাসে বিরে মাউনার হৃদয়বিদারক ঘটনা। মদ্যপান, জুয়া প্রভৃতি হারাম ঘোষণা। পর্দার বিধান নাযিল।

৫ই শাবান হযরত ইমাম হুসাইন (রা:)-এর জন্ম হয়।

৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ/৫ হিজরী

খন্দকের যুদ্ধ। ৮ই যিলকাদ খন্দক খনন শুরু। তিন হাজার মুজাহিদ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে এই খনন কাজে অংশগ্রহণ করেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও নিজ হস্ত মুবারক দ্বারা খনন করেন। ২০শে যিলকাদ প্রায় ২ হাজার ৫শ গজ দীর্ঘ ৯/১০ হাত গভীর ও ৭-১০ হাত প্রস্থ খন্দক খনন সমাপ্ত হয়। প্রায় একই সময় কাফির-মুশরিকরা মদীনা আক্রমণ করতে এসে খন্দক দ্বারা মদীনা প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ২০/২২ দিন ধরে যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধকে গাযওয়ায়ে আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ বলে।

১৪ই যিলহজ্জ ইহুদী বনী কুরায়যার শাস্তি প্রদান।

www.pathagar.com

৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ/৬ হিজরী

শাওয়াল মাসে উমরার নিয়াতে চৌদ্দশ সাহাবায়ে কিরাম সংগে করে মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা।

যিলকদ মাসে মক্কার নিকটবর্তী হুদাইবিয়াতে অবস্থান গ্রহণ করে মক্কার কাফির-মুশরিকদের কাছে আগমনের হেতু জানিয়ে খবর প্রেরণ। পরে হযরত উসমান রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে দূতরূপে প্রেরণ। তাঁর আসতে বিলম্ব হওয়ায় সাহাবায়ে কিরাম ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং একটি গাছের নিচে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শপথ গ্রহণ করেন যে, তাঁরা কখনো ময়দান থেকে পশ্চাৎপদ হবেন না, হয় ফতেহ নসিব হবে, নয় শাহাদাৎ। এটাই বায়'আতুর রিদ্ওয়ান।

হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদন।

হযরত খালিদ বিন অলীদ রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত আমর ইবনুল আস রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহু মদীনায় এসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে বায়'আত গ্রহণ করে ইসলামে দাখিল হন।

বিভিন্ন সাম্রাজ্যের সম্রাট, বিভিন্ন রাজ্যের রাজা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের কাছে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে দূত দ্বারা দাওয়াত পত্র প্রেরণ শুরু। প্রথম পত্র প্রেরণ করেন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে।

৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে খয়বার অভিযান। যয়নাব নাম্নী এক রমণী কর্তৃক খাদ্যে বিষ মিশিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার অপচেষ্টা।

৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ/ ৭-৮ হিজরী

৭ হিজরী যিলকদ মাসে উমরাতুল কাযা পালন। কা'বা শরীফ তওয়াফ করার সময় প্রথম তিন তওয়াফে রমল-এর প্রবর্তন। ৮ হিজরী জমাদিউল আউয়াল মাসে গাযওয়ায়ে মুতা বা মুতার যুদ্ধ। হযরত খালিদ বিন অলীদ রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে সায়ফুল্লাহ লকব প্রদান।

৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ/৮-৯ হিজরী

৮ হিজরীর ২১ শে রমজান মক্কা বিজয়। কা'বা শরীফ থেকে সমস্ত মূর্তি অপসারণ। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা। মক্কা শরীফে ১৫ দিন অবস্থান।

শাওয়াল মাসে গাযওয়ায়ে হুনাইন বা হুনাইনের যুদ্ধ, গাযওয়ায়ে আওতাম ও গাযওয়ায়ে তায়েফ বা তায়েফের যুদ্ধ। মদীনায় প্রত্যাবর্তন কালে উমরা পালন।

www.pathagar.com

৯ হিজরী, মাহে রজব। গাযওয়ায়ে তাবুক বা তাবুক অভিযান। এটাই সর্বশেষ অভিযান। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সেনাপতিত্বে যে সব অভিযান কিংবা সশস্ত্রযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে তার সংখ্যা প্রায় ২৯টি যেগুলোকে গাযওয়া বলে। তাবুক অভিযানই সর্বশেষ গাযওয়া।

সুদ হারাম ঘোষণা। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে লোক ও প্রতিনিধি দল এসে ইসলাম গ্রহণ। শতাধিক প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটে। যে কারণে এই বছর প্রতিনিধি আগমনের বছর নামে পরিচিত। প্রতিনিধিদের জন্য মসজিদুন নববী চত্বরে তাঁবু খাটানো হয়।

৬৩১ খ্রীষ্টাব্দ/৯ হিজরী

হজ্জ ফরয ঘোষণা। শরীয়তভিত্তিক প্রথম হজ্জ পালনের জন্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহুর নেতৃত্বে তিনশ জন সাহাবায়ে কিরামের একটি কাফেলাকে মক্কা মুয়াজ্জমায় প্রেরণ। কাফেলা রওনা করে দেবার পর পরই সুরা তওবা নাযিল। সুরা তওবার প্রথম তেরটি আয়াতেকারীমা হজ্জের সময় মিনাতে সমবেত সবার সামনে ঘোষণার জন্যে হযরত আলী রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে প্রেরণ। এ আয়াতেকারীমা সমূহের মাধ্যমে কাফির-মুশরিকদের সংগে সমস্ত চুক্তি বাতিল ঘোষিত হয় এবং চার মাসের মধ্যে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ অথবা চিরতরে মক্কা শরীফ ত্যাগ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ/১০-১১ হিজরী

বিদায় হজ্জ-হুজ্জাতুল বিদা'

২৫শে যিলকদ- বা'দ জুম'আ হজ্জের নিয়তে মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ।

৯ই যিলহজ্জ শুক্রবার আরাফাত দিবসে আরাফাত ময়দানে একলক্ষ চল্লিশ হাজার সাহাবায়ে কিরামের বিশাল হজ্জ সমাবেশে খুৎবা দান। খুৎবা শেষে জনগণের উদ্দেশ্যে আল বিদা' ঘোষণা। অহী নাযিলঃ "আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু 'আলায়কুম নি'মাতি ওয়া রাজীতু লাকুমুল ইসলামা দীনা" আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীনরূপে সানন্দে অনুমোদন দান করলাম (সূরা মায়িদাঃ আয়াত-৩)

হজ্জ শেষে প্রত্যাবর্তনকালে মদীনায় উহুদ প্রান্তরে শহীদানের মাযার শরীফ যিয়ারত করে জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে যিয়ারত এবং গভীর রাত পর্যন্ত জান্নাতুল বাকীতে অবস্থান।

www.pathagar.com

১১ হিজরী। সফর মাসে হযরত উসামা বিন যাইদ রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে মুতা অভিযানে প্রেরণ। (এখানে উল্লেখ্য যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে কোন সাহাবীর অধিনায়কত্বে যে যুদ্ধ কিংবা অভিযান পরিচালিত হয়েছে তাকে সারিয়া বলে। সারিয়ার সংখ্যা প্রায় ৬৪। মুতা অভিযান সর্বশেষ সারিয়া)।

সফর মাসের শেষ বুধবার (আখেরী চাহার শম্বা) শেষবারের মত সুস্থ। অত:পর ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন, জিসম (শরীফ) মুবারকে মাত্রাতিরিক্ত তাপ এবং মাথায় অসহ্য যন্ত্রনা। ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার ফজরের ওয়াক্ত দরজার পরদা সরিয়ে সাহাবায়ে কিরামের সালাত আদায়ের দৃশ্য অবলোকন করে পরম তৃপ্তির হাসি। দিবাভাগে "আল্লাহুম্মা রফীকুল আলা" বার বার উচ্চারণ করতে করতে এবং হযরত আয়িশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহু তা'আলা আনহার কোলে মাথা রাখা অবস্থায় শ্রেষ্ঠ বন্ধু আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রত্যাবর্তন। ৬৩ বছর বয়সে তিনি চলে গেলেন তাঁর রফীকুল আ'লা 'আল্লার মহান দরবারে'।

হযরত আয়িশা রাজিআল্লাহু তা'আলা আন্হার কক্ষে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই জিস্ম মুবারক দাফন করা হয় ১৪ই রবিউল আউয়াল বুধবার রাতে।

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায় ইসলাম প্রচার

১। ২য় হিজরীতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র ৩১৩ জন অনুগামী নিয়ে বদর যুদ্ধে মিলিত হন।

২। ৩য় হিজরীতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৭০০ জন মুসলমান নিয়ে উহুদ যুদ্ধে ৩,০০০ কুরাইশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

৩। ৫ম হিজরীতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩,০০০ মীনাবাসীকে নিয়ে ১০,০০০ জন কুরাইশের বিরুদ্ধে পরিখা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।

৪। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১,৪০০ জন হজ্জ্ব যাত্রী নিয়ে হুদাইবিয়াতে মিলিত হন।

৫। ৬ষ্ঠ হিজরীতে ১,৫০০ জন যোদ্ধা নিয়ে খয়বার যুদ্ধে ইহুদীদের বিরুদ্ধে মিলিত হন।

৬। ৭ম হিজরীতে ২,০০০ অনুগত সহচর সহ হজ্জ্ব সমাপন।

৭। ৮ম হিজরীতে ১০,০০০ জন সৈন্য নিয়ে মক্কা জয় করেন।

www.pathagar.com

৮। ৮ম হিজরীতে ১২,০০০ সৈন্যসহ হুনাইন যুদ্ধের মুকাবিলা করেন।

৯। নবম হিজরীতে ৩০,০০০ সৈন্যসহ রোমানদের সাথে মিলিত হন।

১০। দশম হিজরীতে ১০,০০০ হজ্বযাত্রীসহ মক্কায় হজ্ব সমাপন করেন।

তাঁর ওফাত (মৃত্যু) কালে সিরিয়া থেকে ইয়ামেন এবং জিদ্দা থেকে ইরাক পর্যন্ত সমগ্র আরব মুসলিম দেশে পর্যবসিত হয়।

গাযওয়া ও সারিয়্যা

গাযওয়া ও সারিয়া শব্দদ্বয়ের অর্থ নিয়ে সীরাতকারগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে সবচেয়ে মকবুল অভিমত এই যে, যে যুদ্ধে স্বয়ং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অংশগ্রহণ করেছেন, তাকে গাযওয়া বলা হয় এবং যে যুদ্ধে কোন সাহাবীকে সেনাপতি করে পাঠান হয়েছিল তাকে সারিয়্যা বলা হয়।

যে সকল ঘটনাবলীকে ঐতিহাসিকগণ সারিয়্যা বলে থাকেন; তা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ঃ যথা (১) অনুসন্ধানী দল, যারা দুশমনের চলা-ফেরা ও গতিবিধি লক্ষ্য করে সংবাদ প্রেরণ করত। (২) দুশমনের হামলার খবর শুনে যারা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেত। (৩) কুরাইশদের বাণিজ্য পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। যাতে করে তারা মুসলমানদের হজ্জ ও ওমরা আদায় ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজের অনুমতি দান করে। (৪) শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েমের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী ফৌজ প্রেরণ করা। (৫) ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে লোক প্রেরণ করা হত এবং তাদের হিফাজতের জন্য কিছু ফৌজ সাথে দেওয়া হত। এ ক্ষেত্রে তাকীদ করা হত যে, তরবারী যেন ব্যবহার করা না হয়।

আর গাযওয়াহ-এর প্রকার ছিল দু'টি। (১) দুশমনরা দারুল ইসলামের ওপর হামলা করেছে, এমতাবস্থায় তাদের মুকাবিলা করা হয়েছে। কিংবা (২) একথা জানা গেছে যে, দুশমন মদীনার ওপর হামলা করতে উদ্যত হয়েছে তাই সম্মুখে অগ্রসর হতে হয়েছে।

www.pathagar.com

একনজরে বদর যুদ্ধ

যুদ্ধের সন-তারিখ	১৭ই রমজান ২য় হিঃ; ১৩ই মার্চ, ৬২৪খৃঃ
যুদ্ধের স্থান	বদর নামক প্রান্তর। বদর একটি কুপের নাম।
বদরের দূরত্ব	মদীনা থেকে বদরের দূরত্ব ৮০ মাইল বা ১৩৫ কিলোমিটার আর মক্কা থেকে ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত।
মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা	৩১৩ জন। এদের মাঝে উষ্ট্রারোহী- ৭০ জন, বর্মধারী- ৬০ জন, অশ্বারোহী- ২/৩ জন, পদাতিক- ২৪১ জন (বর্মধারী ৬০ জন সহ)।
মুসলিম সেনা বাহিনীর পশ্চাদ ভাগের কমান্ডার ও সৈন্য গণনাকারী	হযরত কায়েস বিন আবু সা'সা'আহ (রাঃ) তার গোত্র বংশ- খাযরাজ/নাজ্জার।
হযরত কায়েস বিন আবু সা'সা'আহ (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ	প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর আরকামের গৃহে প্রবেশের পর।
মুসলিম বাহিনীর ডান প্রান্তের কমান্ডার ছিলেন	হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)।
মুসলিম বাহিনীর সেনাধীনায়ক	প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
মুহাজির বাহিনীর পতাকা বাহক	আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) তার গোত্র বংশঃ কুরাইশ/হাশিম।
মুহাজির বাহিনীর পতাকা বাহকের ইসলাম গ্রহণ	মক্কা আমলে খুবই প্রথম দিকে অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর আরকামের গৃহে প্রবেশের পূর্বে।
খাজরাজ গোত্রের পতাকা বাহক	হুবাব বিন মুমজির (রাঃ) তার গোত্র/বংশঃ খাজরাজ/সালামাহ।
খাজরাজ গোত্রের পতাকা বাহকের ইসলাম গ্রহণ	প্রথম দিকে বদর যুদ্ধের পূর্বে।

www.pathagar.com

আস/আউস গোত্রের পতাকা বাহক	সা'দ বিন মু'আজ (রা:) তার গোত্র/বংশঃ আউস/আশহাল।
আউস গোত্রের পতাকা বাহকের ইসলাম গ্রহণ	মক্কা আমলের শেষ দিকে অর্থাৎ ৬২১-২২ খৃষ্টাব্দে।
যুদ্ধের পূর্বে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর তিনটি ঘোড়ার তত্বাবধান করেন	সা'দ বিন আসাদ (রা:) তার গোত্র/বংশঃ খাজরাজ/হারিস এবং ইসলাম গ্রহণ মদীনা আমলের প্রথম দিকে বদর যুদ্ধের পূর্বে।
কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর পরিকল্পনায় সমর্থনকারীব্যক্তিবর্গ	১। আবু বকর সিদ্দিক (রা:) ২। উমর-বিন খাত্তাব (রা: ৩। আল মিকদাদ বিন আমর ৪। সা'দ বিন মু'আজ ৫। সা'দ বিন উবাদাহ ৬। আল হুবাব বিন আল মুনজির।
মুসলিম বাহিনী বদর অভিমুখে যাত্রা করেন	১২ই রমযান ২য় হি: ৮/৯ ই মার্চ ৬২৪ খৃষ্টাব্দে।
মুসলিম বাহিনী বদর অভিমুখে উপনীত হন	১৪ই রমযান ২য় হি: ১১ই মার্চ ৬২৪ খৃষ্টাব্দে।
তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রা:)-এর ইসলাম গ্রহণ	মক্কা আমলে খুবই প্রথম দিকে অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর আরকামের গৃহে প্রবেশের পূর্বে।
হযরত সাঈদ বিন যাইদ (রা:) -এর ইসলাম গ্রহণ	মক্কা আমলে খুবই প্রথম দিকে অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর আরকামের গৃহে প্রবেশের পূর্বে।
১৬ই রমজান ২য় হি:/১৪ই মার্চ ৬২৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের পক্ষ থেকে গোয়েন্দা বিভাগে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ হলেন	১। হযরত যুবাইর বিন আওয়াম তার গোত্র বংশ কুরাইশ/আসাদ ২। আলী বিন আবু তালিব ৩। বাস বাস বিন আমর তার গোত্র বংশ জুহাইনাহ ৪। সা'আদ বিন আবু ওয়াক্কাস তার গোত্র বংশ কুরাইশ/যহবাহ।

www.pathagar.com

যুবাইর বিন আওয়াম (রা:) -এর ইসলাম গ্রহণ	মক্কা আমলে খুবই প্রথম দিকে অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আরকামের গৃহে প্রবেশের পূর্বে।
বাস বাস (রা:) বিন আমর (রা:) এর ইসলাম গ্রহণ	মদীনা আমলে খুবই প্রথম দিকে বদর যুদ্ধের পূর্বে।
সা'আদ বিন আবুওয়াক্কাস (রা:) -এর ইসলাম গ্রহণ	মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আরকামের গৃহে প্রবেশের পর।
বদর যুদ্ধ সম্পর্কে মদীনাবাসীকে অবহিত করেন	যাইদ বিন হারিস (রা:) তার গোত্র/বংশ কালব/হাওলা
যাইদ বিন হারিসার ইসলাম গ্রহণ	মক্কা আমলে খুবই প্রথম দিকে অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আরকামের গৃহে প্রবেশের পূর্বে।
মুসলিম বাহিনীর শিবির স্থাপন সম্পর্কে পরামর্শ দান করেন	আল হুবাব বিন আল মুনজির (রা:)
আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা:) -এর ইসলাম গ্রহণ	মক্কা আমলের শেষ দিকে অর্থাৎ ৬২১-৬২২ খৃ:
মদীনার ভার প্রাপ্ত রাষ্ট্র প্রধান মতান্তরে ৪ জন	১। আমর বিন উম্মে মাকতুম তার গোত্র/বংশ কুরাইশ/আমির ২। আবু লুবাবাহ বাশির বিন আব্দুল মুনযির (রা:) তার গোত্র/বংশ আউস আমর বিন আউফ ৩। হারিস বিন হাতিব তার গোত্র/বংশ আউস আমর বিন আউফ ৪। আসিম বিন আদী (রা:) তার গোত্র/বংশ আউস/আজলাল।
আমর বিন উম্মে মাকতুম (রা:) এর ইসলাম গ্রহণ	মক্কা আমলে খুবই প্রথম দিকে অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আরকামের গৃহে প্রবেশের পর।
আবু লুবাবাহ বাশির বিন আব্দুল মুনযির (রা:) এর ইসলাম গ্রহণ	মক্কা আমলের শেষ দিকে অর্থাৎ ৬২১-২২ খৃঃ।
হারিস বিন হাতিব (রা:) এর ইসলাম গ্রহণ	মক্কা আমলে খুবই প্রথম দিকে বদর যুদ্ধের পূর্বে।

www.pathagar.com

আসিম বিন আদী (রা:) ইসলাম গ্রহণ	মক্কা আমলে খুবই প্রথম দিকে বদর যুদ্ধের পূর্বে।
প্রতিপক্ষ দল	মক্কার কুরাইশরা।
প্রতিপক্ষের সেনাপতি ছিল	উৎবা বিন রবী'আ।।
কুরাইশ বাহিনী বদর প্রান্তরে উপস্থিত হয়	১৩ই রমজান ২য় হি: ৯ই মার্চ ৬২৪ খৃষ্টাব্দে।
যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার দিন তারিখ	২য় হিজরীর ১৭ই রমজান ৬২৪ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মার্চ রোজ শুক্রবার জুমা'আর নামাজ অন্তে।
যুদ্ধের ফলাফল	এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করেন।
যুদ্ধের বিজয় সম্পর্কে অবহিত করেন	আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা:) তার গোত্র/বংশ খাযরাজ/হারিস।
মুসলমানদের মাঝ থেকে শাহাদাত বরণ করেন	সর্বমোট ১৪ জন মুজাহিদ। এদের মধ্যে মুহাজিরদের সংখ্যা-৬ জন এবং আনসারদের সংখ্যা- ৮ জন, মোট ১৪ জন (কারো কারো মতে ২২ জন। মুহাজির ১৪ জন খাযরাজ গোত্রের ৬ জন এবং আউস গোত্রের ২ জন।)
বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর প্রথম শহীদ	হযরত উমর (রা: এর গোলাম মাহজা ইবনে ছালেহ (রা:)।
বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর দ্বিতীয় শহীদ	হযরত হারিস বিন সুরাকা (রা:)।
মুশরিক বাহিনীর মধ্য থেকে নিহত হয়	কুরাইশদের ২৪ জন নেতাসহ মোট ৭০ জন।
মুশরিকদের সর্ব প্রথম নিহত ব্যক্তি হল	আসওয়াদ বিন আবদুল আসাদ মাখযুমি।

www.pathagar.com

মুশরিকদের মধ্য থেকে সর্বমোট বন্দী হয়	সর্বমোট ৭০ জন বন্দী হয়।
যুদ্ধ বন্দীদের নিকট থেকে পণ আদায়ের ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করেন।	হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:)।

একনজরে ওহুদ যুদ্ধ

যুদ্ধের সন-তারিখ	শাওয়াল, ৩য় হিঃ মার্চ, ৬২৫ খৃঃ
যুদ্ধের স্থান ও মদীনা থেকে দূরত্ব-	মদীনা থেকে প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণে উহুদ নামক পাহাড়ের পাদদেশে;
মুসলিম বাহিনীর সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা-	১০০০ জন;
আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর নেতৃত্বে দল ত্যাগ-	৩০০ জন। অবশিষ্ট ৭০০ জন। এদের মাঝে বর্মধারী ১০০ জন, তীরন্দাজ ৫০ জন, অশ্বারোহী ২ জন;
আনসারদের পতাকা বাহক ছিলেন-	মুস'আব বিন উমাইর (রা:);
মুহাজির বাহিনীর পতাকা বাহক ছিলেন-	হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা:);
আউস গোত্রের পতাকা বাহক ছিলেন-	উসাইব বিন হুযাইর। তাঁর গোত্র বংশ আউস/আশহাল; এবং ইসলাম গ্রহণ মক্কা আমলের শেষ দিকে অর্থাৎ ৬২১-৬২২ খৃঃ
খাজরাজ গোত্রের পতাকা বাহক ছিলেন-	আল হুবাব বিন আল মুনজির অথবা সাদ বিন উবাদাহ (রা:)
তীরন্দাজ বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন-	যুবাইর বিন আওয়াম (রা:)
অশ্বারোহী দলের নেতা ছিলেন-	আব্দুল্লাহ বিন উবাইর (রা:)
মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন-	প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
মদীনার অস্থায়ী শাসক ছিলেন-	আমর বিন উম্মে মাকতুম (রা:)

www.pathagar.com

অগ্রগামী মক্কা বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন- গোয়েন্দা বিভাগের বা গুপ্তচরের দায়িত্ব পালন করেন। ১। মালিক বিন খালফ তার গোত্র/বংশ আসলাম এবং ইসলাম গ্রহণ বদর ও উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে। ২। নোমান বিন খালফ। তারও গোত্র/বংশ আসলাম।	১। আনাস বিন খাযালাহ্॥ তার গোত্র/বংশ- খাযরাজ/জাফর এবং ইসলাম গ্রহণ উহুদ ও হুদাই বিয়ার মধ্যবর্তী সময়ে ২। মুনিস বিন খাযালাহ। তার গোত্র বংশ ও ইসলাম গ্রহণ ঐ; ৩। হুবাব বিন আল মুজিব ৪। আলী বিন আবু তালিব (রা:)
পথ প্রদর্শক ছিলেন-	হযরত আবু হাসমাহ। তার গোত্র/বংশ আউস/হারিস এবং ইসলাম গ্রহণ মদীনা আমলের প্রথম দিকে বদর যুদ্ধের পূর্বে
মদীনার বাইরে গিয়ে মক্কার বাহিনীকে মুকাবিলা করার পরামর্শ প্রদান করেন-	১। সাদ বিন উবাদাহ ২। হামজাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব ৩। মালিক বিন সিনান। তার গোত্র/বংশ খাযরাজ। খুযরাহ্ এর ইসলাম গ্রহণ মদীনা আমলের প্রথম দিকে ৪। নুমান বিন মালিক। তার গোত্র/ বংশ-আস/ সালিম এবং তার ইসলাম গ্রহণ ঐ। ৫। আয়াস বিন আওস তার গোত্র/বংশ আস/আসহাল এবং ইসলাম গ্রহণ ঐ। ৬। খায়সামা বিন হারিস। তার গোত্র/বংশ আস/আমর বিন আউ ৭। আনাস বিন কাতাদাহ। তার গোত্র/বংশ ও ইসলাম গ্রহণ ঐ
উহুদ যুদ্ধের অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য মুসলিম রমনী গণ হলেন-	(১) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (২) উম্মে সালীত (৩) উম্মে সালেম এবং (৪) উম্মে আম্মারা (রা:)
মুসলিম মহিলাদের রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন	হযরত সাবিত বিন ওয়াক্কাস এবং হুযাইফা (রা:)
মুসলিম বাহিনী উহুদ অভিমুখে রওনা হন-	৬ই শাওয়াল, ৩য় হিঃ; ২২শে মার্চ, ৬২৫ খৃষ্টাব্দে;

www.pathagar.com

মুসলিম বাহিনী উহুদ প্রান্তরে উপনীত হন-	৭ই শাওয়াল, ৩য় হিঃ; ২৩শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিঃ
মুসলিম প্রতিপক্ষের সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা-	সর্বমোট ৩০০০ জন। এদের মাঝে লৌহ বর্মধারী ৭০০, উষ্ট্রারোহী ৩০০, অশ্বারোহী ২০০, তীরন্দাজ ২০০, অন্যান্য ছিল ১৫৮৫ এবং কুরাইশ রমণী ছিল ১৫ জন।
মুশরিক বাহিনীর ডান পার্শ্বের কমান্ডার ছিল-	খালিদ বিন ওয়ালিদ;
মুশরিক বাহিনীর তীরন্দাজবাহিনীর সেনাপতি ছিল	আব্দুল্লাহ বিন আবু বারিয়া
মুশরিক বাহিনীর বাম পার্শ্বের কমান্ডার ছিল-	ইকরামা বিন আবু জেহেল;
মুশরিক বাহিনীর অশ্বারোহী বাহিনীর কমান্ডারসহ পতাকাবাহক ছিল	আবু সাদ বিন আবু তালহা (অন্য তালহা)
মুশরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিল-	সাফওয়ান বিন উমাইয়া;
মুশরিক বাহিনী উহুদ অভিমুখে যাত্রা করেন-	২৫শে রমযান, মঙ্গলবার, ৩য় হিঃ মুতাবিক ১১ই মার্চ, ৬২৫ খৃঃ
মুশরিক বাহিনী উহুদ প্রান্তরে উপনিত হয়-	৬ই শাওয়াল, শুক্রবার, ৩য় হিঃ মুতাবিক ২২শে মার্চ, ৬২৫ খৃঃ
উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়-	৭ই শাওয়াল মতান্তরে ১১/১৪/১৫ই শাওয়াল, ৩য় হিঃ মুতাবিক ২৩শে মার্চ, ৬২৫খৃঃ
যুদ্ধের ফলাফল-	এ যুদ্ধে বাহ্যিক ভাবে কুরাইশ বাহিনী বিজয় লাভ করে;
বল্লমের আঘাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হেলমেট ভেঙ্গে ছিল-	আব্দুল্লাহ বিন কামআহ/কামুয়া;
নবীজীর দাঁত মুবারক ভেঙ্গেছিল	উৎবা বিন আবু ওয়াক্কাস;

www.pathagar.com

নবীজীর আকৃতি সাদৃশ্য নিহত সাহাবা হলেন	মুসআব বিন উমাইর (রা:);
মুসলিম বাহিনীর সর্বমোট শাহাদাৎ বরণ করেন-	সর্বমোট ৭০ জন। এদের মাঝে ৬৬ জন আনসার ও ৪ জন মুহাজির অথবা ৬৪ জন আনসার ও ৬ জন মুহাজির।
মুশরিক বাহিনীর সর্বমোট নিহত হয়েছিল–	২২/২৩/৩৩ জন নিহত হয়েছিল।

এক নজরে গাযওয়ায়ে খন্দক

এ যুদ্ধে মুশরিকদের যে সকল উল্লেখ যোগ্য গোত্র অংশ গ্রহণ করে ছিল-	সে সকল গোত্র হল (১) বনু কুরাইশ; (২) বনু কিনানাহ; (৩) তেহমায় অবস্থানরত হানিফ গোত্র; (৪) বনু গাতফান; (৫) বনু ফাজরা; (৬) বনু সুলাইম; (৭) বনু আশজা; (৮) বনু মুরাহ; (৯) বনু আসাদ এবং (১০) বনু সা'দ;
মুশরিকদের সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা ছিল	১০,০০০ (দশ হাজার) জন
এদের মাঝে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশ গোত্রের বর্ম সহ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য ছিল-	৪০০০ জন (অস্ত্র-শস্ত্র ও মাল পত্র বহনের জন্য উট ছিল ১৫০০টি এবং ঘোড়া ছিল ৩০০০ টি);
আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বনু কিনানাহ ও তেহমায় বসবাস রত দ্বিতীয় হানিফ	৩০০ জন;
উয়াইনা বিন হিসনের নেতৃত্বে বনু গাতফান এর সৈন্য ছিল	১০০০ (এক হাজার) জন;
উয়াইনা বিন হিসনের নেতৃত্বে বনু ফাজরার ১০০০ উট সহ সৈন্য ছিল	৭০০ (সাতশত) জন;
সুফিয়ান বিন আবদে শামস -এর নেতৃত্বে বনু সুলাইমের সৈন্য ছিল-	৭০০ (সাতশত) জন;

www.pathagar.com

হারস বিন আউফের নেতৃত্বে বনু মুরার সৈন্য ছিল	৪০০ (চারশত) জন
তুলাইহা বিন রুখাইলা বা মিসরী বিন রুখাইলার নেতৃত্বে বনু আশজার সৈন্য ছিল-	৪০০ (চারশত) জন
তুলাইহা বিন খুওয়াইলিদ এর নেতৃত্বে বনু আসাদ ও বনু সা'দ সহ অন্যান্য গোত্রের সৈন্য ছিল-	২৫০০ (দু'হাজার পাঁচশত) জন;
পতাকা বাহক ছিল-	তালহার দৌহিত্র উসমান;
মুশরিক বাহিনীর সর্বমোট উট ও ঘোড়া ছিল-	উট (১৫০০+১০০০) = ২৫০০টি এবং ঘোড়া (৩০০০+৩০০) = ৩৩০০টি;
মুশরিক বাহিনী মদীনা অভিমূখে যাত্রা করে-	৮ই যিলক্বদ, ৫ম হিঃ; ৯ই মার্চ/এপ্রিল, ৬২৭ খৃঃ;
তারা মদীনার অদূরে শিবির স্থাপন করে-	৯ই যিলক্বদ, ৫ম হিঃ; ৯ই মার্চ/এপ্রিল, ৬২৭ খৃঃ;
মুসলিম বাহিনীর সর্বমোট সৈন্য ও ঘোড়া ছিল-	সৈন্য ৩০০০ জন এবং ঘোড়া ৩৬টি;
মুহাজির বাহিনীর পতাকা বাহক ছিলেন-	হযরত যাইদ বিন হারিসা (রা:);
মুহাজির বাহিনীর পরিচয়ের সাংকেতিক শব্দ ছিল-	ইয়া খাইলাল্লাহ;
আনসার বাহিনীর পতাকা বাহক ছিলেন-	হযরত সা'দ বিন উবাদাহ (রা:)
আনসার বাহিনীর পরিচয়ের সাংকেতিক শব্দ ছিল-	হা মীম লা ইউন সারুন;
মুসলিম বাহিনীর ২০০ সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন-	হযরত উসাইদ বিন আল হুযাইর (রা:)
উক্ত ২০০ সৈন্যের শিবির অধিপতি ছিলেন-	হযরত উমর বিন খাতাব (রা:)

www.pathagar.com

মদীনার ৩০০ সৈন্যের আবাস স্থলের অধিনায়ক ছিলেন-	হযরত যাইদ বিন হারিসা (রা:);
মদীনার আরো ২০০ জন সৈন্যের আবাস স্থলের অধিনায়ক ছিলেন-	হযরত সালামা বিন আসলাম (রা:);
মুসলিম বাহিনীর নৈশ দলের দায়িত্বে ছিলেন-	হযরত আব্বাদ বিন বশীর এবং সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা:);
গোয়েন্দা বিভাগের গুপ্তচর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন-	হযরত লীত (রা:) এবং হযরত সুফিয়ান বিন আউফ (রা:);
নবীজীর সংগে বনু কায়নুকার চুক্তি সম্পর্কে অবহিত করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন-	(১) হযরত সা'দ বিন মু'আজ (২) উসাইদ বিন হুযাইর (৩) সা'দ বিন উবাদাহ এবং (৪) খাউওয়াত বিন যুবাইর (রা:);
বনু কায়নুকার পরিকল্পনা সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে অবগতির উদ্দেশ্যে গোয়েন্দা হিসাবে কাজ করেন-	হযরত খাউওয়াত বিন যুবাইর (রা:);
বনু কুরাইযার বিশ্বাস ঘাতকতা সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে জানার উদ্দেশ্যে গোয়েন্দা হিসাবে কাজ করেন-	যুবাইর বিন আওয়াম (রা:);
পশ্চাদপসরণকারী মক্কার কুরাইশ বাহিনীর তথ্য সংগ্রহ করেন-	আল ইয়ামান (রা:);
গাতফান গোত্রের সংগে সন্ধির প্রস্তাব বাতিল করার পরামর্শ দেন-	(১) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ (২) সা'দ বিন মু'আজ এবং (৩) উসাইদ বিন হুযাইর (রা:);
মদীনার শাসন ভার ন্যস্ত ছিল-	হযরত আমর বিন উম্মে মাকতূম (রা:) এর ওপর;
পরিখা বা খন্দক খননের পরামর্শ প্রদান করেন-	হযরত সালমান ফারসী (রা:) (তিনি পারস্যের অধিবাসী);

www.pathagar.com

মুসলিম বাহিনী পরিখা খনন শুরু করে-	৯ই যিলক্বদ ৫ম হিঃ; ৯ই মার্চ ৬২৭ খৃঃ;
পরিখা খনন সমাপ্ত হয়-	১৪ই যিলক্বদ; ৫ম হিঃ; ১৫ই মার্চ/এপ্রিল ৬২৭ খৃঃ;
পরিখাটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও গভীরতা ছিল-	দৈর্ঘ্য প্রায় ২০১৪/৩০১৪ গজ, প্রস্থ ৫ গজ এবং গভীরতা ছিল ৫ গজ;
পরিখা খনন করতে সময় লেগে ছিল-	৬/১৫/২০/২৪/৩০ দিন;
মুসলিম বাহিনী মদীনার বাইরে গিয়ে সায়লা/সালা পাহাড়ের পাদদেশে শিবির স্থাপন করে-	৮ই যিলক্বদ ৫ম হিঃ; ৭ই মার্চ/এপ্রিল ৬২৭ খৃঃ
মদীনার মুসলিম মহিলা ও শিশুদেরকে নিরাপত্তার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়-	বনু হারিসার মহাল্লাস্থিত দূর্গে;
মুশরিকরা মুসলমানদেরকে অবরোধ করে রেখে ছিল-	১৫/২৪/২৫/৩০ দিন;
যুদ্ধ চলাকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিম বাহিনীর নামাজ কাজা হয়েছিল-	মোট চার ওয়াক্ত (জোহর, আসর, মাগরিব, ইশা);
মুশরিক বাহিনীর যে সকল বীর যোদ্ধারা পরিখা অতিক্রম করে মদীনায় প্রবেশ করেছিল-	(১) আমর বিন আবদ্দুদার (২) ইকরামা বিন আবু জেহেল (৩) দিরার বিন খাত্তাব (৪) নাওফাল বিন আব্দুল্লাহ (৫) জেরার (৬) হুবাইরা বিন যুবাইর প্রমুখ;
উভয় বাহিনীর মধ্যে চরম আকারে যুদ্ধ সংঘটিত হয়-	২৩শে যিলক্বদ, ৫ম হিঃ; ২৩শে মার্চ/এপ্রিল ৬২৭ খৃঃ;
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে ময়দান ত্যাগ করে মদীনা শহরে প্রবেশ করেন-	২৪শে যিলক্বদ রবিবার, ৫ম হিঃ; ২৩শে মার্চ/এপ্রিল ৬২৭ কৃঃ;
যুদ্ধের ফলাফল-	এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে। মুজাহিদদের শাহাদাৎ বরণ করে ৬ জন মুহাজিব এবং কাফিরদের নিহত হয় ৩ জন।

www.pathagar.com

এক নজরে সারিয়্যা সমূহ

সারিয়্যা সমূহের নাম	হিজরী সন	হিজরী মাস	ইংরেজী সন ও তারিখ	মুসলিম সৈন্য সংখ্যা
১। সারিয়্যায়ে হযরত হামজা (রা:)	১ম হিজরী	রমজান	৬২৩ খ্রীঃ	৩০ জন
২। " উবাইদা বিন হারিস (রা:)	১ম "	শাওয়াল মাসের ১ম ভাগ	৬২৩ খ্রীঃ	৬০/৮০ "
৩। " সাআদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা:)	১ম "	যিলকাদ	৬২৩ খ্রীঃ	২০ "
সর্বমোট = ৩টি				
৪। সারিয়্যায়ে আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রা:)	২য় হিজরী	রজব	৬২৪ খ্রীঃ	৮/১২ "
৫। " উমাইর বিন আদি (রা:)	২য় "	রমজান	৬২৪ খ্রীঃ	১ "
৬। " সালিম বিন উমাইর (রা:)	২য় "	শাওয়াল	৬২৪ খ্রীঃ	১ "
সর্বমোট = ৩টি				
৭। সারিয়্যায়ে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা:)	৩য় হিজরী	১৩ই রবিউল আউয়াল জ্যোৎস্না রাত্রি	৬২৫ খ্রীঃ	২-১০ "
৮। " যাইদ বিন হারিস (রা:)	৩য় "	১লা জমাদিউল আখের	৬২৫ খ্রীঃ	৩০-৪০ "
৯। " রাজী আসিম বিন সাবিত (রা:)	৩য় "	যিলকদ	৬২৫ খ্রীঃ	৬/১০ "
সর্বমোট = ৩টি				
১০। সারিয়্যায়ে আবু সালমা (রা:)	৪র্থ হিজরী	১লা মহররম	৬২৬ খ্রীঃ	১৫০ "
১১। " আব্দুল্লাহ বিন উমাইস (রা:)	৪র্থ "	৫ই "	৬২৬ খ্রীঃ	১ "
১২। " বীরে মাউনা বা সারিয়্যায়ে মুনজির	৪র্থ "	সফর	৬২৬ খ্রীঃ	৭০ "
১৩। " মুরহিদ (রা:)	৪র্থ "	৬২৬ খ্রীঃ		

সর্বমোট = ৪টি

www.pathagar.com

১৪। সারিয়্যায়ে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা:)	৬ষ্ঠ হিজরী	৭ই মহররম	৬২৮ খ্রীঃ	
১৫। " ওয়াক্কাশ বিন মোহ-সান (রা:)	৬ষ্ঠ "	রবিঃ আউয়াল	৬২৮ খ্রীঃ	৩০ জন
১৬। " মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা:)	৬ষ্ঠ "		৬২৮ খ্রীঃ	৪০ "
১৭। " আবু উবাইদা বিন আল জাররাহ	৬ষ্ঠ "		৬২৮ খ্রীঃ	১০ "
১৮। " যাইদ বিন হারিসা (রা:)	৬ষ্ঠ "		৬২৮ খ্রীঃ	৪০ "
১৯। " যাইদ বিন হারিস (রা:)	৬ষ্ঠ "		৬২৮ খ্রীঃ	৪০ "
২০। " যাইদ বিন হারিস (রা:)	৬ষ্ঠ "		৬২৮ খ্রীঃ	
২১। সারিয়্যায়ে যাইদ বিন হারিস (রা:)	৬ষ্ঠ "		৬২৮ খ্রীঃ	১৭০ "
২২। " যাইদ বিন হারিস (রা:)	৬ষ্ঠ "		৬২৮ খ্রীঃ	১৫ "
২৩। " আবদুর রহমান	৬ষ্ঠ "		৬২৮ খ্রীঃ	
২৪। " হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা:)	৬ষ্ঠ "		৬২৮ খ্রীঃ	৭০০ "
২৫। " যাইদ বিন হারিসা (রা:)	৬ষ্ঠ "		৬২৮ খ্রীঃ	১০০ "
২৬। " আব্দুল্লাহ বিন আতীক (রা:)	৬ষ্ঠ "		৬২৮ খ্রীঃ	
২৭। " আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা:)	৬ষ্ঠ "		৬২৮ খ্রীঃ	৫ "
২৮। " কুরজ বিন যাবিরফেহেরী (রা:)	৬ষ্ঠ "		৬২৮ খ্রীঃ	৩০ "
২৯। " আমার বিন উমাইয়া যামরী (রা:)	৬ষ্ঠ "		৬২৮ খ্রীঃ	২০ "
৩০। " যাইদ বিন হারিস (রা:)	৬ষ্ঠ "		৬২৮ খ্রীঃ	২ "
সর্বমোট = ১৭টি				

www.pathagar.com

৩১। যাইদ বিন হারিস (রা:)	৬ষ্ঠ হিজরী	জমাঃসানি	৬২৮ খ্রীঃ	৫০০ "
৩২। সারিয়্যায়ে হযরত উমর (রা:)	৭ম হিজরী	জমাঃসানি	৬২৯ খ্রীঃ	৩০ "
৩৩। " হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা:)	৭ম "	রজব	৬২৯ খ্রীঃ	১৫-২০ "
৩৪। " হযরত বাশীর বিন সাদ (রা:)	৭ম "	শাবান	৬২৯ খ্রীঃ	৩০ "
৩৫। " গালিব বিন আব্দুল্লাহ (রা:)	৭ম "	রমজান	৬২৯ খ্রীঃ	১৩০ "
৩৬। " বাশীর বিন সাদ (রা:)	৭ম "	শাওয়াল	৬২৯ খ্রীঃ	৩০০ "
৩৭। " ইবনে অকিল আওজা (রা:)	৭ম "	যিলহজ্ব	৬২৯ খ্রীঃ	৫০ "
সর্বমোট = ৭টি				
৩৮। সারিয়্যায়ে গালিব বিন আব্দুল্লাহ (রা:)	৮ম "	সফর	৬৩০ খ্রীঃ	১০ "
৩৯। " হযরত গালিব বিন আব্দুল্লাহ (রা:)	৮ম "	সফর	৬৩০ খ্রীঃ	২০০ "
৪০। " শুজা বিন ওয়াহাব (রা:)	৮ম "	রবিঃ আউয়াল	৬৩০ খ্রীঃ	২৪ "
৪১। " কা'ব বিন উমাইর (রা:)	৮ম "	রবিঃ আউয়াল	৬৩০ খ্রীঃ	১৫ "
৪২। " মুতা	৮ম "	জমাঃ আউয়াল	৬৩০ খ্রীঃ	৩০,০০০ "
৪৩। " আমর বিন আস (রা:)	৮ম "	জমা সানি	৬৩০ খ্রীঃ	৩০০ "
৪৪। " আবু উবাইদা বিন আল জাররাহ (রা:)	৮ম "	রজব	৬৩০ খ্রীঃ	৩০০ "
৪৫। " আবু কাতাদা (রা:)	৮ম "	শাবান	৬৩০ খ্রীঃ	১৫ "
৪৬। " আব্দুল্লাহ বিন আবু হাদরাদ আসলামী (রা:)	৮ম "	শাবান	৬৩০ খ্রীঃ	২ "
৪৭। " আবু কাতাদা (রা:)	৮ম "	রমজান	৬৩০ খ্রীঃ	
৪৮। " খালিদ বিন অলীদ (রা:)	৮ম "	রমজানের প্রথম ভাগ	৬৩০ খ্রীঃ	৩০ "
৪৯। " আমর বিন আস (রা:)	৮ম "	২৫শে রমজান	৬৩০ খ্রীঃ	
৫০। " সা'দ বিন যাইদ (রা:) আশহালী	৮ম "		৬৩০ খ্রীঃ	২০ "
৫১। " খালিদ বিন অলীদ (রা:)	৮ম "		৬৩০ খ্রীঃ	৩৫০ "

www.pathagar.com

৫২। " আবু আমের আশয়ারী (রা:)	৮ম "		৬৩০ খ্রীঃ	
৫৩। সারিয়্যায়ে তুফাইল বিন আমর দাউসী (রা:)	৮ম হিজরী		৬৩০ খ্রীঃ	৪০০ "
৫৪। " কায়েস বিন সা'দ বিন উবাদা (রা:)	৮ম "	শাওয়াল	৬৩০ খ্রীঃ	৪০০ "
সর্বমোট = ১৬টি				
৫৫। সারিয়্যায়ে উয়াইনা বিন হিসন (রা:)	৯ম "	মহররম	৬৩১ খ্রীঃ	৫০ "
৫৬। " অলীদ বিন উকবা বিন আবু মুঈত (রা:)	৯ম "	সফর মাসের প্রথম ভাগ	৬৩১ খ্রীঃ	১ "
৫৭। " কুতবা বিন আমের (রা:)	৯ম "		৬৩১ খ্রীঃ	২০ "
৫৮। " দোহাক বিন কিলাবী (রা:)	৯ম "	রবি: আউয়াল	৬৩১ খ্রীঃ	
৫৯। " আলকামা বিন মুয়াজ্জিজ (রা:)	৯ম "	রবি: সানি	৬৩১ খ্রীঃ	৩০০ "
সর্বমোট = ৫টি				
৬০। সারিয়্যায়ে আলী বিন আবু তালিব (রা:)	১০ম হিঃ	র বি : সানি	৬৩২ খ্রীঃ	১৫০ "
৬১। " খালিদ বিন অলীদ (রা:)	১০ম হিঃ	রজব	৬৩২ খ্রীঃ	৫০০ "
সর্বমোট = ২টি				
৬২। " সারিয়্যায়ে উসামা বিন যায়েদ (রা:)	১১শ হিঃ	যিলকদ/ যিলহজ্ব	১১শ হিঃ	৫ জনের অধিক
সর্বমোট = ১টি				

বি: দ্র: ঘটনাপঞ্জী অংশটুকু বিশেষভাবে "প্রশ্নোত্তরে বিশ্বনবীর জীবন দর্পণ" মো: ইদ্রিস আলী প্রামাণিক থেকে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৮৩৫৮৭৩৪, ০১৭১১-১২৮৫৮৬
e-mail : professors_pub@yhaoo.com